

## সূরা আলে ‘ইমরান-৩ (হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

### পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা আল বাকারার সাথে এ সূরার এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী সম্পর্ক রয়েছে, যেজন্য এ দু’টি সূরাকে একত্রে ‘আয় যাহ্রাওয়ান’ (দু’টি উজ্জ্বল আলো) বলা হয়। পূর্ববর্তী সূরাতে ইহুদীদের ভান্ত বিশ্বাস ও দুর্কর্ম নিয়েই বেশির ভাগ আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে মূসায়ী শরীয়ত প্রবর্তিত হয়েছিল। বর্তমান সূরাতে খৃষ্টধর্মের ভান্ত বিশ্বাস ও মতবাদ নিয়েই প্রধানত মূল আলোচনা কেন্দ্রীভূত রয়েছে। সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে ‘আলে ইমরান’ (ইমরানের পরিবার-পরিজন)। ‘ইমরান’ বা ‘আমরান’ ছিলেন হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারান (আঃ) এর পিতা এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর মাতা বিবি মরিয়মের পরিবারের পূর্ব-পুরুষ। হযরত ঈসা (আঃ) এর জীবন-বৃত্তান্ত ও তাঁর কর্মধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ সূরাতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারার সাথে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় স্বাভাবিকভাবেই সূরা বাকারার অব্যবহিত পরে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে বলে ধরে নেয়া চলে। তদুপরি এতে ওহু যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ থাকায় সূরাটি হিজরী ৩য় সন্মেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস।

সূরা বাকারার সাথে সূরা আলে ইমরানের দ্঵িবিধ সম্পর্ক। প্রথমত উভয় সূরার বিষয়বস্তুর সম্পর্ক এবং দ্বিতীয়ত আল বাকারার শেষাংশের সাথেও এ সূরার প্রারম্ভের সাদৃশ্য। বস্তুত সমস্ত কুরআন শরীফের সূরাসমূহের বিন্যাস প্রধানত দুই প্রকারের বলে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কোন সূরার শেষাংশে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, এর ধারাবাহিকতা পরবর্তী সূরাতেও উল্লেখিত হয়েছে। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরানে এ উভয় ধরনের সম্পর্কই বিদ্যমান। সার্বিকভাবে উভয় সূরায় বিষয়বস্তুগত বক্তব্যের যে সম্পর্ক রয়েছে এর আলোচনা করা হয়েছে মূলত মূসায়ী শরীয়ত থেকে কীভাবে ইসলামী শরীয়তে নবুওয়তের ধারা স্থানান্তরিত করা হলো একেই কেন্দ্র করে। এটাই ছিল সূরা বাকারার প্রধান বক্তব্য এবং এর কারণ বিশ্লেষণে ইহুদীদের নৈতিক অধঃপতনের উপর আলোকপাত করে কিছু আলোচনাও উক্ত সূরাতে করা হয়েছে। কিন্তু সূরা বাকারাতে খৃষ্টান ধর্মত (যা মূসায়ী শরীয়তেরই চরম পরিণতি) সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা করা হয়নি। এতে কারো কারো মনে হয়তো এ সন্দেহের উদ্দেক হতে পারে যে ইহুদী ধর্ম, যার মাধ্যমে মূসায়ী শরীয়ত প্রবর্তিত হয়েছিল, তা ক্রুটিপূর্ণ হয়ে গেলেও এর পরিণত শাখা খৃষ্টান ধর্ম বুঝি এখনো পরিব্রাজক আছে। এমতাবস্থায় ইসলামের নৃতন বিধান বা ধর্ম-ব্যবস্থা প্রচলনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এ সন্দেহ নিরসনকলে খৃষ্টান ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে বর্তমান সূরাতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

### শিরোনাম

হাদীস পাঠে জানা যায়, এ সূরার অনেকগুলো নাম রয়েছে। যেমন, আয় যাহ্রা (একটি উজ্জ্বল আলো), আল আমান (শান্তি), আল কান্য (সম্পদ), আল মুয়িনাহ (সাহায্যকারী), আল মুজাদালাহ (পরম্পর বিতর্ক), আল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), এবং তৈয়েবা (পবিত্র)। যেহেতু বর্তমান খৃষ্টধর্মের অসারাতা প্রমাণ করাই বর্তমান সূরার প্রধান উদ্দেশ্য, তাই এ ইঙ্গিত সূরার প্রারম্ভেই রয়েছে যে খৃষ্ট ধর্মের শিক্ষা অপবিত্র ও অধঃপতিত হওয়ায় এটি নৃতন ও উন্নততর কোন বিধান বা ধর্ম-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে অন্তরায় হতে পারে না। বরং খৃষ্টধর্মের অসারাতাই প্রকারাত্মকে একটি নৃতন বিধান বা ধর্ম-ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে। তাই সূরার প্রারম্ভেই খৃষ্টধর্মের মূল মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য আল্লাহ তাআলার ঐশ্বী গুণাবলীর অন্যতম ‘আল হাইয়ুল কাইয়ুম’ গুণের কথা বলা হয়েছে। সূরা বাকারার শেষাংশ ও বর্তমান সূরার শুরুতে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাহলো সূরা বাকারার শেষাংশে মুসলমানদের জাতীয় উন্নতি তথা অবিশ্বাসীদের উপর ইসলামের সাফল্য ও বিজয় প্রদান করবেন। কেননা তিনি চিরঞ্জীব ও চিরশাশ্বত হওয়ায় সকল প্রকার দুর্বলতার উর্ধে। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরশাশ্বত। তাঁর শক্তিতে কোন দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় না। তাই সত্যিকারের সফলতা একমাত্র তাঁর সাহায্যপুষ্ট বলেই সম্ভব।

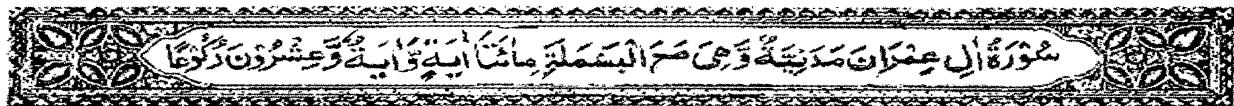
### বিষয়বস্তু

এ সূরা পূর্ববর্তী সূরার মতই হুরফে মুকাতায়াত দিয়ে শুরু। তিনটি শব্দ ‘আলিফ’ ‘লাম’ ‘মীম’ (আমি আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানি) দিয়ে আল্লাহর জ্ঞান প্রকাশক বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহ চিরঞ্জীব, স্বয়ম্ভু ও চিরস্তন এ পরিচয় পেশ করে আল্লাহ যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানেন সেই বৈশিষ্ট্যকে জোরালো সমর্থন দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, স্বয়ম্ভু ও চিরস্তন হওয়ায় তাঁর পক্ষেই সর্বজ্ঞ হওয়া সম্ভব। আর যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই চিরঞ্জীব ও চিরশাশ্বত হতে পারেন। কেননা মৃত্যু ও লয় জ্ঞানহীনতারই ফল। এ সূরাতে অতঃপর বর্ণিত হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা সঠিক পথ থেকে বহু

দূরে সরে যাওয়ার ফলে ঐশ্বী-শান্তিতে নিপত্তি হবে। তারা তওরাত বা ইন্জীলের অনুসারী, এ কথা তাদেরকে ঐশ্বী-শান্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কেননা এ উভয় গ্রন্থই এখন বাতিল হয়ে যাওয়ায় এগুলোর শিক্ষা মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদা মিটাতে অক্ষম। অতঃপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তারা যেন তাদের মন থেকে সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয় দূর করে এ বিশ্বাসে কায়েম থাকে যে ইহুদী ও খ্রিস্টান তাদের সংখ্যাধিক্য ও পার্থিব উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। যে ভাবে আল্লাহ তাআলা পূর্বেও মুসলমানদেরকে তাদের শক্রপক্ষ কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রের জনবল ও পার্থিব পরাক্রমের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করেছিলেন, অনুরূপভাবে এখনো মুসলমানদের বিজয় সংঘটিত হবে। তদুপরি জাতীয় পর্যায়ে কোন বিজয় শুধুমাত্র পার্থিব উপকরণের প্রাচুর্যের উপরই নির্ভর করে না, বরং বিশেষভাবে নেতৃত্বিক গুণাঙ্গ ও উৎকর্ষের জন্যই তা সম্ভবপর হয়। সেজন্য চূড়ান্ত বিজয় মুসলমানদের অনুকূলেই আসবে। কেননা যদিও তাদের পার্থিব উপকরণের স্থলতা রয়েছে তবু নেতৃত্ব ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে তারা সমৃদ্ধ এবং সর্বোপরি তারা সঠিক ও সত্য ধর্মের অনুসারী।

সূরাটিতে অতঃপর এ বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে প্রায়শই ইসলামের শক্ররা ভুলক্রমে তাদের জাতীয় কৃষ্ণ ও আচার-অনুষ্ঠানকে মুসলমানদের চাহিতে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। তাদেরকে বলা হয়েছে, ভুল বিশ্বাস পোষণ করা এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকার ফলে তারা বাহ্যত কার্যকারণ নিয়মকে উপেক্ষা করছে, কিন্তু পরিণামে এর ক্ষতি থেকে তারা অব্যাহতি পাবে না। এর পর সূরাটিতে মুসলমানদের সফলতার সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করে বলা হয়েছে অন্য জাতির অঙ্গ অনুকরণ নয়, বরং ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষাকে সঠিকভাবে অনুসরণের ফলেই মুসলমানদের জাতীয় উন্নতি ও সফলতা অর্জিত হবে। অতঃপর মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মতের শুরু ও এর ভ্রাতৃ বিশ্বাসের খণ্ড ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আহলে কিতাবের দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে, যখন মুসলমানরাও তাদের ধর্মের ঐশ্বী-উৎস সম্পর্কে বিশ্বাসী তখন মুসলমানদের সাথে সংঘামে বৃথা শক্তি ও সম্পদ নষ্ট করা তাদের উচিত নয়। বরং উভয়ের উচিত সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের নিকট উভয়ের সম্মত বিষয় যেমন, আল্লাহ তাআলার তওহাদ বা একত্ব প্রচার করা এবং তাদের নিজস্ব ধর্মীয় মতভেদকে একটি আলোচিত সীমায় আবদ্ধ রাখা। অতঃপর খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এ সর্তকবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, নৃতন ধর্ম গ্রহণ না করে তারা আল্লাহর মনোনীত হওয়ার দাবী করতে বা আল্লাহর দয়া ও প্রেম লাভের আশা পোষণ করতে পারে না। আর তা কীরণেই বা সম্ভব, যেখানে এ শাশ্঵ত ঐশ্বী-নীতি রয়েছে যে আল্লাহ তাআলা যুগের প্রয়োজনে সব সময়ই সত্য প্রকাশ করে থাকেন এবং এ চিরস্তন নীতিকে অঙ্গীকার করার তো তাদের কোন বৈধ কারণও নেই। পুনরায় মুসলমানদের সাথে মতভেদের বিষয়টিকে উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে, আহলে কিতাব যে সম্মত বিষয় নিয়ে মুসলমানদের সাথে বিবাদ করছে, অকৃতপক্ষে সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং কোন কোন বিষয়কে তাদের নিজেদের পূর্ব-পুরুষরাই বৈধ বলে দ্বীকার করেছেন। অতঃপর বিষয়টিকে সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে বিশ্লেষণ করার জন্য বলা হয়েছে, ইহুদী ও মুসলমান উভয়ের মিলিত হবার একটি সংযোগস্থল হচ্ছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীমাই (আঃ) যেহেতু কা'বা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সেহেতু কোন প্রকার কাল্পনিক ও অনুলোধযোগ্য বিষয়াদিকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের সঙ্গে বনী ইসরাইলের বাগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। অতঃপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এ সর্তকবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, আহলে কিতাব মুসলমানদের সঙ্গে শক্রতায় এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে সুযোগ পেলেই তারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু মুসলমানরা যেহেতু আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহপূর্ণ সেহেতু তারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। অবশ্য তাদের তরফ থেকে যখন মুসলমানরা তীব্র বিরোধিতা ও শক্রতার সম্মুখীন হবে তখন তারা দৈর্ঘ্যের সাথে মোকাবিলা করবে এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে আরো জোরাদার করবে। শুধু তাই নয়, তাদের পারম্পরিক সম্পর্ককে আরো মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে। কেননা শীঘ্ৰই খ্রিস্টানদের এক প্রচন্ড আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ মোকাবিলার প্রয়োজন হবে। সেই সময় আসার পূর্বে যতদূর সম্ভব ইসলামের বাণী অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাদের তৎপর থাকতে হবে। মুসলমানদেরকে আরো সাবধান করা হয়েছে, তারা যেন এ ভ্রাতৃ ধারণা পোষণ না করে যে খ্রিস্টানদের সাথে মোকাবিলায় ইহুদীরা মুসলমানদেরকে সহায়তা করবে। বরং ইহুদীরা মুসলমানদেরকে অপমান করতে বা বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিতে চেষ্টার কোন ক্রটি করবে না। ইহুদীদের বিরুদ্ধে এ সর্তক বাণী উচ্চারণ সত্ত্বেও সূরাটিতে ইহুদীদের ভাল দিকের দ্বীকৃতি দানে কাপণ্য করা হয়নি বরং বলা হয়েছে, আহলে কিতাবের সকলেই খারাপ নয়। তাদের মাঝে কিছু ভাল লোকও রয়েছে। কিন্তু যারা ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য চক্রান্ত করছে, পরিণামে তারা বিফল মনোরথ ও দুঃখভারাক্রান্ত হবে। এ ধরনের ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের সকল প্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক এড়িয়ে চলতে হবে যাতে তাদের অবাঞ্ছিত নেতৃত্বকা ও কুপ্রভাব দ্বারা তারা আবার প্রভাবাব্ধি হবে না পড়ে।

অতঃপর বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, উক্ত যুদ্ধে যেরূপ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং মক্কার পৌত্রলিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছিলেন, আহলে কিতাবের সাথেও তদ্দুপ হবে এবং তাদের বিরুদ্ধেও আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ এবং সাহায্য মুসলমানদের সাথে থাকবে। আহলে কিতাব তাদের জন্বল এবং সুদের কাজ কারবার জনিত পার্থিব শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভরসা করে। এ ধরনের সুদের আদান-প্রদান প্রকৃত নেতৃত্বকার একান্ত পরিপন্থী। সুদ গ্রহণের ফলে তারা আল্লাহকে নিষ্ঠুর বলে সাব্যস্ত করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানেরা যদি তাদের জীবনে সফলতা লাভ করতে চায় তাহলে তারা যেন সঠিক সময়ে তাদের নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করে, যথোপযুক্ত কুরবানী করে এবং তাদের সম্পদ নিজেদের ভরণ-পোষণ বাদে বাকীটা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে। অতঃপর সূরাটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির ঘোষণা করে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর একজন রসূল। যদি তিনি মারা যান বা কোন যুদ্ধে নিহত হন (যদিও ঐশী-প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী কোন যুদ্ধে তিনি মারা যাবেন না) তাহলেও মুসলমানদের নিরাশ হওয়ার বা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা ইসলামের বিজয় বা সফলতা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। আরেকটি প্রয়োজনীয় বিষয় যা যুদ্ধের সময়ে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলো অন্য সময় অপেক্ষা তখন মুসলমান নেতৃবর্গের অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি অধিক সহিষ্ণুতা দেখাতে হবে এবং তাদের সংবেদনশীলতার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শক্রুরা কোনভাবেই তাদের মাঝে মন্তব্যদের সৃষ্টি করতে না পারে। তা ছাড়া উক্ত সময়ে প্রত্যেক বিষয়েই পারম্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা যে এক মহান রসূলকে (মুহাম্মদ সাঃ কে) আবির্ভূত করে অতি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী মঙ্গল সাধন করেছেন সেই বিষয়কে শ্রেণ করানো হয়েছে। মুসলমানদের উচিত সর্বক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করা এবং শাস্তি বিহিতকারী সমস্ত পথ ও পদ্ধতি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলা। অতঃপর সূরাটিতে এ নীতির উল্লেখ করা হয়েছে, যারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মারা যায় তারা বিশেষ সম্মানের অধিকারী। তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে তারা আসলে অনন্ত জীবন পেয়ে যায় এবং তাদের সম্প্রদায়কে নৃতন জীবনের প্রেরণায় অগুপ্রাণিত করে। আবারো আহলে কিতাবের উল্লেখ করে সূরাটিতে বলা হয়েছে, নীতিগতভাবে তারা এমন অধঃপতিত হয়েছে যে একদিকে যদিও আল্লাহ্ তাআলার “মনোনীত জাতি” বলে তাদের দাবী, অথচ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার সময় তারাই অধিক কুঠিত, এথেকে মুসলমানরা যেন শিক্ষালাভ করে। আহলে কিতাবের নেতৃত্বে অধঃপতনের আরেকটি দৃষ্টান্ত থেকেও প্রতীয়মান হয়, তাদের দাবী অনুযায়ী শুধু সেই রসূলের নিকটেই তারা আনুগত্য দেখাবে যিনি তাদের নিকট সর্বাধিক কুরবানী পেশ করার আহ্বান জানাবেন। অথচ এ রকম অনেক রসূল তাদের মাঝে আবির্ভূত হলেও তাদেরকে তারা স্বীকার করেনি। অতঃপর কুরবানীর অত্তিনিহিত তাৎপর্যকে তুলে ধরে বিশ্বাসীদেরকে বলা হয়েছে, জাতীয় স্বার্থে কুরবানী করতে ভয় পাওয়া বোকামীরই শামিল। তাদেরকে অতঃপর সতর্ক করা হয়েছে, তাদেরকে বিশ্বাসের এক কঠোর পরীক্ষা দিতে হবে। তারা যেন মনে না করে অগ্নি ও রক্তের নদী না পেরিয়ে তারা এমনিতেই সফল হতে পারবে। পরবর্তী কিছু আয়াতে সত্যিকার বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং জাতীয় উন্নতি ও সংহতির জন্য অপরিহার্য কিছু প্রার্থনা শিখানো হয়েছে। পরিশেষে সূরাটিতে কতিপয় নীতিমালা পেশ করা হয়েছে, যেগুলো অনুসরণের মাধ্যমে মুসলমানরা এ পৃথিবীতে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হতে পারবে।



## সূরা আলে ‘ইমরান-৩

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ২০১ আয়াত এবং ২০ রংকু

১। আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। ক.আনাল্লাহু আ’লামু, অর্থাৎ আমি আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানিওৰুক ।

الْكَمْ

৩। \*আল্লাহ তিনি, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই । (তিনি) চিরঙ্গীব- জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা ।

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ اِلَّا هُوَ، الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ③

★ ৪। গ.তিনি তোমার কাছে সত্যসহুৰ এ কিতাব তারই সত্যায়নকারীরূপে অবতীর্ণ করেছেন, যা এর সামনে রয়েছে । আর তিনিই অবতীর্ণ করেছিলেন তওরাত<sup>৩৬৫</sup> ও ইঙ্গিল<sup>৩৬৬</sup>

تَرَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا  
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَ  
الْإِنْجِيلَ ④

দেখুন : ক. ২৪২ ; খ. ২৪২৫৬; গ. ৪১০৬; ৫৪৯; ২৯৪২; ৩১৩ ।

১৩৬২-ক। ১৬ টীকা দেখুন ।

৩৬৩। এ আয়াতে সৈসা (আঃ) এর উল্লীল্যতের (সৈশ্বরত্তের) অলীক মতবাদকে শক্তিশালী ঘৃতি দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে । এ মতবাদটি এ সুরার বিষয়াবলীর মধ্যে অন্যতম । তাই সূরার প্রথমেই যুক্তিভূক্তভাবে আল্লাহ তাআলার সেসব গুণের উল্লেখ করা হয়েছে যা এই মতবাদটির মূলে কুঠারাঘাত করে । এ গুণবলী হলোঃ আল্লাহ চিরঙ্গীব, জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী, স্থিতিদাতা । এ গুণবলী প্রমাণ করে, আল্লাহর কোনও সহযোগী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই । অপরাদিকে এথেকে প্রমাণিত হয়, সৈসা (আঃ) যিনি জন্ম-মৃত্যুর নিয়মের অধীন ছিলেন তিনি চিরঙ্গীব, জীবনদাতা ও চিরস্থায়ী, স্থিতিদাতা ছিলেন না । তিনি কখনো সৈশ্বর ছিলেন না । খৃষ্টানদের প্রায়শিক্তবাদ, যা যীশুর সৈশ্বরত্তের বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত, তাও ধূলিসাং হয়ে যায় । খৃষ্টানরা বলে, সৈসা (আঃ) মানুষের পাপের প্রায়শিক্তের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন । এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে তিনি খোদা হতে পারেন না । কেননা আল্লাহতো তিনিই যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না, সাময়িকভাবেও না । খৃষ্টানরা অনর্থক এ যুক্তির অবতারণা করে যে যীশুর মৃত্যুর অর্থ হলো সৈশ্বর-যীশুর শারীরিক অবস্থান থেকে বিছেদ । খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী সৈশ্বর-যীশু ও তাঁর মানব-দেহ ধারণ ছিল সাময়িক অবস্থা । অতএব এ সাময়িক অবস্থা একদিন শেষ হতোই, এমন কি ক্রুশে না মরলেও মৃত্যু হতোই । কাজেই কেবল শারীরিক বিছেদ কোন কাজেই আসতে পারে না । অতএব এটা অন্য কোন মৃত্যু হবে, যা তাঁর পাপী শিষ্যদেরকে পরিত্বাণ দিয়েছে । খৃষ্টানদের নিজস্ব মতও তা-ই । তারা মনে করে, ক্রুশীয় মৃত্যুর পরে যীশু যখন দোষথে নিষ্ক্রিপ্ত হলেন তখন তার যে মৃত্যু ঘটেছিল, সেই মৃত্যুই পরিত্বাণকারী মৃত্যু (প্রেরিত-২৪৩১) । অতএব মৃত্যুর উর্ধ্বে চিরঙ্গীব থাকা, যা আল্লাহর অন্যতম মর্যাদা, তা যীশুর ছিল না, বরং যীশু আক্ষরিকভাবেও এবং ক্লুপকভাবেও মৃত্যু বরণ করেছেন । আল্লাহ চিরঙ্গীব ও চিরস্থায়ী হওয়ায় কারো সাহায্যের তার প্রয়োজন হয় না বরং অন্যান্য সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী ও সাহায্যপ্রার্থী । কিন্তু যীশুর মাঝে এসব ঐশ্বরিক গুণ ছিল না । অন্যান্য মরণশীলদের মত তিনি মাতগতে জন্য নিয়েছিলেন, পানাহারের সাহায্যে বেঁচেছিলেন, দুঃখ- যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, নিজের দুঃখ- যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য অন্যদেরকেও প্রার্থনা করতে বলেছিলেন এবং তিনি অবশেষে (খৃষ্টানদের মতে) ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন । বাইবেলের নৃতন নিয়ম এসব ঘটনাবলীর তথ্যে পূর্ণ । কিন্তু আল্লাহ তাআলা, যিনি চিরঙ্গীব, স্থিতিদাতা তিনি এসব শারীরিক সুখ-দুঃখের বহু উর্ধ্বে ।

৩৬৪। ‘হাককা’ অর্থ এটা যথার্থ ছিল বা হলো, উপযোগী, সঠিক, সত্য, অক্ত্রিম, মূলত অথবা প্রকৃত, অথবা এটা প্রতিষ্ঠিত বা সত্যায়িত সত্য ছিল বা হলো, অথবা এটা বিধিবদ্ধ ছিল বা হলো, বাধ্যতামূলক বা যোগ্য (লেইন) । ‘বিল হাক’ প্রকাশভঙ্গি এটা নির্দেশ করে, (১) কুরআন সেই সব শিক্ষা সম্বলিত যার ভিত্তি চিরন্তন-শাশ্঵ত সত্য এবং প্রবল আক্রমণের সম্মুখে অপরাজিত, অপরাভূত, (২) এর উৎকৃষ্ট গ্রহণকারী তারাই ছিল যাদের নিকট এটা প্রাথমিকভাবে অবতীর্ণ, (৩) এটা চরম প্রয়োজনের সময়ে অবতীর্ণ এবং মানবের সঠিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, (৪) এটা স্থায়ী হবার জন্য এসেছে এবং বিরুদ্ধবাদীদের কোন চেষ্টা একে ধ্বংস করতে বা এতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ।

★[‘মুসাদিকান’ শব্দটির অর্থ ‘সত্যায়নকারীরূপে’ গ্রহণ করা অধিক সমীচীন । এ অনুবাদের তাৎপর্য হলো, পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যে সঠিক এটি এরও সত্যায়ন করে আর সেগুলোতে বিদ্যমান ভবিষ্যত্বাণীসম্মতেরও যথীযথ পূর্ণতাদানকারী । এ আলোকে আয়াতটির অনুবাদে ‘পূর্ণতাদানকারীরূপে’ এর পরিবর্তে ‘সত্যায়নকারীরূপে’ শব্দটি গ্রহণ করাটা অধিক অর্থবহু । (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজিতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশোচ্ছে হ্যরেত খলীফাতুল মসাই রাবে’ (রাহে): কত্ব প্রদত্ত টীকা দুষ্টব্য)]

★ ৫। ইতোপূর্বে মানুষের জন্য হেদায়াতরূপে। আর তিনিই ক.ফুরকান<sup>৩৭</sup> অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয় যারা আল্লাহ’র নির্দেশনাবলী অঙ্গীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আয়ার। আর খ.আল্লাহ’ মহা পরাক্রমশালী (ও) প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৬। নিশ্চয় আল্লাহ’ সেই সত্তা, যাঁর কাছে পৃথিবী ও আকাশে কিছুই গোপন নেই।

৭। খ.তিনিই মাত্রগর্তে<sup>৩৮</sup> যেভাবে চান তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

৮। তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। ঝ.এরই মাঝে রয়েছে ‘মুহূর্কাম’<sup>৩৯</sup> (অর্থাৎ স্পষ্ট ও দ্যৰ্থহীন) আয়াত। এ হলো কিতাবের ভিত্তিমূল<sup>৪০</sup>। আর কিছু (আয়াত) রয়েছে ‘মুতাশাবিহ’<sup>৪১</sup>(অর্থাৎ পরম্পর সাদৃশ্যপূর্ণ) এবং বিভিন্নভাবে

مَنْ قَبْلُ هُدًّيٍ لِّلَّتَّابِسْ وَأَنْزَلَ  
الْفُرْقَانَ هُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاِيمَانِ  
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
ذُو اِنْتِقَامٍ<sup>৫</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ  
وَلَا فِي السَّمَاءِ<sup>৬</sup>

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْضَ كَيْفَ  
يَشَاءُ إِلَّا لَهُ الْأَمْرُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ<sup>৭</sup>

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ  
أَيْتَ مُحَكَّمٌ تُهْنِئُ أُمُّ الْكِتَبِ وَأَخْرُ  
ج

দেখুন : ক. ২৪৫৪; ১৮৬; ৮৪৪২; ২১৪৪৯; ২৫৪২; খ. ৫৯৬; ১৪৪৪৮; ৩৯৩৮; গ. ১৪৩৩৯; ৪০১৭; ৬৪৪৫; ঘ. ৫৯২৫; ৪০৯৬৫; ৬৪৪৪; ঙ. ১১৪২। চ. ৩৯২৪

৩৬৫। ‘তাওরাত’ শব্দটি ‘ওয়ারা’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। অর্থ, সে পুড়ে ফেলেছিল, লুকিয়েছিল (আকরাব)। ‘তাওরাত’কে এ নামে অভিহিত করার মাঝে এ উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে খাঁটি আকারে যখন এ অস্ত বিদ্যমান ছিল তখন এর পর্তন ও এর অনুকরণ দ্বারা মানুষের হাদয়ে আল্লাহ’র ভালবাসার শিখা প্রজ্ঞালিত হয়ে উঠতো। ‘তাওরাত’ নামটির মাঝে এ কথারও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে এ গ্রন্থে ভবিষ্যতে আগমনকারী শেষ শরীয়তবাহী এক মহানবীর আগমনের দীপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ লুকানো রয়েছে। হ্যরত মুসা (আঃ) এর পাঁচটি গ্রন্থের সম্প্রিলিত নাম ‘তাওরাত’। গ্রন্থগুলো হলো, আদিপুস্তক, যাত্রা পুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ। ‘দশ-আদেশ’কেও কখনো ‘তাওরাত’ বলা হয়ে থাকে।

৩৬৬। ইন্জীল অর্থ সুসমাচার। আকরাবের মতে এটি একটি গ্রীক শব্দ, আরবী ধাতু-উদ্ভৃত শব্দ নয়। এথেকে ইংরেজী ‘ইভাণ্ডেল’ শব্দ উদ্ভৃত হয়েছে। ‘সুসমাচারগুলোকে’ এজন্যই ইন্জীল বলা হয়েছে, এর মাঝে যীশু-ভক্তদের জন্য বহু শুভ সংবাদ থাকা ছাড়াও এমন এক মহানবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে, যাঁর আগমনকে যীশু স্বয়ং ‘প্রভুর আগমন’ বলে আখ্যায়িত করেছেন (মথি-২১:৪০)। ইন্জীল বলতে বর্তমানের চারটি সুসমাচারকে বুঝায় না। এগুলো যীশুর কৃশ-বিদ্ব হওয়ার দীর্ঘকাল পরে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা রচিত, যাতে কেবল যীশুর জীবন ও শিক্ষার অপূর্ণ খতিয়ান মাত্র পাওয়া যায়। কুরআনে ইন্জীল বলতে ঈসা (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ’র শরীয়তবিহীন বাণীসমূহের সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে।

★ ৩৬৭। [আল ফুরকান এর অর্থ হলো বিতর্কাতীত সত্য এবং এমন সত্য যা দু’টি জিনিষের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেখায়। এভাবে এটা এক মানদণ্ডের ভূমিকা পালন করে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৬৮। যেহেতু সন্তান মাঝের গতে থাকার সময় ও বাড়তে থাকে, সেহেতু শিশু মাঝের শারীরিক ও নৈতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। অতএব ঈসা (আঃ) ও যেহেতু অন্যান্য মানুষের মতই মাত্রগর্তে শারীরিক পুষ্টিলাভ করেছিলেন, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই মাতার দৈহিক-মানসিক গুণাবলী ও সীমাবদ্ধতা দ্বারা প্রভাবাবশিত না হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। এ কারণেই মহানবী (সাঁ) যখন নাজরান থেকে আগত খৃষ্টানদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করছিলেন তখন তিনি ঈসা (আঃ) এর মাত্রজর্তের থেকে জন্মলাভের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ঈসা (আঃ) খোদা হতে পারেন না। জানা যায়, তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, আপনারা কি জানেন না একজন স্ত্রীলোক ঈসা (আঃ) কে গর্ভে ধারণ করেছিলেন এবং সাধারণভাবে একজন স্ত্রীলোক মেরুপে সন্তান প্রসব করে তিনি ঠিক সেভাবেই ঈসা (আঃ) কে প্রসব করেছিলেন? (জরীর, ৩য় খণ্ড, ১০১পঃ)।

৩৬৯। ‘মুহূর্কাম’ অর্থ : (১) যা অপরিবর্তনীয়, (২) যা অর্থের দিক দিয়ে সুস্পষ্ট এবং প্রকাশের দিক দিয়েও পরিষ্কার, (৩) যা দ্যৰ্থ-বোধক বা সন্দেহাহ্বক নয় এবং (৪) এরপ আয়াত যা বিশিষ্ট কুরআনী শিক্ষা বহন করে (মুফরাদাত ও লেইন)।

৩৭০। ‘উন্ম’ অর্থ : (১) জননী, (২) কোন বস্তুর উৎস, উৎপত্তিস্থল বা ভিত্তি, (৩) এমন বস্তু, যা অন্য বস্তুর লালন-পালন, সাহায্য-সহায়তা, সংস্কার ও সংশোধনের কাজ করে, (৪) এমন এক বস্তু যার সাথে পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ শৃঙ্খলিত (আকরাব ও মুফরাদাত)।

টাকা ৩৭১ পরবর্তী পঠায় দ্রষ্টব্য

ব্যাখ্যায়োগ্য আয়াত)। অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা বিশ্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে এবং এ (কিতাবের) মনগড়া ব্যাখ্যার<sup>৭২</sup> উদ্দেশ্যে ‘মুতাশাবিহ’ অংশের অনুসরণ করে। ক. অথচ এর প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহ এবং <sup>ك.</sup>জ্ঞানে পরিপক্ষ ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এ (জ্ঞানীরা) বলে, ‘আমরা এর প্রতি সৈমান রাখি (এবং এ) সবই আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।’ আর বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না<sup>৭৩</sup>।

مَتَشِبِّهُتْ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ  
زَيْمَعْ قَيْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ  
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ  
تَأْوِيلَهُ لِآدَلَهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  
يَقُولُونَ أَمَّا بِهِ كُلُّ قِنْ عِنْدَ رَبِّنَا  
وَمَائِدَّ كَرْلَأْ أَوْلَادَ لَبَابِ

(৩)

দেখুন : ক. ৭৪৫৪ ১৪৭৯: খ. ৪৪১৬৩।

৩৭১। ‘মুতাশাবিহ’ বলতে বুঝায়: (১) যে বাক্যংশ, বাক্য বা আয়াত বিভিন্নভাবে অর্থ বা ব্যাখ্যা করা যায় অথচ সেই বিভিন্নতার মাঝেও একটি ঐক্য বিরাজ করে, (২) যার বিভিন্ন অংশ পরম্পরের অনুরূপ, (৩) যার সঠিক তাৎপর্য অন্য একটি অর্থের সাথে মিলে বটে, কিন্তু শেষোক্ত অর্থটি বুঝায় না, (৪) যার অর্থ কেবলমাত্র ‘মুহকামের’ সাথে মিলিয়ে করলেই সঠিক হয়, (৫) এরূপ কথা, যার প্রকৃত অর্থ বহু সুবিবেচনা ছাড়া সঠিক হয় না, (৬) এরূপ আয়াত যাতে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীর শিক্ষার অনুরূপ শিক্ষা স্থান পেয়েছে (মুফরাদাত)।

৩৭২। তাবিল অর্থ: (১) বিশেষণ বা ব্যাখ্যা, (২) বক্তৃতা বা রচনার অর্থ সম্বন্ধে অনুমান করা, (৩) একটি রচনা বা বক্তৃতার অর্থ বিকৃত করে ফেলা বা অপব্যাখ্য করা, (৪) স্বপ্নের ব্যাখ্যা, (৫) পরিণতি, প্রতিফল, পরবর্তী ফলাফল (লেইন)। এ আয়াতে শব্দটা দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় অর্থে এবং দ্বিতীয়বার প্রথম বা পঞ্চম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৭৩। এ আয়াত দ্বার্থবোধক কিংবা বিতর্কমূলক বিষয় মীমাংসার জন্য সর্বোক্তৃষ্ট পন্থা নির্ধারণ করছে। এরূপ ক্ষেত্রে উপদেশ হলো, বিষয়টিকে বা ব্যাখ্যাটিকে কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমূহের আলোকে পরীক্ষা ও বিবেচনা করতে হবে। যদি দেখা যায় বিতর্কমূলক অর্থ বা ব্যাখ্যা, দ্ব্যর্থহীন আয়াতের বিপরীতে বা বিবেচনার পৌছাতে হবে, যা দ্ব্যর্থহীন আয়াতের সাথে খাপ খায়। এ আয়াত বলছে, কুরআনে দু'ধরনের আয়াত রয়েছে। কিছু ‘মুহকাম’ (দৃঢ় ও সুস্পষ্ট অর্থ-বিশিষ্ট) এবং অন্যগুলো মুতাশাবিহ (যার বিভিন্ন অর্থ করা সম্ভব)। ‘মুতাশাবিহ’ আয়াতের অর্থ সঠিকভাবে পাওয়ার একটি সুন্দর উপায় হলো, যতগুলো অর্থ হয়, তার মধ্যে যেসব অর্থ ‘মুহকাম’ আয়াতের সাথে খাপ খায় তা-ই গ্রহণযোগ্য। ৩৯ : ২৪ আয়াতে সমগ্র কুরআনকেই ‘মুতাশাবিহ’ বলা হয়েছে। আবার ১১৪:২ আয়াতে সমগ্র কুরআনের আয়াতগুলোকেই ‘মুহকাম’ বলা হয়েছে। এ দিয়ে এটা বুঝায় না, আলোচ্য আয়াতটি তার বিপরীত। কেননা আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, কিছু আয়াত ‘মুহকাম’ ও কিছু ‘মুতাশাবিহ’। কুরআনের আয়াতগুলো তাৎপর্যের দিক দিয়ে দেখলে সবই ‘মুহকাম’। কেননা সবগুলোতেই অপরিবর্তনীয় চিরসত্য রয়েছে। আবার অন্যদিক থেকে কুরআনের আয়াতসমূহ সবই মুতাশাবিহ। কেননা কুরআনে এমনই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে যা একই সময়ে অনেক অর্থ প্রকাশ করে, যা সমভাবে সত্য ও সুন্দর। কুরআন এ অর্থেও ‘মুতাশাবিহ’ (পরম্পরের অনুরূপ) যে এতে কোন বৈপরীত্য বা অনেকক্ষণ নেই, বরং এর আয়াতগুলো একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহায়তাকারী। তবে হ্যাঁ, এর অংশ বিশেষ ‘মুহকাম’ ও অংশবিশেষ ‘মুতাশাবিহ’। এ কথাও এভাবে সত্য যে বিভিন্ন পাঠকের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মানসিকতা, প্রকৃতি-দ্রুত শক্তির বিভিন্নতার কারণে কুরআনকে বুঝতেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। এ আলোচ্য আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুরআনে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, এর মধ্যে যেগুলো সাদা-সিদা ও সরাসরি ব্যক্ত এবং যার একটি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন অর্থ হতে পারে না, সেগুলোকেই ‘মুহকাম’ বলা যেতে পারে। অপর দিকে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আলক্ষ্যারিক ও রূপক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এবং যেগুলোর ব্যাখ্যা একাধিক হতে পারে, সেগুলোকে বলা যেতে পারে ‘মুতাশাবিহ’। রূপক ভাষায় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সুস্পষ্টভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এ ব্যাখ্যাকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। ‘মুহকাম’ ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেখুন ৫৮:২২ এবং ‘মুতাশাবিহ’ ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেখুন ২৮:৮৬। যেসব আয়াতে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ ও আইন-বিধি আংশিকভাবে দেয়া হয়েছে এবং অন্য আয়াতাদির সাথে না মিলিয়ে সেই আদেশ-নিষেধের পরিপূর্ণতা পাওয়া যায় না সেগুলোকে বলা যায় ‘মুতাশাবিহ’। ‘মুহকামাত’ সাধারণত আইনের ও বিশ্বাসের বিধিমালা দান করে। ‘মুতাশাবিহাত’ সাধারণত দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়াদি যথাঃ নবীগণের জীবন-কাহিনী, জাতিসমূহের ইতিকথা ইত্যাদি বর্ণনা করে এবং সেইসব বর্ণনায় এমন বাগধারা ও প্রকাশ-ভঙ্গী ব্যবহৃত হয় যার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এরূপ আয়াতগুলোর অর্থ করতে এ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যেন এমন কোনও অর্থ করা না হয়, যা সর্বজনবিদিত ও পরিষ্কার অর্থের কিংবা মূলবিশ্বাসের পরিপন্থী। ‘মুতাশাবিহ’ আয়াতগুলোতে যে আলক্ষ্যারিক ও রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয় তা অর্থের ব্যাপকতা ও গভীরতার জন্য এবং অন্ন কথায় বহুকিছু প্রকাশের জন্য ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এরূপ করার

৯। (তারা বলে,) ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদয়াত<sup>৩৭৪</sup> দেয়ার পর আমাদের হন্দয়কে বক্র হতে দিও না এবং নিজ পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি কৃপা কর। নিশ্চয় তুমিই মহা দাতা।

১০। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় ক্রতুমি  
[১০] মানবজাতিকে সেদিন একত্র করবে, যার (আগমনে) কোন  
সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ<sup>۴</sup> প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।’

১১। যারা অস্বীকার<sup>৩৭৫</sup> করেছে খণ্ডিয়ে তাদের ধনসম্পদ ও তাদের সন্তানসন্ততি আল্লাহর বিরুদ্ধে কখনো তাদের কোন কাজে আসবে না। আর এরাই হলো আগন্তনের জ্বালানী।

১২। ৪.(এদের আচরণ)<sup>৩৭৬</sup> ছিল ফেরাউনের অনুসারীদের ও তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের ন্যায়। তারা আমাদের নির্দশনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং আল্লাহ<sup>۴</sup> তাদের পাপের দরক্ষন তাদের ধরেছিলেন। আর আল্লাহ<sup>۴</sup> শাস্তি প্রদানে কঠোর।

১৩। তুমি অস্বীকারকারীদের বল, ‘অবশ্যই ঘোষাদের পরাজিত করা হবে এবং জাহানামের দিকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তা অতি মন্দ ঠাঁই।’

১৪। সেই দু'দলের মাঝে নিশ্চয় তোমাদের জন্য এক অসাধারণ নির্দশন<sup>৩৭৭</sup> ছিল, যারা পরম্পর মুখোমুখি হয়েছিল। একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল এবং অপর দল ছিল অস্বীকারকারী। তারা (অর্থাৎ আল্লাহর পথে যুদ্ধকারীরা)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَ  
هَبْ لَنَا مِنْ لُدْنَكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ  
الْوَهَّابُ<sup>④</sup>

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبٌ  
فِيهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِ�عَادَ<sup>٤</sup>

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ  
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْءٌ  
أُولَئِكَ هُمُّ وَقُوْدُ الظَّارِ<sup>٥</sup>

كَذَابٌ أَلِ فِرْعَوْنٌ وَالَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ  
بِمَا نُؤْمِنُهُ وَاللَّهُ شَرِيكُ الْعِقَابِ<sup>٦</sup>

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلِبُونَ وَ  
تُخْشِرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِئَسُ الْمَهَاجِ<sup>٧</sup>

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتَنَيْنِ الْتَّقْتَلِ  
فِتَنَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ وَأُخْرَىٰ  
كَافِرَةٌ يَرُوْنَهُمْ مُّتَلَبِّهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ<sup>٨</sup>

দেখুন ৪. ক. ৩৪২৬; ৪৪৮; ৪৫৪২৭; খ. ৩৪১১৭; ৫৪৪১৮; ৯২৪১২; ১১১৪৩; গ. ৮৪৫৩, ৫৫; ঘ. ৮৪৩৭; ৫৪৪৪৬।

প্রয়োজনও ছিল। এতে ধর্মশাস্ত্রের সৌন্দর্য ও লালিত্য বেড়ে যায় এবং মানুষের পরীক্ষা হয়, যার মাধ্যমে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিপূর্কতা আসে।

৩৭৪। কুরআনের সঠিক তত্ত্ব ও জ্ঞান তাঁরাই পেয়ে থাকেন, যাঁদের হন্দয় পবিত্র (৫৬:৮০)।

৩৭৫। যেহেতু এ আয়াতগুলোতে খৃষ্টানদের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে সেহেতু এখানে উল্লেখকৃত ‘অস্বীকারকারী’ শব্দটি বলতে খৃষ্টানদের বুঝাতে পারে।

৩৭৬। ‘দাব’ অর্থ অভ্যাস, রীতি-নীতি, বিষয়, অবস্থা, ঘটনা (আকরাব)।

৩৭৭। এ আয়াতটিতে বদরের (যুদ্ধের) ঘটনার কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধে ৩১৩ জন অসজিত, অর্ধ-সজিত মুসলিম যোদ্ধা মক্কার অবিশ্বাসীদের ১,০০০ ঝান, অস্ত্র-সজিত সৈন্যের এক সুবিন্যস্ত সেনাবাহিনীর উপরে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেছিলেন। এ বিজয়ের মাধ্যমে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। এর একটি কুরআনের ৫৪:৪৫-৪৯ আয়াতে পূর্বেই অবর্তীর্ণ হয়েছে এবং অপরটি ছিল বাইবেলে (যিশাইয়-২১:১৩-১৭)। ঠিক বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মক্কার মহিমাবিত নবী (সা:) এর মক্কা থেকে হিজরতের প্রায় এক বৎসর পরে পরেই কেদরের (মক্কাবাসীদের পূর্বপুরুষ) ক্ষমতা ও সম্মান বদরের প্রাত্তরে ভুল্পৃষ্ঠিত

সেইসব (আস্বীকারকারীকে) বাধ্যক দৃষ্টিতে নিজেদের<sup>৩৭</sup> দিগ্ন দেখছিল। আর <sup>ক-</sup>আল্লাহ্ যাকে চান নিজ সাহায্যে শক্তিশালী করেন। নিচয় এ (ঘটনার মাঝে) অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য এক বড় শিক্ষা রয়েছে।

১৫। <sup>খ-</sup>মানুষের কাছে স্বাভাবিক কামনার বস্তুগুলো, অর্থাৎ নারীদের, সন্তানসন্তির, কঁড়ি কাঁড়ি সোনারপার এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত অশ্বরাজির, গবাদি পশুর এবং ক্ষেত্রখামারের প্রতি আসঙ্গিকে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। গ. এগুলো হলো পার্থিব জীবনের<sup>৩৮</sup> সাময়িক ভোগ্যসামগ্রী। অথচ আল্লাহ্ কাছেই রয়েছে ফিরে যাওয়ার সর্বোত্তম আবাসস্থল।

★ ১৬। তুমি বল, 'আমি কি তোমাদের এর চেয়ে উত্তম কিছুর সংবাদ দিব?' যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে (তাদের জন্য) তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এমনসব জান্নাত যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। (তাদের জন্য) আরো থাকবে <sup>খ-</sup>পরিত্রক্ত জীবনসাথী ও <sup>ঙ-</sup>আল্লাহ্ সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্ (তাঁর) বান্দাদের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন।

১৭। (এসব তাদের জন্য) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিচয় আমরা ঈমান এনেছি। অতএব <sup>ঙ-</sup>তুমি আমাদের পাপ<sup>৩৯</sup> ক্ষমা কর এবং আগুনের আয়ার থেকে আমাদের রক্ষা কর।

দেখুন ৪ ক. ৮১১৭; খ. ১৮১৪৭; ৫৭১২১; গ. ৩১১৮৬; ৯১৩৮; ১০১৭১; ঘ. ২৪২৬; ঙ. ৩১১৬৩, ১৭৫; ৫১৩; ৯১৭২; ৮৪১৩০; ৫৯১১; চ. ৩১১৯৪; ৭৪১৫৬; ২৩১১০; ৬০১৬।

হলো। অস্বীকারকারীদের পরাজয় ছিল অবিশ্বাস্যভাবে সার্বিক ও সম্পূর্ণ। আর মুসলমানদের বিজয়ও ছিল তেমনি অলৌকিক ও বিস্ময়কর। ইতিহাসের বড় বড় যুদ্ধের মধ্যে বদরের যুদ্ধকেও সঙ্গতকারণেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধের ফলাফলই আরবদেশের ভাগ্য নির্ণয় করেছিল এবং ইসলামকে আরবভূমে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

৩৭৮। এ বাক্যাংশটি বলে দিচ্ছে, মক্কার সৈন্য-সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে যা ছিল মুসলমানদের চোখে তা থেকে কম দেখাচ্ছিল। যদিও আসলে তাদের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তিনগুণ এবং মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের দিগ্ন দেখছিলেন। এরূপ দেখা আল্লাহ্ তাআলার পরিকল্পনার অধীনেই ঘটেছিল, যাতে অল্লাসংখ্যক স্বল্পাস্ত্রধারী দুর্বল মুসলমানেরা শক্রের পূর্ণশক্তি ও সংখ্যা দেখে ভীত হয়ে না পড়ে (৮১৪৫)। প্রকৃত ঘটনা এ ছিল যে মক্কাবাহিনীর এক-ত্রৃতীয়াংশ একটি টিলার আড়ালে অবস্থান নিয়েছিল আর বাকী দুই ত্রৃতীয়াংশকে দেখা যাচ্ছিল, যাদের সংখ্যা মুসলমান যোদ্ধাদের প্রায় দিগ্ন।

৩৭৯। এ জগতের ভাল বস্তু চাওয়াতে বা উপভোগ করাতে ইসলামের আপত্তি নেই। কিন্তু তাতেই একেবারে মন্ত হয়ে যাওয়া এবং সেগুলোকে জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করাকে ইসলাম নিচয় অত্যন্ত ঘণ্টা করে।

৩৮০। 'যুনুব' শব্দটি 'যান্ব' এর বহুবচন। 'যান্ব' অর্থ দোষ-ক্রটি, বিচ্ছুতি, দুর্কর্ম, দুষগীয় কাজ, যা স্বেচ্ছায় করলে অপরাধ হয়। 'ইসম' এর সাথে এর পার্থক্য হলো, 'যান্ব' অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত দুর্বলকের হতে পারে। কিন্তু 'ইসম' কেবল ইচ্ছাকৃত দুর্কর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়। 'যান্ব' সেইসব ক্রটি ও ভুলকেও বুঝায়, যার ফলে ক্ষতি সাধিত হয় এবং সেই কারণে ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মানব-প্রকৃতিতে যে স্বাভাবিক ভুল-ক্রটি বিদ্যমান থাকে সে দুর্বলতাগুলোকেই 'যান্ব' বলা হয় (লেইন, মুফ্রাদাত)।

وَاللّهُ يُؤْتِيهِ مِنْ يَسِّرٍ مَا تَرَى  
ذَلِكَ لَعْبَةٌ لَا يُؤْلِي إِلَى الْأَبْصَارِ<sup>৩৯</sup>

دُّرِينَ لِلْتَّارِسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ  
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ  
الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَثِ ذَلِكَ مَنَعَ الْجَاهِيَّةَ  
الْدُّنْيَا؛ وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ<sup>৪০</sup>

قُلْ أَوْتَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ، لِلّذِينَ  
اتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَاحَ تَجْهِيرٍ مِّنْ  
تَحْتِهَا لَا تَهْرُكْلِيْنَ فِيهَا وَأَذْوَاجَ  
مُظَهَّرَةٍ وَرَضْوَانَ مِنْ أَنْشَوْهُ وَاللّهُ  
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ<sup>৪১</sup>

أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنًا  
فَاغْفِرْلَنَا دُنْوَبَنَا وَقَنَا عَذَابَ  
النَّارِ<sup>৪২</sup>

১৮। (এ জান্নাত তাদের জন্য যারা) ক্ষৈরশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যকারী এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয়কারী এবং 'রাতের<sup>১৮১</sup> শেষভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ।

★ ১৯। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই । আর ফিরিশ্তারাও এবং জানীরাও 'সদা সত্য ও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থেকে<sup>১৮১-ক</sup> (এ সাক্ষ্যই দেয়) তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই । তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়<sup>১৮২</sup> ।

২০। নিচয় আল্লাহর দৃষ্টিতে ইসলামই প্রকৃত ধর্ম<sup>১৮৩</sup> । আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পরম্পরের প্রতি গুরুত্ব দেখিয়ে মতভেদ করলো । আর যে-ই আল্লাহর নির্দেশনাবলী অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক) নিচয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী ।

দেখুন : ক. ৩০৩৬; খ. ৫১৪১৮, ১৯; গ. ৫৯৫; ৭১৩০; ঘ. ৩৪৮৬ ।

৩৮১। এ আয়াতে সত্যিকার মু'মিনের চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে, যা তার আধ্যাত্মিক উন্নতির চারটি স্তরকে প্রকাশ করেঃ (১) যখন কোন ব্যক্তি 'সত্য-বিশ্বাস' গ্রহণ করে তখন সাধারণত তার উপর অত্যাচার করা হয় । অতএব এ অবস্থায় তাকে দৈর্ঘ্য ও অধ্যবসায়ের স্তর পার হতে হয়, (২) অত্যাচার যখন শেষ হয় এবং সে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায় তখন সে ধর্মীয় শিক্ষাগুলো বাস্তবে রূপায়িত করতে থাকে, যা সে পূর্বে পূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারতো না । এ অবস্থাকে বলা হয় 'সৎভাবে জীবন-যাপন' অর্থাৎ বিশ্বাস তথা ঈমান অনুযায়ী জীবন যাপন, (৩) যখন ঈমান সম্পর্কিত বিধি-নিয়ে সততার সঙ্গে পালনের মাধ্যমে মু'মিন স্বীয় হস্তয়ে শক্তি সঞ্চয় করে তখনে তার ন্যূনতা ও বিনয় তার মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান থাকে । শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার আত্মা সর্বদা বিনয়াবন্তই থাকে, (৪) অতঃপর সেবার প্রেরণা মু'মিনদের মাঝে প্রবলাকারে বৃদ্ধি পায় । তারা আল্লাহ-প্রদত্ত সবকিছু মানব-কল্যাণে ব্যয় করেন । কিন্তু এ আয়াতের শেষাংশটি বলছে, উপরোক্ত চারটি কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন তারা সর্বদা রাতে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন, যাতে তাদের কর্তব্য-কর্মে ও মানব সেবাব্রতে ক্রটি-বিচৃতি থাকলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয় ।

★ ৩৮১-ক। [‘ক্ষায়েমাম বিল কিস্ত’ আরবী অভিব্যক্তিটির অনুবাদ ‘সদা সত্য ও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা’ করাটাই অধিক সমীচীন । (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরেত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৮২। প্রকৃতিতে একটি কেন্দ্রীয় ও তর্কাতীত বিষয়, যা প্রতিটি সত্য ধর্মের মৌলিক নীতি, তা হচ্ছে আল্লাহর একত্ব । সমস্ত সৃষ্টি ও এর মাঝে বিরাজমান চরম ও পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা-সঙ্গতি সেই মৌলিক সত্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে । ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহর বাণী বহন করে নবীগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেন (নবীগণ বহু অত্যাচার-অনাচার সহ্য করেন ও নিঃস্বার্থভাবে বিশেষ মাঝে আল্লাহর বাণী ছড়িয়ে দেন) এবং সব সৎলোক, যারা নবীর কাছ থেকে আল্লাহর বাণী পেয়ে নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে চতুর্দিকে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন, তারা সকলেই আল্লাহ-প্রদত্ত সাক্ষ্যের সাথে নিজেদের সাক্ষ্য মিলিয়ে এক বাক্যে বলে উঠেন, “আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়” । তেমনিভাবে সকলেই একযোগে আল্লাহর অংশীদারিত্ব ও সমকক্ষতাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং ঘোষণা করেন, বহুবাদ, ত্রিভুবাদ ও দ্বিভুবাদ প্রভৃতি সর্বৈব মিথ্যা ।

৩৮৩। সকল ধর্মই আল্লাহর একত্ব এবং তার ইচ্ছার কাছে পূর্ণ আত্মসম্পর্কের বিশ্বাসকে লালন করে । তথাপি একমাত্র ইসলামেই আত্মসম্পর্কের ধারণা পূর্ণতা লাভ করেছে । কারণ সম্পূর্ণ আত্মসম্পর্কের জন্য প্রয়োজন আল্লাহ তাআলাৰ গুণাবলীৰ প্রদর্শন । একমাত্র ইসলামেই আল্লাহর গুণাবলীৰ একুশ প্রদর্শন ঘটেছে । এত সুস্পষ্ট ও পূর্ণভাবে পূর্বে তা ঘটেনি । অতএব সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই প্রকৃত অর্থে দাবী করতে পারে, এটাই আল্লাহর নিজস্ব ধর্ম । আসলে সকল সত্য ধর্মই শুরুতে আংশিকভাবে ‘ইসলাম’ ছিল এবং অনুসারীগণও আক্ষরিক অর্থে মুসলমান ছিলেন । কিন্তু যখন ধর্মের সকল আনুসংস্কৃত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সমন্বিত করে কুরআনের মাধ্যমে শেষ ঐশ্বী-বিধানের পরিপূর্ণতা দেয়া হলো তখনই আল্লাহ তাআলা একে ‘আল ইসলাম’ নামে অভিহিত করলেন । এ আয়াত ২৪৬৩ আয়াতকেও ব্যাখ্যা করছে ।

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِيْتِينَ وَ  
الْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِاللَّهِ سَعَادٌ<sup>১৮</sup>

شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَالْمَلَكُوكَةُ وَ  
أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ<sup>১৯</sup>

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَكْلَسَلَمُونَ وَمَا  
اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَهُمْ مِنْ عِلْمٍ بَعْدَهُمْ وَمَا مَنَعَ  
يَكْفُرُ بِإِيمَانِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ<sup>২০</sup>

২১। কিন্তু তারা তোমার সাথে বিতর্ক করলে তুমি বল,  
‘আমি নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছি  
এবং আমার অনুসারীরাও (করেছে)।’ আর যাদের কিতাব<sup>৩৮</sup>  
দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং উম্মাদেরকে<sup>৩৯</sup> বল, ‘তোমরাও  
কি নিজেদের সমর্পণ করেছ? অতএব তারা যদি সমর্পণ করে  
থাকে তাহলে নিশ্চয় তারা হেদায়াত<sup>৪০</sup> পেয়ে গেছে। আর  
তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে <sup>(বাণী)</sup> পৌছে দেয়াই কেবল  
[১১] ১০ তোমার কর্তব্য। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি গভীর দৃষ্টি  
রাখেন।

২২। নিশ্চয় যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অঙ্গীকার করে,  
অকারণে নবীদের <sup>\*</sup>কঠোর বিরোধিতা করে এবং লোকদের  
মাঝে যারা সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ দেয় তাদেরও কঠোর  
বিরোধিতা করে\* তুমি তাদের এক যন্ত্রণাদায়ক আয়াবের<sup>৪১</sup>  
সুসংবাদ দাও।

২৩। <sup>য</sup> এদেরই কর্ম ইহকালে এবং পরকালে ব্যর্থ হয়েছে।  
আর এদের কোন সাহায্যকারী<sup>৪২</sup> থাকবে না।

২৪। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদের কিতাবের<sup>৪৩</sup>  
একটি অংশ দেয়া হয়েছিল? <sup>ঁ</sup>আল্লাহর কিতাবের দিকে তাদের  
(এজন্য) আহ্বান করা হয় যাতে তা তাদের মাঝে মীমাংসা  
করে দেয়। তথাপি তাদের একদল অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে  
রাখে।

দেখুন : ক. ৪১২৬ ; খ. ৫৯৩, ১০০; ১৩৪১; ১৬৪৩ ; গ. ২৪৬২ ; ঘ. ২৪২১৮; ৭১৪৮; ১৮১০৬ ; ঙ. ২৪৪৯।

৩৮৪। ঐশী ধর্ম-গ্রন্থের অনুসারী ও ‘উম্মিয়ীন’ (কোন ধর্মগ্রন্থের অনুসারী নয়) বলতে সারা মানব জাতিকেই বুঝায়।

৩৮৫। ১১৩-ক এবং ১০৫৮ টীকা দেখুন।

৩৮৬। ধর্মগ্রন্থের অনুসারীরা (আহলে কিতাব) এবং যারা আহলে কিতাব নয় তারা যদি আল্লাহ তাআলার কাছে আত্ম-সমর্পণ করতো তাহলে নিশ্চয় তারা আঁ হ্যরত (সাঃ)কে গ্রহণ না করে পারতো না এবং নিশ্চয় তারা সঠিক পথও পেত। কেননা আহলে কিতাবের ধর্ম গ্রন্থে আঁ হ্যরত (সাঃ) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আর যারা কিতাবধারী নয় তারাও সাধারণ বিচার-বুদ্ধি, মানব-বিবেক ও প্রকৃতির সাক্ষ্য দ্বারা অনুগ্রাণিত হয়ে মহানবী (সাঃ) এর সত্যতা গ্রহণ করতো।

৩৮৭। আল্লাহর নবীগণ যে কোনও অবস্থাতেই নিপত্তিত হয়ে থাকুন না কেন, কোনও দিনই তাঁরা স্বীয় মিশনের পূর্ণতা সাধনে ব্যর্থ হননি। সীমাহীন অত্যাচার, এমনকি হত্যার প্রচেষ্টাও নবীগণের বিশ্বাসের অগ্রগতি ও উন্নতিকে দমাতে পারে নি। ধর্মের ইতিহাস এ চির সত্যের উজ্জ্বল সাক্ষী হয়ে আছে।

★ [‘কতল’ এর অর্থ কঠোর বিরোধিতা এবং বয়কট করাও হয়ে থাকে। দেখুন লিসানুল আরব। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ  
রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৮৮। কাফিররা এ কথায় বিশ্বাস করে না, পরলোকে ইহকালীন কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তাই বিচার ও পুনরুত্থানের দিনে যে তারা সবদিকে ব্যর্থ মনোরথ হবে এর প্রমাণরূপে তাদেরকে বলা হচ্ছে ইহলোকে তাদের ইসলামকে ধ্বংস করার  
সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আর এ ব্যর্থতা ইহলোকেই তাদেরকে বলে দিবে তাদের কর্মকান্ড পরলোকে তাদের কোনই কাজে  
আসবে না।

৩৮৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَإِنْ حَاجُوكَ فَقْلُ أَشَلَّمْتُ وَجْهِي بِلِهِ وَ  
مَنِ اتَّبَعَنِ، وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ  
وَالْأُمَمِينَ إِذَا شَرَكُوكَ فَإِنْ أَشَلَّمْتُمْ  
فَقَدِ اهْتَدَ وَإِنْ تَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُوكَ  
الْبَلَغُ، وَإِنَّمَّا يَصِيرُ بِالْعِبَادِ<sup>৪০</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفِرُونَ يَأْلِمُونَ إِنَّمَّا  
يَقْتُلُونَ النَّيْسَانَ بِغَيْرِ حِقٍّ وَيَقْتُلُونَ  
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ<sup>৪১</sup>

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبَطُتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
الْأُذْنِيَّا وَالْأُخْرَى وَمَا لَهُمْ مِنْ نِصْرٍ يَنْ<sup>৪২</sup>

أَلْمَتَ رَأَى الَّذِينَ أُوتُوا نِصْيَبِهِمْ مِنَ  
الْكِتَابِ يُذَعِّنُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ  
بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ  
مُّعْرِضُونَ<sup>৪৩</sup>

২৫। এর কারণ হলো, তারা বলে, ‘মাত্র কয়েক<sup>১০</sup> দিন ছাড়া ক্ষাণে কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না’। আর তারা যেসব মনগড়া কথা বলে আসছিল তা-ই তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে প্রতারিত করেছে।

২৬। তাদের অবস্থা (তখন) কেমন হবে ৰ্থন আমরা তাদেরকে এমন এক দিনে একত্র করবো যাতে কোন সন্দেহ নেই? আর (সেদিন) প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তাকে এর পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন অবিচার<sup>১১</sup> করা হবে না।

২৭। তুমি বল, “হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! তুম যাকে চাও ক্ষমতা দান কর ও যার কাছ থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও এবং যাকে চাও সশ্রান্ত দান কর ও যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। সব কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ে<sup>১২</sup> সর্বশক্তিমান।

২৮। “তুমি রাতকে দিনে প্রবেশ করিয়ে থাক এবং দিনকে রাতে<sup>১৩</sup> প্রবেশ করিয়ে থাক। আর তুমি ৰ্মত থেকে জীবিতকে বের করে থাক এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করে থাক। আর তুমি যাকে চাও তাকে অপরিমিতভাবে<sup>১৪</sup> দান করে থাক।”

★ ২৯। “মুমিনরা যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধু<sup>১৫</sup> হিসেবে গ্রহণ না করে। আর কেউ যদি তা করে আল্লাহর সঙ্গে

দেখুন : ক. ২১৮১; খ. ৩১০; ৪১৮; ৪৫২৭ ; গ. ২৪২৮৫; ৫১৯, ৮১; ৩৫১৪; ৮০১৭; ৪৮১৫ ; ঘ. ৭৪৫; ১৩৪৪; ২২৯৬২; ৩৫১৪; ৩৯৬; ৫৭৭; ঙ. ৬১৬; ১০৩২; ৩০১০; চ. ৩১১৯; ৪১৪০, ১৪৫।

৩৮৯। কিংবা একটি অংশ বলতে বুঝাতে পারে : (১) আঁ হযরত (সা:) সম্বন্ধে বাইবেলে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেই অংশ, (২) বাইবেলের সেই পরিত্র অংশ, যা মানুষের হস্তক্ষেপে কল্যাণ হয়নি বা পরিবর্তিত-পরিবর্দ্ধিত হয়নি। আদতে বাইবেলের অল্প অংশই অপরিবর্তিত ও হস্তক্ষেপ-মুক্ত আছে, (৩) পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কুরআনের তুলনায় বাইবেল একটি অংশ মাত্র।

৩৯০। ইহুদী ও খ্রিস্টান, এ উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদেরকে এ কথা বিশ্বাস করতে প্রয়োচিত করেছে, পরলোকে তাদের কোনও শাস্তি হবে না, তারা নিরাপদ থাকবে। ইহুদীরা শাস্তি থেকে এ কারণে মুক্ত থাকবে যে তারা আত্মপ্রবঞ্চণায় মগ্ন থেকে মনে করে, তারা আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহীত জাতি। খ্রিস্টানেরাও এ অক্ষ-বিশ্বাসে প্রতারিত হয়েছে যে স্টোর-পুত্র যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে তাদের সকল পাপ না কি ধূয়ে ফেলেছেন।

৩৯১। এ আয়াত অতি দৃঢ়তার সাথে এ বিশ্বাস খণ্ডন করছে যে নিজের কর্মফলে নয়, বরং অন্যের রক্ত দ্বারা নাজাত বা পরিত্রাণ অর্জিত হয়।

৩৯২। এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য পরবর্তী আয়াত দেখুন।

৩৯৩। স্পষ্ট আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও এর রূপক অর্থও থাকতে পারে যথা, ‘দিন’ বলতে একটি জাতির উন্নতি ও ক্ষমতার আলোময় যুগ বুঝাতে পারে এবং ‘রাত’ বলতে জাতির অধঃপতন ও অপমানের অন্ধকারময় যুগকে বুঝাতে পারে।

৩৯৪। পূর্ববর্তী আয়াত এবং এ আয়াত মিলিতভাবে আল্লাহ তাআলার একটি অমোঘ নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করছে এবং তাহলো : যে জাতি আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকে মিলিয়ে জীবন-পথে অহসর হয় সে জাতি উন্নতি করে এবং যে জাতি আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত পথ অবলম্বন করে সে জাতির পতন ঘটে। কেননা ক্ষমতা ও মহিমার একমাত্র উৎস আল্লাহ তাআলা।

ذِلَّكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّ تَمَسَّكَ الْأَكَارُ  
لَا إِنَّا مَا مَعْدُودُونَ وَغَرَّهُمْ فِي  
»بِئْنِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ<sup>১৩</sup>

فَكَيْفَ رَدًا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَرَبِّ فِينِهِ  
وَوْقِيَثُ كُلُّ نَفِيسٍ مَا كَسَبُوكُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ<sup>১৪</sup>

قُلْ اللَّهُمَّ مِلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ  
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مَمَّنْ تَشَاءُ  
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ  
الْخَيْرُ رِثَانَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>১৫</sup>

تُؤْلِجُ الْيَلَى فِي النَّهَارِ وَتُؤْلِجُ النَّهَارَ  
فِي الْيَلِيلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ  
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَزْرُقُ مِنْ  
تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ<sup>১৬</sup>

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارَ إِلَيَّا مِنْ  
دُورِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

তার কোন সম্পর্কই থাকবে না। তবে তাদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন করাই<sup>৩৯৬</sup> সমীচীন। আর আল্লাহ তাঁর সভা সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন<sup>৩৯৭</sup>। আর আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

৩০। তুমি বল, ‘তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা গোপন কর বা তা প্রকাশ কর আল্লাহ তা জানেন। আর আকাশসমূহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে তিনি তাও জানেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’

৩১। (সেদিন সম্পর্কে সতর্ক হও) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি ‘তার প্রতিটি পুণ্যকর্ম সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে এবং যে পাপ সে করেছে তাও (দেখতে পাবে)। সে তখন কামনা করবে,  
৩ হায়! তার (পাপ) ও তার মাঝে যদি দীর্ঘ ব্যবধান হতো। আর  
[১০] আল্লাহ তাঁর (শাস্তি) সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন। আর  
১১ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি মমতাশীল।

৩২। তুমি বল, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ<sup>৩৯৮</sup> কর। (এমনটি হলে) আল্লাহ ও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।’

৩৩। তুমি বল, ‘আল্লাহ ও এই রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে তাহলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ অস্বীকারকারীদের পছন্দ করেন না।

৩৪। নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে, নূহকে, ইব্রাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের<sup>৩৯৯</sup> বংশধরকে (সমসাময়িক) জগতের মাঝে থেকে বেছে নিয়েছিলেন।

দেখুন : ক. ২৭৪৭৫; ২৮৪৭০; খ. ১৮৪৫০; গ. ৪৪৭০; ঘ. ৪৪৬০; ৫৪৯৩; ৮৪৪৭; ২৪৪৫৫; ৫৪৪১৪।

৩৯৫। এ আয়াতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, নীতিগতভাবে কোন ইসলামী রাষ্ট্র অনেসলামী রাষ্ট্রের সাথে এমন কোনও জোট বা মৈত্রী গঠন করবে না যা অন্য কোনও ইসলামী রাষ্ট্রের সামান্য স্বার্থহানিও ঘটাতে পারে। ইসলামের তথা মুসলমানদের স্বার্থকে সবকিছুর উপরে স্থান দিতে হবে।

৩৯৬। কাফিরদের ঘড়্যন্ত্র ও অপকৌশল থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে শক্রের ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। বরং তাদের কূট-কৌশল ও চালাকির প্রতি দৃষ্টি রাখার কথা বলা হয়েছে।

★ ৩৯৭। [‘ইউহায়িরুকুমল্লাহ নাফসাহ’ আরবী শব্দটির শান্তিক অর্থ হলো, আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন। এর তাৎপর্য হলো, তাঁর আদেশ-নির্দেশের বিষয়ে অন্যায় হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে তিনি তোমাদের সাবধান করছেন। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

فَلَيْسَ مَنْ اتَّشَّوْ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَشَقَّقُوا  
مِنْهُمْ تُقْسِّةً وَيُحَذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ  
إِنَّ اللَّهَ الْمَصِيرُ<sup>(১)</sup>

قُلْ إِنْ بُخْفَوْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ  
تُبَدِّدُهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي  
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>(২)</sup>

يَوْمَ تَجْعَدُ كُلُّ تَفْسِيْسَ مَا عَمِلْتُ مِنْ حَيْثُ  
مُحْضَرًا وَمَا عَمِلْتُ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ  
أَنْ بَيَّنَهَا وَبَيَّنَهَا أَمَدًا بَعِيدًا وَ  
يُحَذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ  
بِالْعِبَادِ<sup>(৩)</sup>

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُجْبِيُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي  
يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ  
اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>(৪)</sup>

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا  
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِ<sup>(৫)</sup>

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ  
إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ<sup>(৬)</sup>

৩৫। এরা এমন এক বংশ, যারা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

دُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ۝

৩৬। (স্মরণ কর) ইমরানের<sup>০০</sup> এক মহিলা যখন বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে একে নিশ্চয় আমি (সংসার) মুক্ত করে তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ<sup>০১</sup> করলাম। অতএব তুমি আমার পক্ষ থেকে (একে) গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

إِذْ قَالَتِ امْرَأٌ تُعْمَلَ رَبِّ رَبِّيْنِيْ نَذَرْتِ  
لَكَ مَا فِي بَطْرِيْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّيْ  
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيِّمُ ۝

দেখুন : ক. ৬৪৮; ১৯৪৯।

৩৯৮। এ আয়াত দৃঢ়তার সাথে বলে দিচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) এর অনুগমন ও আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ্ ভালবাসা পাওয়ার অন্য সকল পথ এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ২৪৬৩ আয়াতে শুধু আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখলে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হতে পারতো, এ আয়াত তা সুস্পষ্টভাবে দূর করে দিয়েছে।

৩৯৯। 'ইমরান' নামটি দুই ব্যক্তির প্রতিই আরোপ করা যেতে পারে : (১) 'আম্রান', যাকে বাইবেলে কোহাথের পুত্র ও লেভীর পৌত্র রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন মূসা (আঃ), হারুন (আঃ) ও মরিয়ম (মারিয়াম) এর পিতা। মূসা (আঃ) ছিলেন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান (জিউ, এনসাই, 'আমরান' শীর্ষক, যাত্রা পুস্তক-৬৪১৮-২২), (২) যীশুর মাতা মরিয়মের পিতা 'ইমরান' অর্থাৎ যীশুর নানা। এ ইমরান হলেন যশোরী বা যশীমের পুত্র (জরীর এবং কাসীর)। কুরআন এ নামটি ব্যবহার করেছে দুটি উদ্দেশ্যে : (১) মূসা (আঃ) ছাড়াও হারুন (আঃ) কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং (২) মরিয়মের কাহিনী ও তাঁর মাধ্যমে তাঁর পুত্র যীশুর কাহিনী বর্ণনার পূর্বাভাষ দেয়ার জন্য ইমরান নামটির ৩৪৩৬ আয়াতে পুনরুল্লেখও এ দুটি উদ্দেশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে। এটা তৎপর্যপূর্ণ, আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)কে উল্লেখ করা হয়েছে এক একজন ব্যক্তিকে। ইব্রাহীম (আঃ) ও ইম্রানকে উল্লেখ করা হয়েছে পরিবারের কর্তা হিসাবে। কারণ শেষোক্ত নাম দুটিতে তাঁদের বংশের উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। এভাবে ইব্রাহীমের পরিবার কেবল ইব্রাহীমকেই বুঝায় না বরং তাঁর পুত্র-পৌত্রকেও বুঝায়, যেমন ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ। এতে হ্যারত মুহাম্মদ (সাঃ) কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যিনি ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশ থেকে আবির্ভূত। একইভাবে 'ইমরানের পরিবার' বলতে হারুন, মূসা ও ঈসাকে (আঃ) বুঝায়, ইমরানকে অবশ্য বুঝায় নি। কেননা তিনি নবী ছিলেন না।

৪০০। এ আয়াতে আলে ইমরানের সংক্ষেপিত শব্দ হিসাবে 'ইমরান' দিয়ে মূসার পিতা ইমরানের পরিবারকে (বংশকে) বুঝাতে পারে, যেভাবে ২৪১ আয়াতে বনী ইসরাইল শব্দের সংক্ষেপণ হিসেবে কেবল 'ইস্রাইল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা এ নামটি দিয়ে মরিয়মের পিতা ইমরানকে বুঝানো হয়েছে।

৪০১। 'মুহাররার' মানে মুক্তি-প্রাপ্তি, যে সন্তানকে পার্থিব কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত করে পিতা-মাতা উপাসনালয়ের সেবায় উৎসর্গ করে দেন (লেইন ও মুফ্রাদাত)। বনী ইস্রাইলের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল, যে সব সন্তানকে ধর্মশালার সেবায় উৎসর্গ করা হতো তারা চির-কুমার বা চিরকুমারী থাকতো (গসপেল অব মেরী ৫৪৬ এবং তফসীরে বায়ান- ৩৪৩৬)। এ আয়াতে মরিয়মের মাতা হান্নাকে (এনসাই, বিব.,) 'ইমরাআতু ইমরান' (ইমরানের স্ত্রী) বলা হয়েছে। অন্যত্র ১৯৪২৯ আয়াতে মরিয়মকে 'উখতে হারুন' (হারুনের বোন) বলা হয়েছে। ইমরান (আম্রান) ছিলেন মূসা (আঃ) এবং হারুন (আঃ) এর পিতা। মরিয়ম নামে মূসা ও হারুনের (আঃ) একজন বোন ছিলেন। কুরআনের বাগ্ধারা ও সাহিত্য রীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ খৃষ্টান লেখকরা যারা কুরআনকে হ্যারত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রণীত গ্রন্থ হিসেবে মনে করে, এ ভুল (?) ধরে বেড়ায় যে মুহাম্মদ (সাঃ) অজ্ঞানতাবশত মূসার ভন্নী মরিয়মের সঙ্গে যীশুর মাতা মরিয়মকে এক করে ফেলেছেন। এ সব বলে তারা মনে করে, কুরআনে তাঁর ঐতিহাসিক ভুল তথ্য আবিষ্কার করে ফেলেছে। অথচ কুরআনে বহু আয়াত থেকে দেখা যায়, মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) এ দুই নবীর মধ্যবর্তী সময়ে বহু নবী আগমন করেছেন। সময়ের দিক দিয়ে এ দুই নবীর ব্যবধান খুবই দীর্ঘ (২৪৮. ৫৪৫) বর্ণিত আছে, আঁ হ্যারত (সঃ) যখন মুগীরাকে (রাঃ) নাজ্রানের খৃষ্টানদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তখন খৃষ্টানেরা তাকে প্রশ্ন করলো, তুম কি কুরআনে পড়নি যে সেখানে মরিয়মকে হারুনের ভন্নী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ তুমি আমি সবাই জানি হ্যারত মূসার কত সুন্দীর্ঘ সময় পরে যীশুর জন্ম হয়েছিল? মুগীরা বলেন, আমি এর উত্তর জানতাম না। তাই মদীনায় ফিরে আমি বিষয়টা রসূলে করীম (সাঃ) এর গোচরীভূত করি। তিনি বললেন, তুমি তাদেরকে এ কথা বললেই পারতে, বনী ইস্রাইল প্রথা-অনুসারে তাদের সন্তানদের নাম হামেশাই নবীদের বা সাধুদের নামানুসারে রাখতো (অর্থাৎ একই নামে বহু ব্যক্তিকে পাওয়া যায়) (তিরিমিয়া)। প্রক্তপক্ষে এ বিষয়ে হাদীস রয়েছে যে হানার স্বামী এবং সে হিসেবে মরিয়মের পিতা ইমরান নামেই পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর পিতার নাম ছিল যশোর বা যশীম (জরীর এবং কাসীর)। অতএব এ 'ইমরান' (মরিয়মের পিতা), মূসা (আঃ) এর পিতা 'ইমরান' থেকে পৃথক। শেষোক্ত ইমরানের পিতা ছিলেন কোহাথ (যাত্রা পুস্তক-৬-১৮-২০)। খৃষ্টান ধর্ম হ্যারতে হানার স্বামী অর্থাৎ মরিয়মের পিতার নাম 'যোয়চিম' বলে উল্লেখিত হওয়াতে (গসপেল অব বার্থ অব মেরী এবং এনসাই, বৃট মেরী শীর্ষক) বিভান্ত হওয়ার কারণ নেই। ইবনে জরীর

৩৭। এরপর সে যখন তাকে জন্ম দিল সে বললো, 'হে আমির প্রভু-প্রতিপালক! আমি যে এক কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছি<sup>৪০২</sup>! অথচ আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন সে কী জন্ম<sup>৪০২-ক</sup> দিয়েছিল। আর (তার কাজিক্ত) পুত্রসন্তান (তার প্রসবকৃত) এ কন্যাসন্তানের মত নয়। আর (মহিলাটি বললো), আমি এর নাম মরিয়ম<sup>৪০২-খ</sup> রেখেছি। আর একে ও এর বংশধরকে আমি বিতাড়িত<sup>৪০২-গ</sup> শয়তান থেকে তোমারই আশ্রয়ে<sup>৪০২-ঘ</sup> সঁপে দিচ্ছি।'

فَلَمَّاً ضَعَثْهَا قَاتَ لَتَرْبِيْتَ رَبِيْنَ وَضَعَثْتَهَا  
أُنْثِيٌّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ . وَ  
لَيْسَ الدَّكَرُ كَلَانْثِيٌّ وَرَبِيْنَ سَمَيَّتْهَا  
مَرِيْمَ وَرَبِيْنَ أُعِيْذُهَا بِكَ وَدِيَّتْهَا  
مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ ④

ইমরানের পিতারপে যে যশীমের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি ঐ যোয়াচিম বৈ আর কেউ নন। খণ্টান সাহিত্যে এটা এক সাধারণ রীতি যে দাদাকে পিতার স্তুলে উল্লেখ করা হয়। তা ছাড়াও বাইবেলে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে একই ব্যক্তির দু'টি পৃথক নাম দেখা যায়। যেমন গিডিওনকে বলা হয় জেরুব্বাল (বিচারক-৭১)। যদি যোয়াচিম ও ইমরান একই ব্যক্তির দু'টি নাম হয় অতএব এতেও আশ্র্য হওয়ার কিছু নেই। তদুপরি কেবল ব্যক্তিই নয়, বরং সময় সময় সারা পরিবারই প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষের নামে পরিচিত হতে দেখা যায়।

বাইবেলে ইস্রাইল নামটি সময় সময় ইস্রাইল জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ -৬৪৩.৪)। কেদর নামটি ইস্মাইলের বংশধরের সবাইকে বুঝায় (যিশাইয়-২১৪:১৬, ৪২৪:১)। একইভাবে যীশুকে দাউদের পুত্র বলা হয়েছে (মথি-১:১)। অতএব 'ইমরায়াতু ইমরান' দিয়ে ইমরায়াতু আলে'ইমরান অর্থাৎ ইমরান পরিবারের বা বংশের নারী বুঝাতেও বাধা নেই। এ ব্যাখ্যা আরো জোরালো হয়ে ওঠে যখন আমরা মাত্র দু'আয়াত পূর্বে কুরআনে 'আলে ইমরান' (ইমরানের পরিবার) শব্দগুলো ব্যবহৃত হতে দেখি। 'আল' (পরিবার) শব্দটি এখানে এ জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে, মাত্র একটু আগেই এটি একবার ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এত কাছাকাছি ব্যবধানে আবার ব্যবহার না করলেও অর্থ বুঝতে কষ্ট হবে না। এখানে স্বীকৃত বিষয় হিসেবে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, মরিয়মের মাতা হান্না, যিনি ইয়াহুয়ার মাতা এলিজাবেথের চাচাতো বোন ছিলেন, তিনি হারুনের বংশধর ছিলেন। অতএব সেই সূত্রে ইমরানেরও বংশধর ছিলেন (লুক-১:৪৫, ৩৬)। (এ তফসীরের জন্য ইংরেজী বা উর্দু ব্যন্তির সংক্রণও দেখুন)। 'এসেনিস'দের দ্বারা প্রভাবাত্মিত হয়ে মরিয়মের মাতা হান্না মরিয়মকে উপাসনালয়ের কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। সে সময় এসেনিসরা সমকালীন মানুষের কাছে বড়ই সম্মানের পাত্র ছিলেন। কেননা এসেনিস সম্প্রদায় সন্ন্যাসব্রত পালন ও স্ত্রীলোকের সংসর্গ ত্যাগ করে কেবল মাত্র ধর্ম-সেবা ও মানব-সেবার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতেন (এনসাই, বিব্ ও জিউ, এনসাই.)। এটা প্রণিধানযোগ্য বিষয়, সুসমাচারের শিক্ষা এবং এসেনিসদের শিক্ষায় অনেক মিল রয়েছে। 'মুহাররার' শব্দটির অর্থ হতে এও সুস্পষ্ট বুঝা যায়, মরিয়মের মাতা তাকে উপাসনালয়ে উৎসর্গ করবার মানত করা দিয়ে এ ইচ্ছাই পোষণ করেছিলেন, মরিয়ম কখনো বিবাহ করবে না এবং সন্ন্যাসিনী থেকে যাজক শ্রেণীভূত হবে। আর এজন্যই কুরআনের অন্যত্র মরিয়মকে হারুনের ভগী বলা হয়েছে, মুসার ভগী বলা হয়নি (১৯:২৯)। অথচ হযরত মুসা ও হারুন সহোদর ভাই ছিলেন। এর কারণ মুসা (আঃ) ছিলেন ইহুদী জাতির শরীয়তের বাহক ও প্রতিষ্ঠাতা নবী, আর হারুন ছিলেন সেই শরীয়তের শিক্ষক, সেবক ও পুরোহিত এবং ইহুদী পৌরহিত্যের প্রথম কর্ণধার (এনসাই বিব্, এনসাই, বৃট, হারুন অধ্যায়)। এ হিসেবেই মরিয়ম, যিনি পুরোহিতদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন, তিনি হারুনের ভগী সাব্বন্ধ হলেন, সাধারণ সহোদরা অর্থে নয়।

৪০২। মরিয়মের মাতা গর্ভস্থ সন্তানকে এ আশায় উৎসর্গ করেছিলেন যে তাঁর পুত্র-সন্তান হবে। কিন্তু তিনি যখন কন্যা-সন্তান প্রসব করলেন তখন স্বত্বাবতই তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন।

৪০২-ক। "আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন সে কী জন্ম দিয়েছিল"-এ অন্তর্বর্তী বাক্যটি আল্লাহ্ র কথা। আর (তার কাজিক্ত) পুত্র সন্তান (তার প্রসবকৃত) এ কন্যাসন্তানের মত নয়' এ বাক্যটি স্বয়ং আল্লাহ্ র কথা ও হতে পারে কিংবা মরিয়মের মাতার কথাও হতে পারে। এটি যদি আল্লাহ্ র কথা হয়ে থাকে (যার সংজ্ঞানা বেশি) তাহলে এর অর্থ হবে, যে কন্যা-সন্তান জন্ম নিয়েছে, ঈঙ্গিত পুত্র-সন্তান থেকে সে অনেক ভাল হবে। আর বাক্যটি যদি মরিয়মের মাতার মুখ-নিঃস্ত বাক্য বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, যে কন্যা-সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে সে তো উৎসর্গ-উপযোগী ঈঙ্গিত পুত্রের মত হতে পারে না। কেননা পুত্র-সন্তান ছাড়া কন্যা-সন্তান তো সেই ধর্মবৰ্তে নিয়োজিত হওয়ার উপযুক্ত ও যথাযোগ্য হতে পারে না। 'আমি এর নাম মরিয়ম রেখেছি' বাক্যটিতে এ প্রচন্ড দোয়া রয়েছে যে আল্লাহ্ যেন সেই কন্যা-সন্তানটিকে 'মরিয়ম' নামে পয়েগানী গুণাবলীতে ভূষিত করেন, মর্যাদাশীলা, পবিত্রা ও সৎকর্মশীলা করেন। ত্বরিতে মরিয়ম নামের একটি অর্থ হলো মর্যাদাসম্পন্না, ধর্মভীরু, উপাসনাকারিণী।

★ ৩৮। অতএব তার (অর্থাৎ মরিয়মের) প্রভু-প্রতিপালক তাকে অতি উত্তমভাবে গ্রহণ করলেন, তাকে উত্তমরূপে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে<sup>৪০০</sup> তার অভিভাবক (নিযুক্ত) করলেন। যাকারিয়া তার কাছে মেহরাবে (অর্থাৎ ইবাদতের স্থানে) যখনই যেত সে তার কাছে কোন না কোন ‘খাবার’ (দেখতে) পেত। সে (একদিন) বললো, ‘হে মরিয়ম! তুমি এটা কোথা থেকে পাও?’ সে বললো, ‘এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে<sup>৪০১</sup>।’ নিচয় আল্লাহ যাকে চান অপরিমিতভাবে দান করেন।

৩৯। যাকারিয়া সেখানে তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে (এ বলে) দোয়া<sup>৪০২</sup> করলো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! ক্রতুমি তোমার নিজ পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তানসন্তি দান কর। নিচয় তুমি অধিক দোয়া গ্রহণকারী।’

দেখুন : ক. ১৯৪৬, ৭; ২১৯০, ৯১।

৪০২-খ। মরিয়ম ছিলেন যীশু (ঈসা আঃ) এর মাতা। মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) এর সহোদরা মরিয়মের (পরে মরিয়াম বলে উচ্চারিত হতো) নামানুসারে তার নাম রাখা হয়েছিল। মরিয়ম হিকু শব্দ, সম্ভবত একটি যগ্নশব্দ, যার অর্থ, সমুদ্রতারকা, গৃহকর্ত্তা বা সম্মান মহিলা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না, নিবেদিত ধার্মিকা (ক্রুডেন-স্কনকর্ডেস, কাশ্শাফ, এনসাই বিব্ৰ.)।

৪০২-গ। ‘রাজীম’ রাজামা থেকে উৎপন্ন। অর্থ : (১) আল্লাহর নিকট থেকে দূরে বিতাড়িত ও তাঁর দয়া থেকে বঞ্চিত, অভিশঙ্গ, (২) পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত, (৩) প্রস্তরাহত এবং (৪) সর্ব প্রকার মঙ্গলবিবাহিত (লেইন)।

৪০২-ঘ। ‘একে ও এর বংশধরকে আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমারই আশ্রয়ে সঁপে দিচ্ছি’ মরিয়মের মাতার এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। মরিয়মকে যদি আল্লাহর সেবায় নিয়োগ করার মানত পূর্ণ করার সংকল্প ঠিক থাকে তাহলে মরিয়মের মাতার জানাই ছিল মরিয়ম কখনো বিবাহ করতে পারবে না। এমতাবস্থায় তার সন্তানদের জন্য দোয়া করা খাপ খায় না। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো, মরিয়মের মাতা হান্না দিব্যদর্শনে আল্লাহর তরফ থেকে জেনেছিলেন, মরিয়ম দীর্ঘজীবী হবেন এবং তার একটি আদর্শ সন্তানও হবে। এরপে জানতে পেরেই তিনি বিশ্ব-প্রভুর কাছে এ দেয়া করেছিলেন। মরিয়মের ভবিষ্যৎ প্রভুর হাতে সঁপে দিয়ে তিনি তাকে স্বীয় শপথ অনুযায়ী উপাসনালয়ের সেবায় সোপান করেছিলেন (৩৪৩৬, গস্পেল অব দি বার্থ অব মেরী)। এ ছিল একটি ব্যতিক্রম-ধর্মীয় উৎসর্গ। কেননা এ উৎসর্গের জন্য কেবল পুরুষেরাই মনোনীত হওয়ার রীতি ছিল। মরিয়ম-মাতা স্বপ্নে এরপ দেখেছিলেন বলে মনে করা হয় যে তার কন্যা মরিয়মের একটি পুত্র-সন্তান হবে। এ কথার উল্লেখ গস্পেল অব মেরী ৩৪৫ এ একটু ভিন্নভাবে রয়েছে। হান্নার প্রার্থনা- মরিয়ম ও তার সন্তানকে যেন শয়তানের প্রভাব থেকে আল্লাহ মুক্ত রাখেন – অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সকল ধার্মিক পিতা-মাতাই সন্তানদের জন্য এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং দোয়া করেন তারা যেন পবিত্র ও সৎ জীবনের অধিকারী হয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা লক্ষ্য করা যেতে পারে, ইসলাম সকল নবীকেই সম্পূর্ণভাবে শয়তানের প্রভাব-মুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু বাইবেল এমনকি যীশু সম্বন্ধেও এরপ প্রভাব-মুক্তির নিরাপত্তা ঘোষণা করেন (মার্ক ১৪১২, ১৩)

৪০৩। যাকারিয়া বা যাকারিয়াস বনী ইস্রাইলের একজন পবিত্র লোকের নাম। কুরআনে তাঁকে নবী বলে অভিহিত করা হয়েছে (৬৪৮৬)। কিন্তু বাইবেল তাঁকে মাত্র পুরোহিত হিসেবে উল্লেখ করেছে (লুক ১৪১৫)। বাইবেলে অবশ্য ‘যেকারিয়া’ নামে একজন নবীরও উল্লেখ আছে (বানানের বিভিন্নতাটা লক্ষ্য করুন) যার সম্বন্ধে কুরআনে কোনও উল্লেখ নেই। কুরআনের যাকারিয়া হলেন, ইয়াহইয়া (আঃ) অর্থাৎ যোহন এর পিতা ও যীশুর খালু।

৪০৪। সে সবই ছিল উপহার, যা সেই স্থানে আগমনকারীরা দান করতেন। মরিয়মের এ কথা বলাতে আশ্র্য হওয়ার কিছু নেই যে এ আল্লাহর পক্ষ থেকে। কেননা ভাল যা কিছুই মানুষ পায় তা আসলে আল্লাহর কাছ থেকে আসে। কারণ তিনিই মূল দাতা। বস্তুত মরিয়মের মত ধর্মীয় পরিবেশে লালিত একটি মেয়ের কাছ থেকে এরপ উত্তর না পাওয়াই হতো আশ্চর্যের বিষয়।

৪০৫। শিশু বা কিশোরী মরিয়মের এ উত্তর যাকারিয়ার মনে এমনই গভীর রেখাপাত করলো যে তাঁর অস্তরের অন্তর্স্থল থেকে এই স্বাভাবিক উদাত বাসনা জেগে উঠলো, তাঁরও যদি এমন একটি পবিত্র ও ধর্মপরায়ণ সন্তান থাকতো। তিনি সাথে সাথে প্রার্থনা করলেন, ‘হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তুমি তোমার নিজ পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তানসন্তি দান কর’। এ দোয়া সম্ভবত তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ বার বার করেছিলেন। কেননা কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শব্দের বিভিন্নতা সহ এ দোয়াটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় (৩৪৩৯, ১৪৪৪-৭, ২১৯০)।

فَتَقْبَلَهَا رَبُّهَا يَقْبُولُ حَسَنٌ وَّ أَكْبَنَتْهَا  
نَبَاتًا حَسَنًا، وَ كَفَلَهَا زَحْرَيَا جَكْلَمَا  
كَخَلَ عَلَيْهَا رَزْقًا، قَالَ يَمْرِيْمَ أَنِّي لَكِ  
عِنْدَهَا رِزْقٌ، هَذَا، قَالَ ثُمَّ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  
⑯

هُنَّا لَكَ دَعَاءَ رَازِيَّا بَنِيَّةَ جَقَالَ رَبِّيْتْ هَبَّ  
لِيْ مِنْ لَكَ دُرِّيَّةَ طِبِّيَّةَ جَإِنَّكَ  
سَمِيْمُ الدُّعَاءِ  
⑯

৪০। <sup>ك</sup>মেহরাবে দাঁড়িয়ে সে যখন দোয়া করছিল ফিরিশ্তারা তাকে ডেকে বললো, 'নিশ্চয় <sup>ك</sup>আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্বাইর' <sup>১০৬</sup> (জন্মের) সুসংবাদ দিচ্ছেন। (সে হবে) <sup>ك</sup>আল্লাহর এক কলেমার (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যায়নকারী, মহান নেতা, সাধু-সংযমী এবং সৎকর্মশীলদের মাঝ থেকে একজন নবী<sup>১০৭</sup>।

৪১। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! কিভাবে আমার পুত্র<sup>১০৮</sup> হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে এবং আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা?' তিনি বললেন, 'এভাবেই, আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।'

৪২। <sup>ك</sup>সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জন্য একটি (পূর্ব-)লক্ষণ নির্ধারণ<sup>১০৯</sup> কর।' তিনি বললেন, 'তোমার জন্য (পূর্ব-)লক্ষণ হলো, তুমি তিন দিন<sup>১১০</sup> মানুষের সাথে ৪ [১১] <sup>ك</sup>ইঙিতে ছাড়া কথা বলবে না। আর তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালককে বেশি বেশি স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও সকালে ১২ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।'

৪৩। আর (স্মরণ কর) ফিরিশ্তারা<sup>১১১</sup> যখন বললো, 'হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে বেছে<sup>১১২</sup> নিয়েছেন, তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে (সমসাময়িক) <sup>ك</sup>সারা বিশ্বের মহিলাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

দেখুন ৪ ক. ১৯১১২ ; খ. ১৯১৮; ২১১১; গ. ৩৪৪৬; ৪১৭২ ; ঘ. ১৯১৯, ১০; ঙ. ১৯১১১; চ. ১৯১১২ ; ছ. ৩৪৩৪।

৪০৬। হযরত ইয়াহ্বাইয়া (যোহন) সেই নবীর নাম যিনি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঈসা (আঃ) এর অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন (মালাকি-৩:১ এবং ৪:৫)। এ নামের হিক্র রূপ 'ইউহান্না,' যার অর্থ 'আল্লাহ দয়া পরবশ হয়েছেন' (এনসাই, বৃট)। ইয়াহ্বাইয়া নামটি আল্লাহ-প্রদত্ত।

৪০৭। যোহন (ইউহান্না বা ইয়াহ্বাইয়া) মালাকি নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এসেছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল এই : 'মনে রাখিও, আমি প্রভুর মহান ও ভীতি-স্বুক্ল দিনে (সময়ে) এলিজা নবীকে পাঠাইব' (মালাকি-৪:৫)।

৪০৮। 'গোলাম' অর্থ যুবক (লেইন)। অতিবৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর পুত্র পাওয়ার প্রতিশ্রুতি যাকারিয়াকে বিস্ময় ও আনন্দে উদ্বেল করে তুললো। তিনি জিজ্ঞাসু মনে স্বাভাবিক-সরল বিস্ময় প্রকাশ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাও পার। এ অভিব্যক্তিতে প্রচন্ন এ দোয়াও রয়েছে, তিনি যেন তাঁর সন্তানকে যুবক অবস্থায় দেখে যাওয়ার মত দীর্ঘায়ু পান।

৪০৯। যাকারিয়াকে তিনদিন নীরবে নিভৃতে কাটাবার নির্দেশ দেয়া হলো এবং তা পালনের পর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে বলে আশ্বাস দেয়া হলো। অথচ সুসমাচার পাঠে দেখা যায়, ঐশ্বী-বাণীতে বিশ্বাস-স্থাপন না করার কথিত অপরাধে তাঁকে তিন দিনের জন্য বাক্ষস্তিহীন করে দেয়া হয়েছিল (লুক-১:১২০-২২)।

৪১০। যাকারিয়ার প্রতি এ জন্য নীরবতা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যাতে তিনি ধ্যান-আরাধনা ও প্রার্থনাতে একান্তভাবে দিনগুলো কাটাতে পারেন এবং আল্লাহ তাআলার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। নীরবতা অবলম্বন দ্বারা হত জীবনীশক্তি ও শারীরিক বল পুনরুজ্জীবিত হয়। মনে হয় এ ধারণা ও অভ্যাস তখনকার দিনের ইহুদীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

৪১১। 'ফিরিশ্তারা' শব্দটি বহুবচনে ব্যবহারের নিজস্ব তৎপর্য রয়েছে। যদি কেবলমাত্র একটি সংবাদ প্রদানই উদ্দেশ্য হতো তাহলে একজন সংবাদ-বাহক ফিরিশতাই যথেষ্ট বিবেচিত হতো। কুরআনের বাগ্ধারা অনুযায়ী ফিরিশ্তার বহুবচন তখনই ব্যবহৃত হয় যখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে বিরাট ও বহুবিধ পরিবর্তন সাধন করতে ইচ্ছা করেন। যেহেতু এক্ষেত্রেও মরিয়মের পুত্র দ্বারা পৃথিবীতে মহা বিবর্তনের সূচনা করার ইচ্ছা রয়েছে, সেই কারণে বিভিন্ন ধরনের বিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট ফিরিশ্তাগণকে এ সুসংবাদ বহনে অংশ গ্রহণ

فَتَادَهُ الْمَلِئَكَهُ وَهُوَقَائِمٌ يَصْبِي  
فِي الْوَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى  
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَ  
حَصُورًا وَنَيِّيًّا مِنَ الصَّلِيجِينَ ⑩

فَالَّذِي لَيْكُونُ لِي عِلْمٌ وَقَدْ بَلَغْنِي  
الْكَبِيرُ وَأَمْرَأُتِيَ عَاقِرَهُ، قَالَ كَذَلِكَ  
إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ ⑪

قَالَ رَبِّي لَجَعَلْتَنِي أَيْةً، قَالَ أَيْنُكَ أَلَا  
تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَةً أَيَّامًا لَرَمْزًا، وَ  
أَذْكُرْدَبِكَ كَثِيرًا وَسَيِّخَ بِالْعَشِيِّ وَ  
الْأَدْبَكَارِ ⑫

وَإِذَا كَلَتِ الْمَلِئَكَهُ يَمْرِي مِنْ أَنَّ اللَّهَ  
أَضْطَفَكِي وَطَهَرَكِي وَأَضْطَفَكِي عَلَى  
نِسَاءِ الْعَلَمِينَ ⑬

৪৪। হে মরিয়ম! তুমি তোমর প্রভু-প্রতিপালকের আনুগত্য কর ও সিজ্দা কর এবং একনিষ্ঠ ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইবাদত কর’।

৪৫। এ হলো অদ্যের<sup>৪১৩</sup> সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করছি। আর তাদের মাঝে কে খ্রিয়মের অভিভাবক হবে তারা যখন এ উদ্দেশ্যে নিজেদের ভাগ্যনির্ধারণী তীর ছুঁড়ছিল তখন তুমি তাদের কাছে ছিলে না। আর তারা (এ বিষয়ে) যখন বাদানুবাদ করছিল তখনো তুমি তাদের কাছে ছিলে না।

৪৬। (স্মরণ কর) ফিরিশ্তারা যখন বললো, ‘হে মরিয়ম! গণিষ্ঠয় আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে এক খ্রিমের<sup>৪১৪</sup> মাধ্যমে

يَمْرِيْمُ اقْنُّتِي لِرَبِّكَ وَ اسْجُّدْيِ وَ اذْكُعْ  
مَعَ الرَّاكِعِينَ ④

ذلِكَ مِنْ آتِيَّةِ الْعَيْنِ بِنُوْجِيْهِ وَ ائِيْكَ  
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ رَأْيُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ  
أَيْهُمْ يَكْفُلْ مَرْيِمَ مَوْمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ  
لَدِيْخْتَصِمُونَ ④

إِذْ قَالَتِ الْمَلِيْكَةُ يَمْرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ  
يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ فِي اسْمِهِ الْمَسِيْحِ

দেখুন : ক. ১১৪৫০; ১২৪১০৩ খ. ৩৪৩৮ গ. ১৯৪৩০ ঘ. ৩৪১০; ৪৪১৭২।

করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দান করলেন, যাতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনে মরিয়ম ও মরিয়ম-পুত্রকে তারা সাহায্য করেন।

৪১২। এ আয়াতে ‘বেছে নিয়েছেন’ শব্দটি দু’বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম বার ব্যবহৃত হয়েছে মরিয়মের নিজস্ব উচ্চ মর্যাদা প্রকাশের জন্য। আর দ্বিতীয়বার তাঁর সমসাময়িক মহিলাদের তুলনায় তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রকাশের জন্য। কুরআনের ব্যবহার-বিধি অনুযায়ী ‘নিসাউল-আলামীন’ বলতে এখানে সর্বকালের সকল নারীকে বুঝিয়েছে।

৪১৩। এমন অনেক তথ্য মরিয়ম সমষ্টি কুরআন সরবরাহ করেছে, যা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যাবে না। তাই সেই তথ্যগুলোকে অদ্যের সংবাদ বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, মরিয়ম যখন উপাসনালয়ে উৎসর্গীত জীবন যাপন করছিলেন তখনই তিনি অন্তঃসন্তা হন। এ অত্যাশ্চর্য ঘটনায় পুরোহিতেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা কলঙ্কের ভয়ে নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করে। অতঃপর তাঁরা ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ঠিক করলেন, কে মরিয়মের অভিভাবকত্ব গ্রহণপূর্বক তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। যোসেফ নামক একব্যক্তিকে মরিয়মের যোগ্য পাত্র বলে তারা স্থির করলো এবং তাকে স্বামীত্বের দায়িত্ব বহনের জন্য বহু কষ্টে রাজি করালো। ইন্জীলে এ ব্যক্তিকে কাঠমিন্টী বলা হয়েছে। স্বত্বাবতই এ সব কিছু সংগোপনে করা হয়েছিল। তাই একে অদ্য বলা হয়েছে, যা কুরআন সর্বিস্তারে প্রকাশ করেছে।

৪১৪। ‘কলেমা’ (কথা) মানে একটি শব্দ, একটি অনুশাসন, একটি আদেশ (মুফ্রাদাত)। এ কলেমা শব্দটি ৪৪১৭২ আয়াতে উল্লেখিত ‘রাহ’ শব্দের সাথে মিলিত হয়ে স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, ঈসা (আঃ) না ছিলেন আল্লাহ্ আর না ছিলেন আল্লাহ্ পুত্র। তাঁর দৈশ্঵রত্ন ও পুত্রত্বকে এ শব্দগুলো প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে বরং ধূলিসাং করে। এ আয়াতে ঈসা (আঃ)কে ‘আল্লাহ্ কলেমা’ বলা হয়েছে। কারণ তাঁর (ঈসার) কথা ছিল সত্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক। যে ব্যক্তি নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতাকে সত্য প্রচারের কাজে ব্যবহার করেন তাঁকে বলা হয় ‘সাইফুল্লাহ্’ (আল্লাহ্ তরবারী) বা ‘আসাদুল্লাহ্’ (আল্লাহ্ সিংহ)। তেমনিভাবে ঈসা (আঃ)কে ‘কলেমাতুল্লাহ্’ বলা হয়েছে। কেননা তিনি কোন পুরুষের মাধ্যমে জন্মাবলগ্ন করেননি বরং আল্লাহ্ আদেশ সরাসরি তাঁকে মাত্রগর্ভে এনেছে (১৯:২২)। অধিকন্তু উপরে প্রদত্ত শব্দগুলো ছাড়াও কুরআনে নিম্নলিখিত অর্থেও ‘কলেমা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যথাঃ (১) চিহ্ন বা নির্দর্শন (৬৬:১৩; ৮৪৮), (২) শাস্তি (১০:৯৭), (৩) পরিকল্পনা, (৯:৪০), (৪) সুসংবাদ (৭:১৩৮), (৫) আল্লাহ্ সৃষ্টি (১৮:১১০), (৬) কেবল মুখের কথা (২৩:১০১)। এ সব অর্থের কোন একটিও যীশুকে অন্যান্য নবীর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করে না। তদুপরি যীশু বা ঈসা (আঃ)কে কুরআনে ‘কলেমা’ (শব্দ) বলা হয়েছে মাত্র। কিন্তু মহানবী (সাঃ) কে ‘যিকর্’ (গ্রহ বা উত্তম বক্তৃতা) বলা হয়েছে (৬৫:১১, ১২) যা বহু বহু ‘কলেমা’র সমষ্টি। বস্তুত কলেমাতুল্লাহ্ অর্থ যদি আমরা ‘আল্লাহ্ কথা’ই ধরি তাহলেও বড় জোর আমরা এটুকুই বলতে পারি, আল্লাহ্ নিজেকে ঈসা (আঃ)এর মাধ্যমে প্রকাশিত করেছিলেন, যেমন তিনি অন্যান্য নবীর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। শব্দাবলী আর কিছুই নয়, ভাব প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। শব্দ আমাদের সত্তার অংশ নয়, তাই তা দেহবিশিষ্ট হতে পারে না।

তোমাকে (একটি সন্তানের) সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম হবে মসীহ<sup>৪১৫</sup> ঈসা<sup>৪১৬</sup> ইবনে মরিয়ম<sup>৪১৭</sup>। সে হবে ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত এবং (আল্লাহর) নেকট্যপ্রাণ্ডের<sup>৪১৮</sup> একজন।

৪৭। আর ক্ষে দোলনায়<sup>৪১৮-ক</sup> ও প্রৌঢ় বয়সে<sup>৪১৮-খ</sup> লোকদের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে সৎকর্মশীলদের<sup>৪১৮</sup> একজন।’

عَيْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِئْهَا فِي الدُّنْيَا  
الْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُفَرَّقِينَ<sup>১</sup>

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ  
الصَّالِحِينَ<sup>২</sup>

দেখুন : ক. ৫৬১১।

৪১৫। ‘আল মসীহ’ ‘মাসাহ’ থেকে উৎপন্ন; ‘মাসাহ’ অর্থ যে নিজের হাতে বস্তুটির ময়লা মুছে ফেলেছিল। সে এতে তৈল মেঠেছিল। সে সারা যমীনে ভ্রমণ করেছিল। আল্লাহ তাকে আশিসমভিত্তি করলেন (আকরাব)। অতএব ‘মসীহ’ অর্থ : (১) যাকে পবিত্র করা হয়েছে, (২) যিনি অতিমাত্রায় ভ্রমণ করেন, (৩) যিনি আশিসমভিত্তি। হিস্ত ‘মাশিয়া’ থেকে মেসায়া হয়েছে এবং এ মেসায়ার আরবী রূপ, আল মসীহ। ‘মাশিয়া’ অর্থ পবিত্রকৃত ব্যক্তি (এনসাই বিব্ ও এনসাই রিল এভ এম)। ঈসা (আঃ)কে এ নাম এজন্যই দেয়া হয়েছিল যে তাঁর জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু ইন্জীলের বর্ণনানুযায়ী ঈসা (আঃ) এর কার্যকাল যদি মাত্র তিনি বছরই হয়ে থাকে এবং প্যালেন্টাইন ও সিরিয়ার কয়েকটি নগর ভ্রমণেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেই মসীহ নাম তো তাঁর কার্যের সাথে খাপই খায় না। তবে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা এ তথ্য উদ্ঘাটিত ও প্রমাণিত হয়েছে, দ্রুশের মর্মান্তিক ঘটনার পর যখন তিনি জখম ও যন্ত্রণার ধাক্কা সামলিয়ে উঠলেন তখন তিনি প্রাচ্যের দূরদেশগুলো ভ্রমণ করতে করতে এবং বনী ইস্রাইল জাতির ‘হারানো মেষগুলো’ মাঝে প্রচারের দায়িত্ব পালন করতে করতে সবশেষে কাশ্মীরে বসবাসরত বনী ইস্রাইলের ‘হারানো মেষের’ কাছে এসে পৌছলেন। দীর্ঘকাল তিনি এসব এলাকায় ধর্ম প্রচারে ব্যাপ্ত ছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করছে। ২০০০ নং টাকা দেখুন। যেহেতু ঈসা (আঃ) এর জন্মে অস্থাভাবিকতা রয়েছে এবং যেহেতু জারয সন্তান মনে করে তাঁকে ঘৃণা করার সম্ভাবনা ছিল, সেহেতু এরপ মিথ্যা অপবাদ ও ঘৃণা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁকে ‘পবিত্রকৃত’ নামে অভিহিত করা হয়েছিল, যেমন অন্যান্য সকল নবীই পবিত্রকৃত ছিলেন।

৪১৬। ‘ঈসা’ নামটি হিস্ত ‘ইয়াসু’ শব্দের একটি বিবর্তিত রূপ। ‘যিসাস’ হলো যেসূয়া শব্দের গ্রীক রূপায়ন (এনসাই, বিব্)। এর বাংলা রূপ হলো যীশু।

৪১৭। ইবনে মরিয়ম, ঈসা (আঃ) এর একটি অতিরিক্ত নাম, আরবীতে যাকে বলা হয় ‘কুনিয়াৎ’। ঈসা (আঃ)কে সন্তুষ্ট এ কারণে ‘ইবনে মরিয়ম’ বলা হয়েছে যে তিনি পিতৃ মাধ্যম ছাড়াই মাতা মরিয়মের গর্ভজাত ছিলেন। তাই মাতৃ পরিচয়ে পরিচিত হওয়াই তাঁর জন্য অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত হয়েছে।

৪১৮। এ কথাটিও অন্যান্য ধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান সাধু বাদ্দাগণ থেকে অধিক উচ্চ মর্যাদায় ঈসা (আঃ) কে ভূষিত করে না। কেননা কুরআনে উচ্চ পর্যায়ের সকল ধার্মিক ব্যক্তিকেই আল্লাহর নেকট্যপ্রাণ্ড বলে ঘোষণা করা হয়েছে (৫৬:১১, ১২)।

৪১৮-ক। ‘মাহ্দ’ শব্দের প্রাথমিক অর্থ, প্রস্তুতির সময় বা অবস্থা, যখন কোনো ব্যক্তি সুন্দর ও পরিপাটিরূপে পূর্ণ-বয়সের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। ‘কাহ্ল’ ও ‘মাহ্দ’ শব্দ দু’টি একই সাথে ব্যবহৃত হওয়া দ্বারা বুঝা যায়, এ দু’টি সময়ের মাঝখানে কোন মধ্যবর্তী সময় নেই। ‘কাহ্ল’ (মধ্যমবয়স) এর প্রেরিকার সাকল্য সময়টুকুই ‘মাহ্দ’ (প্রস্তুতি-কাল)।

৪১৮-খ। ‘কাহ্ল’ মানে মধ্যম বয়স, অথবা সেই বয়স যে বয়সে কাঁচা চুলের সাথে পাকা চুল মিশ্রিত হতে থাকে। ত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়স থেকে একান্ন বছর বয়ক হওয়ার সময় বা চাল্লিশ থেকে একান্ন বয়সের সময়কাল (লেইন ও সালাবী)। এতে প্রমাণিত হলো, ঈসা (আঃ) যৌবনে আকাশে যাননি, বরং তিনি প্রৌঢ়ত্বেও পৃথিবীতে বাণী প্রচার করবেন [তফসীরে হ্যরত মুসলিম মাওউদ (রাঃ)]।

ঈসা (আঃ) অতি শিশুকালেই জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন কথা বলতেন। এটা কোন আশ্র্যজনক বা অপ্রাকৃতিক ব্যাপার নয়। বহু মেধাবী, ধীমান শিশু যারা সুপরিবেশে স্থানে লালিত হয় তাদের মাঝেও এ প্রতিভা দৃষ্টিগোচর হয়। সমস্ত বাক্যটির অর্থ, তিনি শৈশবে, কৈশোর-যৌবনে এবং মধ্য বয়সে এমন অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন কথাবার্তা বলতেন, যা তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতার তুলনায় অধিক উচ্চ স্তরের ছিল। ঈসার জীবনের দু’টি বয়ঃক্রম কালের উল্লেখ এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করতে পারে যে তাঁর দ্বিতীয় বয়ঃক্রম (কাহ্ল) কালের কথা প্রথম বয়ঃক্রম (মাহ্দ) কালের কথা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হবে। তখন তিনি মানুষের কাছে নবীরূপে কথা বলবেন। অতএব মরিয়মকে যে সুসংবাদগুলো আল্লাহ তাআলা দিয়েছিলেন তা আসলে এই ছিল, তাঁর পুত্র শুধু যে বুদ্ধি-তেজোদ্বীপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তি হবেন তা-ই নয়, বরং তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ধার্মিক, আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিত্ব হিসেবে দীর্ঘজীবনও লাভ করবেন।

★ ৪৮। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! কি কিভাবে আমার পুত্র হবে যেক্ষেত্রে কোন মানুষই আমাকে স্পর্শ<sup>৪১৯</sup>-করে নি?' তিনি বললেন, "এভাবেই, আল্লাহ্ যা চান তা সৃষ্টি করেন।" কোন বিষয়ে তিনি যখন সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও' \*। অতএব তা (হতে শুরু করে এবং তা) হয়েই যায়।

৪৯। আর তিনি তাকে কিতাব ও প্রজ্ঞা এবং তওরাত ও ইন্জিল শিখাবেন।

৫০। আর সে বনী ইসরাইলের<sup>৪১৯-ক</sup> প্রতি রসূল হবে। (আর সে বলবে,) 'আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক নির্দশনসহ এসেছি। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য পাখিদের<sup>৪২০</sup> (পালন) প্রক্রিয়ায় কাদামাটি<sup>৪২০-ক</sup> থেকে অনুরূপ<sup>৪২০-খ</sup> (এক নমুনা)

فَلَكَثَرَتْ أَنِي يَكُونُ بِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي  
بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا  
يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ  
كُنْ فَيَكُونُ<sup>৪</sup>

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالثَّؤْلُومَةَ  
وَالْأُنْجِيلَ<sup>৫</sup>

وَرَسُولًا إِلَيْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَآءِنِي قَدْ  
جَئْتُكُمْ بِأَيْتَهُ مِنْ رَبِّكُمْ هَآءِنِي أَخْلُقُ

দেখন : ক. ১৯৪২১; খ. ২৪১১৮; গ. ৫৪১১১; ঘ. ৪৩৪৬০; ৬১৪৭; ঙ. ৫৪১১১।

৪১৯। পুত্র পাওয়ার সংবাদ যদিও অত্যন্ত সুখকর বিষয়, তথাপি অবিবাহিতা মরিয়মের জন্য এটা ছিল এক বিব্রতকর ব্যাপার। কেননা তাঁর জীবনতো ভবিষ্যতেও অবিবাহিত থাকবার জন্যই নিবেদিত ও নির্দ্ধারিত। এ আয়াত তাঁর মনের হতবুদ্ধি অবস্থাকে যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত করছে। এ আয়াতে এও প্রমাণিত হয়, ঈসা (আঃ) এর কোনও পিতা ছিল না। মরিয়মের উক্তি 'কোন মানুষই আমাকে স্পর্শ করেনি' থেকেই তা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। মরিয়মের সম্পূর্ণ জীবন উপাসনালয়ের নামে উৎসর্গীকৃত থাকায় এবং ভবিষ্যতে বিয়ে করা উৎসর্গীত জীবনের সাথে সঙ্গতিহীন হওয়ায় তাকে সন্ম্যাসিনী হয়ে থাকতে হবে। যদি তা না হতো এবং তাঁর বিয়ের সম্ভাবনার কথা তাঁর চিন্তায় কখনো আসতো তাহলে তিনি পুত্র-স্তোন পাওয়ার ভবিষ্যৎ সংবাদ ফিরিশ্তা থেকে অবগত হয়ে আশ্চর্যাপূর্ণ হতেন না। 'মরিয়মের সুসমাচারে' আমরা মরিয়মের কুমারী ব্রতের প্রতিজ্ঞার কথা স্পষ্টাক্ষরে দেখতে পাই। উক্ত সুসমাচারের পঞ্চম অধ্যায়ে আছেঃ উপাসনালয়ের প্রধান পুরোহিত সাধারণ হৃকুম জারি করলেন, উপাসনালয়ে বসবাসকারী যে সকল কুমারী মেয়ের বয়স চৌদ্দ বছর হয়েছে তারা বাড়িতে ফিরে যাবে। সকল কুমারী এ আদেশ পালন করলো। কিন্তু 'প্রভুর কুমারী মরিয়ম' একমাত্র মেয়ে যিনি উক্ত দিলেন, তিনি এ আদেশ পালনে অসমর্থ। কেননা তিনি এবং তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে প্রভুর সেবায় উৎসর্গ করেছেন। তাছাড়া তিনি প্রভুর নিকট কুমারীত্ব পালনের শপথ নিয়েছেন, যা তিনি কোনও অবস্থায়ই ভঙ্গ করবেন না বলে প্রতিশ্রূতিবদ্ধ (মরিয়মের সুসমাচার-৫:৪, ৫, ৬)। পরবর্তীকালে যোসেফের সাথে তাঁর বিয়ে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁর শপথের বিরুদ্ধে তাঁর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ছেলের মা হওয়ার কারণে অবস্থার চাপে পড়ে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন এবং যাজকেরা দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্য এ বিয়ের আয়োজন করেছিল। সুসমাচার থেকে একথা বুঝা যায় না, যোসেফকে এ বিয়েতে কীভাবে সম্মত করা হয়েছিল। তবে এটা স্বতঃসিদ্ধ, মরিয়ম যে সে সময়ে সন্তান-সন্তোষ তা যোসেফ মোটেও জানতেন না (মথি-১৪১৮, ১৯)। সন্তোষ মরিয়মের শপথ ভঙ্গের কোনও একটা বাহানা আবিষ্কার করা হয়েছিল। ঈসা (আঃ) এর জন্ম বৃত্তান্তের বিশদ বিবরণ ১৭৫০-১৭৫৫ নং টীকায় দেখুন।

\* ['হও']। অতএব তা (হতে শুরু করে এবং তা) হয়েই যায়' - এ উক্তিটি অনস্তিত্ব থেকে কোন কিছুর তাৎক্ষণিকভাবে অস্তিত্বে রূপান্তরিত হওয়া বুঝায় না। বরং এর অর্থ হলো, যে মুহূর্তে আল্লাহ্ তাআলা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তখন থেকে তাঁর ইচ্ছা বাস্তব রূপ নিতে আরম্ভ করে। আর তিনি যা চান পরিশেষে তা নিশ্চয়ই হয়ে যায়। (মাওলানা শেরে আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)

৪১৯-ক। 'বনী ইসরাইলের প্রতি রসূল', এ শব্দগুলো বলে দিছে, ঈসা (আঃ) এর ধর্ম প্রচার কার্য ও দায়িত্ব ইস্রাইলীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ করে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সারা বিশ্বের জন্য আসেন নি (মথি ১০:৫-৬; ১৫:২৪; ১৯:২৮; প্রেরিত : ৩:২৫; ২৬ ১৩:৪৬; লুক-১:১৯:১০; ২২:২৮-৩০)।

৪২০। 'তায়র' অর্থ পাখি। রূপক বা আলঙ্কারিক ব্যবহার অনুযায়ী পাখির অর্থ উচ্চ ও উর্ধ্বগামী আধ্যাত্মিক স্তরের মানব। যেমন সিংহ (আক্ষরিক অর্থে পশুরাজ সিংহ) বলতে বীর পরমকে বুঝায়, আর 'দারবাহ' (পোকা) বলতে নিষ্কর্মা, হীন ও ঘোর সংসারাস্ত ব্যক্তিকে বুঝায় (৩৪:১৫)।

৪২০-ক। 'তাঁ' অর্থ কাদামাটি, মাটি, নরম মাটি ইত্যাদি। রূপকভাবে 'আত্তীন' অর্থ এমন মানুষ যার মধ্যে এত নমনীয়তার গুণ রয়েছে যে তাকে যে কোন প্রকৃতিতে গড়ে তোলা যায়। আমরা এরূপ স্বভাবের মানুষকে সাধারণত 'মাটির মানুষ' বলে থাকি।

৪২০-খ। 'হায়য়াত' অর্থ আকৃতি, নমুনা, রূপ, অবস্থান, ধরন, পদ্ধতি (লেইন)।

সৃষ্টি<sup>৪২০-গ</sup> করবো। এরপর আমি এতে ফুঁ দিব। এতে করে এটা আল্লাহর আদেশে (আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণশীল) পাখিতে পরিণত হবে। আর আল্লাহর আদেশে<sup>৪২০-ঘ</sup> আমি জন্মান্ব<sup>৪২০-ঙ</sup> ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান<sup>৪২০-চ</sup> করবো এবং (আধ্যাত্মিকভাবে) মৃতদের জীবন দান করবো। আর তোমরা কী খাবে<sup>৪২০-ছ</sup> ও তোমাদের বাড়ীঘরে কী জমা করবে তা আমি তোমাদের বলে দিব। তোমরা যদি ইমান এনে থাক নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য এক বড় নির্দেশন রয়েছে।

৪২০-গ। 'খালাকা' অর্থ সে ওজন করলো, নকশা প্রণয়ন করলো, আকৃতি দিল বা পরিকল্পনা করলো, আল্লাহ উৎপন্ন করলেন, সৃষ্টি করলেন বা অস্তিত্ব দান করলেন। এমন বস্তু বা জীবকে বুঝায় যার নমুনা, আদর্শ বা সমরূপ পূর্বে ছিল না অর্থাৎ তিনিই একে প্রথম সৃষ্টি করলেন (লেইন ও লিসান)।

৪২০-ঘ। বাইবেলে কোথাও উল্লেখ নেই, ঈসা (আঃ) মুজিয়া দেখানোর জন্য পাখি সৃষ্টি করে আকাশে উড়িয়েছিলেন। সত্যি সত্যি যদি ঈসা (আঃ) পাখি তৈরী করে থাকতেন তাহলে বাইবেল তা উল্লেখ না করে কীভাবে ও কেন চুপ করে থাকলো? আল্লাহর কোন নবী পূর্বে এ ধরনের প্রশ্না-নির্দেশন দেখাননি, অথচ বাইবেল এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব, এটা আশ্চর্য নয় কি? বাইবেলে এ মহা-নির্দেশনের উল্লেখ থাকলে সকল নবীর উপর ঈসা (আঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্থ হতো এবং পরবর্তী কালের খৃষ্টানেরা ঈসার প্রতি যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে তা কিছুটা সমর্থন লাভ করতো।

'খাল্ক' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় : (১) মাপ বা ওজন করা, পরিমাণ ঠিক করা, নকশা তৈরী করা, (২) আকৃতি দেয়া, তৈরী করা, সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এখানে প্রথমোভ অর্থে 'শব্দটি ব্যবহৃত। 'সৃষ্টি করা' অর্থে 'খাল্ক' শব্দটি কুরআনের কোথাও আল্লাহর কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ বলে স্বীকৃতি পায়নি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এ গুণটি কুরআনের কোথাও আরোপিত হয়নি (১৩:১৭, ১৬:২১; ২২:৭৪; ২৫:৪; ৩১:১১-১২; ৩৫:৪১ এবং ৪৬:৫)। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এবং 'কাদামাটি'র রূপক অর্থ সম্মুখে রেখে 'আমি তোমাদের জন্য পাখিদের (পালন) প্রক্ৰিয়ায় কাদামাটি থেকে অনুরূপ (এক নমুনা) সৃষ্টি করবো। এরপর এতে আমি ফুঁ দিব। এতে করে এটা আল্লাহর আদেশে (আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণশীল) পাখিতে পরিণত হবে' ইত্যাদি কথার মর্ম বুঝাবার চেষ্টা করলে এর তাৎপর্য দাঁড়াবে সাধারণ শ্রেণীর লোক- যাদের মধ্যে উন্নতি ও জাগরণের শক্তি রয়েছে। তারা যদি ঈসা (আঃ) এর সংস্পর্শে আসে ও তাঁর বাণী গ্রহণ করে জীবন যাপন করে তাহলে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। ধূলি-ধূসরিত, সংসারাসক, বস্তু-কেন্দ্রিক জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা আধ্যাত্মিক আকাশের উচ্চ মার্গে পাখির মত বিচরণ করতে সমর্থ হবে এবং বস্তুত তা-ই ঘটেছিল। ঘৃণিত, অবহেলিত গেলিলীর জেলেরা তাদের প্রতু ও গুরুত্ব উপদেশ ও উদাহরণ অনুসরণের মাধ্যমে পাখিরই মত উচ্চমার্গে আরোহণ ক'রে বলী ইসরাইল জাতিতে আল্লাহর বাণী প্রচারের সামর্থ্য লাভ করেছিল। অক্ষ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের রোগমুক্তির বা উপশম দানের সম্বন্ধে বলা যায়, এ ধরনের রোগক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে বলী ইসরাইল জাতি অপবিত্র ও নোংরা জ্ঞানে সমাজের সংশ্রেণ থেকে দূরে রাখতো, সমাজে ঘেঁষতে দিত না। 'আমি আরোগ্যদান করবো' কথাটির তাৎপর্য হলো এ সব রোগক্রান্ত লোকেরা আইনগত ও সমাজগতভাবে অবহেলিত অবস্থায় বহু বক্ষনা ও অসুবিধার মধ্যে ঘৃণার পরিবেশে বাস করতো। ঈসা (আঃ) এসে তাদেরকে সেবা যত্ন করার তাগিদ দিয়ে সমাজে তাদেরকে স্থান দান করে তাদেরকে দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্ত করেছিলেন। তবে হতেও পারে, ঈসা (আঃ) এ সব রোগীকে সুস্থ করতেন। আল্লাহর নবীগণ আধ্যাত্মিক চিকিৎসকবিশেষ। তারা আধ্যাত্মিক অঙ্গগণকে চক্ষু দান করেন, বধিরকে শ্রবণশক্তি দান করেন, আধ্যাত্মিক মৃতদেরকে জীবন দান করেন (মধ্য-১৩:১৫)। এখানে 'আক্মাহ' (রাতকানা) অর্থ সেই লোক যারা বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দুর্বল মানসিকতার কারণে পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না। সে দিনের আলোতে দেখে অর্থাৎ যতক্ষণ পরীক্ষার বামেলা থাকে না এবং বিশ্বাসের সূর্য মেঘ-দুর্ঘোগ হতে মুক্ত অবস্থায় যখন কিরণ দেয় তখন সে ঠিকই দেখে। কিন্তু যখন দুর্ঘোগের রাত্রি নেমে আসে অর্থাৎ পরীক্ষা ও আঝোংসর্গের সময় উপস্থিত হয় তখন সে আধ্যাত্মিক আলো হারিয়ে ফেলে এবং থেমে যায় (২:২১)। তেমনিভাবে 'আব্রাস' (কুষ্ঠরোগী) শব্দটি আধ্যাত্মিক অর্থে রুগ্ন ও দুর্বল বিশ্বাসকে বুঝিয়েছে, যার চর্ম স্থানে স্থানে সুস্থ আবার স্থানে স্থানে ক্ষতপূর্ণ। 'মৃতদের জীবন দান করবো' বাক্যটির অর্থ এ নয় যে ঈসা (আঃ) মৃত ব্যক্তিকে সত্য সত্যজাই জীবিত করে তুলেছিলেন। যারা প্রকৃতই মারা যায় তারা পৃথিবীর বুকে কখনো পুনরুজ্জীবিত হয় না। এরূপ বিশ্বাস কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত (২:২৯; ২৩:১০০-১০১, ২১:৯৬, ৩৯:৯৯-৬০, ৪০:১২, ৪৫:২৭)। আধ্যাত্মিক পরিভাষা অনুযায়ী নবীগণ তাদের অনুসারীদের জীবনে যে বৈপ্লবিক ও অসাধারণ মহা-পরিবর্তন সংঘটিত করেন, একেই বলা হয় 'মৃতকে জীবিত করা'।

لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهِيَةٌ الطَّيِّرَ فَانْفَخْ  
 فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرُئُ  
 الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ  
 اللَّهِ وَأَنْشِئُكُمْ بِمَا تَأْمُلُونَ وَمَا  
 تَدْخُلُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
 لَذِيْلَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

৫১। আর তওরাতের যা আমার সামনে আছে আমি এর ক্ষেত্রায়নকারী<sup>৪১</sup> রূপে (এসেছি) যেন তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ<sup>৪২-ক</sup> করা হয়েছিল এর কোন কোনটি আমি তোমাদের জন্য বৈধ করে দিই। আর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমি এক (বড়) নির্দশনসহ তোমাদের কাছে এসেছি। অতএব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

৫২। খনিশয় আল্লাহ আমার প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরলসুদৃঢ় পথ।”

৫৩। এরপর ঈসা তাদের মাঝে যখন অঙ্গীকারের (প্রবণতা) লক্ষ্য করলো সে বললো, “আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী? ‘হাওয়ারীরা’ বললো, ‘আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী’<sup>৪২</sup>। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক, আমরা অবশ্যই আস্তসমর্পণকারী।

৫৪। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আমরা এতে ঈমান এনেছি এবং এ রসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে সাক্ষীদের (তালিকায়) লিখে নাও।’

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ  
وَلَا حِلْلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ  
وَجَئْشُكُمْ بِإِيمَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ شَفَاقَتْ  
أَنَّ اللَّهَ وَآتَى طِيعَونَ<sup>৪৩</sup>

رَأَنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُمْ  
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ<sup>৪৪</sup>

فَلَمَّا آتَاهُنَّ حَسَنَاتٍ عَيْنِيهِ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ  
مَنْ أَنْصَارِيَ لِيَ اللَّهُو قَالَ الْعَوَارِيُونَ  
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمْنَأْ بِاللَّهِ وَأَشَهَدُ  
بِإِيمَانِ مُسْلِمِونَ<sup>৪৫</sup>

رَبَّنَا أَمَنَّا إِمَامًا أَنْزَلْنَا وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ  
فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ<sup>৪৬</sup>

দেখুন : ক. ৫৪৪৭; ৬১৪৭ ; খ. ৫৪৭৩, ১১৮; ১৯৪৩৭; ৮৩৪৬৫ ; গ. ৫৪১১২; ৬১৪১৫।

৪২০-ঙ। ‘আক্মাহ’ অর্থ রাত্কানা জন্মান্ত, যে পরে অন্ধ হয়েছে, যার জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-শক্তি নেই (মুফ্রাদাত)।

৪২০-চ। ‘উবরিয়ু’ ‘বারিয়া’ থেকে উৎপন্ন। ‘বারিয়া’ অর্থ সে (অমুক বস্তু বা দোষারোপ থেকে) মুক্তি পেল। ‘উবরিয়ু’ অর্থ আমি দোষমুক্ত বা রোগমুক্ত করি, আমি অমুককে তার প্রতি আরোপিত দোষ থেকে মুক্ত ঘোষণা করি (লেইন)।

৪২০-ছ। বাক্যাংশটির সামগ্রিক অর্থঃ ঈসা (আঃ) তাঁর শিষ্যগণকে শিক্ষা দিলেন, দিন যাপনের জন্য তারা কী পরিমাণ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খরচ করবে এবং কী পরিমাণ তারা বাঁচাবে অর্থাৎ পরকালে পাবার জন্য খরচ করবে। অন্য কথায় ঈসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, তারা ন্যায়ভাবে যা উপার্জন করবে তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে এবং অবশিষ্ট অর্থ আল্লাহর পথে খরচ করবে এবং আগামী দিনের কথা আল্লাহর ওপর হেঢ়ে দিবে (মথি-৬৪২৫-২৬)।

৪২১। ঈসা (আঃ) তওরাতের ভবিষ্যত্বাণী অনুযায়ী এসেছিলেন। তিনি নতুন কোন শরীয়ত (বিধান) নিয়ে আসেননি, বরং মূসা (আঃ) এর শরীয়ত বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এসেছিলেন। তিনি নিজে স্বয়ং তাঁর এ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন (মথি-৫৪১৭-১৮)।

৪২১-ক। এ কথাটিয় মূসা (আঃ) এর শরীয়তের কোনও পরিবর্তন সাধনের প্রতি ইঙ্গিত নেই। ইহুদীরা মনগড়াভাবে যেসব বস্তু নিজেদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) বলে ঘোষণা করেছিল, সেই সব বস্তুকে শরীয়ত মোতাবেক তিনি হালাল ঘোষণা করেছিলেন (৪৪১৬১ ৪৩৪৬৪)।

এ দুটি আয়তে জানা যায়, বিভিন্ন ইহুদী ফেরকার (বা দলের) মধ্যে ব্যবহারিক বস্তুর বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে মতভেদ প্রবল ছিল এবং তাদের অন্যায়-আচরণ ও সীমালঞ্চনের কারণে তারা আল্লাহর দানের কোন কোন অংশ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছিল। ঈসা (আঃ) বিচারক ও মীমাংসাকারীরপে আগমন করে তাদেরকে ভুল-অস্তিত্বলো বুঝিয়ে দিলেন, কোন পথ সঠিক আর কোন পথ সঠিক নয় তা-ও বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, তাঁকেই মীমাংসাকারীরপে মেনে নিলে তারা যেসব স্বর্গীয় অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হয়েছে সেগুলো তারা পুনরায় পাবে (কাসীর, ফাত্হ এবং মুহািত)।

৪২২। ‘হাওয়ারীউন’ হাওয়ারি শব্দের বহু বচন, অর্থঃ (১) ধোপা, (২) যে ব্যক্তি পরীক্ষিতভাবে পাপ বা ক্রটিমুক্ত, (৩) পৃত-পুণ্য চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি, (৪) যে ব্যক্তি সংত্বাবে ও বিশ্঵স্তরপে কাজ করে এবং অনুরূপ উপদেশ দেয়, (৫) বিশ্বস্ত বস্তু ও সাহায্যকারী, (৬) নবীর সাহায্যকারী বিশিষ্ট বস্তু (লেইন, মুফ্রাদাত)।

৫ ৫৫। আর <sup>ক</sup>তারা (অর্থাৎ দ্বিতীয় শক্র) পরিকল্পনা আঁটলো  
 [১৩] এবং আল্লাহ'ও পরিকল্পনা করলেন। আর আল্লাহই সর্বোত্তম  
 ১৩ পরিকল্পনাকারী<sup>৪২৩</sup>।

৫৬। (স্মরণ কর) আল্লাহ যখন বললেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয়  
 'আমি তোমাকে (স্বাভাবিক) মৃত্যু<sup>৪২৪</sup> দিব এবং আমার দিকে  
 তোমাকে <sup>গ</sup>উন্নীত<sup>৪২৪</sup>-ক করবো আর যারা অস্বীকার করেছে  
 তাদের (দোষারোপ) থেকে তোমাকে পবিত্র সাব্যস্ত করবো  
 এবং যারা অস্বীকার করেছে তাদের ওপর তোমার অনুসারীদের  
 কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান<sup>৪২৪-খ</sup> করবো। এরপর  
 'আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি  
 তোমাদের মাঝে সেইসব বিষয়ে মীমাংসা করবো যেসব  
 বিষয়ে তোমরা মতভেদ করে আসছিলে।

দেখুন : ক.৮৪৩১; ২৭৪৫১; খ ৩৪১৯৪; ৪৪১৬; ৭৪১২৭; ৮৪৫১; ১০৪৪৭; ১০৫; ১২৪১০২; ১৩৪৪১; ১৬৪২৯, ৩৩; ২২৪৬; ৩৯৪৪৩; ৪০৪৬৮;  
 ৪৭৪২৮; গ. ৪৪১৫৯; ৭৪১৭৭; ১৯৪৫৮; ঘ.৪৪৪৯; ৬৪১৬৫; ৩১৪১৬; ৩৯৪৮।

৪২৩। ইহুদীরা ঘড়যন্ত্র করলো, ঈসা (আঃ)কে দ্রুশে দিয়ে তাঁর 'অভিশঙ্গ-মৃত্যু' ঘটাবে (দি, বি, ২১৪২৪)। কিন্তু আল্লাহ পরিকল্পনা নিলেন ঈসা (আঃ)কে ক্রুশীয়-মৃত্যু থেকে বাঁচাবেন। ইহুদীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো এবং আল্লাহর পরিকল্পনা কার্যকরী হলো। কেননা ঈসা (আঃ) ক্রুশে মারা যাননি, মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হলেও জীবিত অবস্থাতেই তাঁকে দ্রুশ থেকে নামানো হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরে অনেক-অনেক বছর পরে অতিরুদ্ধ অবস্থায় তিনি কাশ্পীরে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

৪২৪। 'মুতাওয়াফ্ফি', 'তাওয়াফ্ফি' শব্দ থেকে উৎপন্ন। আরবীতে বলা হয়-'তাওয়াফ্ফাল্লাহ যায়দান্ অর্থাৎ আল্লাহ যায়দের আস্থাকে উঠিয়ে নিলেন, যার মানে, আল্লাহ যায়দকে মৃত্যু দিলেন। যেখানে 'আল্লাহ কর্তৃবাচক হন এবং 'মানুষ' কর্ম-বাচক, আর ক্রিয়া হয় 'তাওয়াফ্ফি' সেখানে 'তাওয়াফ্ফার' অর্থ আস্থাকে নিয়ে যাওয়া বা মৃত্যুদান করা, এ ছাড়া অন্য কোন অর্থ কখনো হয় না। ইবনে আববাস 'মুতাওয়াফ্ফিকার' অনুবাদ করেছেন 'মুমিতুকো,' অর্থাৎ আমি তোমাকে মানুষের দ্বারা হত্যা করা থেকে রক্ষা করবো, তোমার জন্য নির্ধারিত পূর্ণ বয়ঃক্রম পর্যন্ত তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো এবং তোমাকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু দিব, তোমাকে নিহত হতে দিব না (কাশ্পাফ)। বস্তুত আরবী ভাষাবিদেরা এক্যমত পোষণ করেন যে উপরোক্তভাবে যখন 'তাওয়াফ্ফি' ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয় তখন এর অন্যরূপ অর্থ কখনো হতে পারে না। সমস্ত আরবী সাহিত্যে এ শব্দের অন্য অর্থে ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না। অন্যন্য সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী স্বনামধন্য তফসীরকারক ইবনে আববাস, ইমাম মালিক, ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনে হায়ম, ইমাম ইবনে কাহিয়িম, কৃতাদা, ওয়াহাবী এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ে একমত (বুখারী, তফসীর অধ্যায়, বুখারী, বাদাউল খাল্ক অধ্যায়, বিহার, আল মুহাদ্দিস, মাআ'দ পঃ ১৯, মনসুর ২য়, কাসীর)। এ শব্দটি কুরআনের ভিত্তি স্থানে ২৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে, তেইশটি স্থলেই ব্যবহৃত হয়েছে মৃত্যুর সময় আস্থাকে নিয়ে যাওয়া অর্থে। কেবলমাত্র দু'টি স্থলে ঘুমের মধ্যে আস্থাকে নিয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং দু' স্থলে 'ঘুম' ও 'রাত্রি' শব্দ ব্যবহার দ্বারা 'তাওয়াফ্ফাকে' বিশেষিত করা হয়েছে (৬৪৬১, ৩৯৪৪৩)। এ সত্যকে চাপা দিবার কোনও সুযোগ নেই যে ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন, 'মূসা ও ঈসা যদি এখনো জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা আমার অনুসরণ ও অনুগমন করতে বাধ্য হতেন' (কাসীর)। এমন কি তিনি বলেছেন, ঈসা (আঃ) এর বয়স ছিল ১২০ বৎসর (কান্যুল উম্মাল)। কুরআনের ৩০টি আয়াত ঈসা (আঃ)এর আকাশে গমন ও সেখানে সশরীরে জীবিত অবস্থায় অবস্থান করার অলীক ধারণাকে একেবারে ধূলিসাং করে দিয়েছে।

৪২৪-ক। 'রাফ'উন' অর্থ কারো মর্যাদা ও পদবী উন্নীত করা, সম্মান বৃদ্ধি করা। যখন 'রাফ'উন' (মর্যাদার উন্নতি) আল্লাহর দিকে হয় তখন তা আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কেননা আল্লাহ কোন সসীম স্থানে সীমাবদ্ধ নন, কোন বস্তু-বিশেষও নন। অতএব শারীরিকভাবে তাঁর দিকে উচ্চারণে কোন মতেই সম্ভব নয়। এ শব্দটি মর্যাদাবৃদ্ধি অর্থে কুরআনের ২৪৪৩৭, ৩৫৪১১ আয়াতদ্বয়েও ব্যবহৃত হয়েছে। ঈসা (আঃ) এর মর্যাদায় উচ্চারণে এ প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে ইহুদীরা মিথ্যা দাবী করছিল, তারা ঈসাকে ক্রুশে হত্যা করে অভিশঙ্গ বলে প্রমাণ করেছে। কুরআন বলে, আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) ক্ষণিকের জন্যও অভিশঙ্গ হতে পারেন না, বরং মর্যাদায় উচ্চ হতে আরো উচ্চে উন্নীত হন।

৪২৪-খ। 'জা'আলা' অর্থ সে প্রস্তুত করলো, সে নিযুক্ত করলো, সে ঘোষণা করলো, সে সম্মানিত করলো (২৪১৪৪); সে ধরলো ইত্যাদি (লেইন)।

وَ مَكْرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ، وَ اللَّهُ خَيْرٌ  
 الْمَاكِرِينَ

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيشِي إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَ  
 رَأَفْعُلَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الْجَنِّينَ  
 كَفَرُوا وَ جَاءُ عَلَى الْجَنِّينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ  
 الْجَنِّينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ شُمَالَيَّ  
 مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
 فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

৫৭। অতএব যারা অঙ্গীকার করেছে, আমি ইহকালে এবং পরকালেও তাদের কঠোর আয়াব দিব। আর (সেদিন) তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

৫৮। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে <sup>খ</sup>তিনি তাদের (কৃতকর্মের) পুরস্কার তাদেরকে পুরোপুরি দান করবেন। আর আল্লাহ যালেমদের পছন্দ করেন না।'

৫৯। আমরা একে অর্থাৎ আয়াত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষাকে তোমার কাছে পড়ে শুনাচ্ছি।

৬০। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের<sup>৪২৫</sup> দৃষ্টান্তের অনুরূপ। তিনি তাকে মাটি<sup>৪২৫-ক</sup> থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তাকে বললেন, 'হও'। এতএব তা (হতে শুরু করে এবং তা) হয়েই যায়।

৬১। <sup>খ</sup>(এ হলো) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (নিশ্চিত) সত্য। সুতরাং তুমি সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৬২। তোমার কাছে (ঐশ্বী) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও কেউ যদি তোমার সাথে এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক করে তবে তুমি বল, 'আস, আমরা আমাদের পুত্রদের, (তোমরা) তোমাদের পুত্রদের, (আমরা) আমাদের নারীদের, (তোমরা) তোমাদের নারীদের, (আমরা) আমাদের নিজেদের (লোকদের) এবং (তোমরা) তোমাদের নিজেদের (লোকদের) <sup>খ</sup>ডেকে আমরা সকাতরে প্রার্থনা<sup>৪২৬</sup> করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ কামনা করি।'

দেখুনঃ ক. ৪১১৭৪; ৩৫৪৩১; ৩৯৪১১, ৭০; খ. ২১১৪৮; ৬৪১১৫; ১০৪৯৫; গ. ৬২৪৭, ৮।

৪২৫। 'আদম' সাধারণভাবে মানুষ বা আদম-সন্তানকে বুঝায়। অতএব ঈসা (আঃ)কে অন্যান্য মরণশীল আদম-সন্তানের মতই মাটি থেকে সৃষ্টি বলে ঘোষণা করা হলো (৪০৪৬৮)। অতএব তার ঈস্থরত্ব কিছুই নেই। তবে 'আদম' বলতে আমরা যদি এখানে আদি-পিতা আদম মনে করি তাহলেও ঈসার সাথে আদমের সেই সাদৃশ্যের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকষ্ট হবে যে পিতার মাধ্যম ছাড়া উভয়ের জন্ম হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ঈসা (আঃ) এর মাতা থাকার কারণে সাদৃশ্য ব্যাহত হয়নি। কেননা তুলনা একেবারে সর্বপ্রকারের পূর্ণ সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে না।

৪২৫-ক। অন্যত্র কাদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে (৬৪৩)। মাটি ও কাদামাটি দুটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য হলো, যখন 'মাটি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন (স্বর্গীয়-পানি) 'ওহী' বুঝায় না এবং যখন 'কাদামাটি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন (ঐশ্বীবাদীর স্বর্গীয়-পানির) প্রতিও ইঙ্গিত করে।

৪২৬। খৃষ্টান মতবাদ ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা এ আয়াতে এসে শেষ হয়েছে। নাজরানের ঘাটজন খৃষ্টানের একটি দল আব্দুল মসীহ (আল আকীব নামে পরিচিত) এর নেতৃত্বে মদীনায় এসে মহানবী (সাঃ) এর সাথে মসজিদে সাক্ষাৎ করে। ঈসা (আঃ) এর তথাকথিত 'ঈস্থরত্ব' নিয়ে সুনীর্ধ আলোচনা চলে। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হওয়ার পরও যখন খৃষ্টানরা যুক্তির বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করে তাদের মিথ্যা-বিশ্বাসে এর প্রতি জেদ করতে লাগলো তখন আল্লাহর আদেশানুযায়ী রসূলে পাক (সাঃ) শেষ চিকিৎসা হিসেবে তাদেরকে প্রার্থনা প্রতিযোগিতার আহ্বান জানালেন, যাকে ধর্মীয় পরিভাষায় 'মুবাহালা' বলে। অর্থাৎ মিথ্যা বিশ্বাস অবলম্বনকারীর উপর

৬৩। নিশ্চয় এ-ই হলো সত্য বিবরণ। আর আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর নিশ্চয় আল্লাহ মহাপ্রাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

৬ ৬৪। কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে (জেনে নিও) নিশ্চয় [১] আল্লাহ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিষয়ে সর্বজ্ঞ।  
১৪

৬৫। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় (একমত) হও, যা আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন (আর তা হলো এই), আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক না করি। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে 'আমরা নিজেরা একে অন্যকে যেন প্রভু-প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি' এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে তোমরা (তাদের) বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, নিশ্চয় আমরা আত্মসমর্পণকারী<sup>৪২৬-ক</sup>'।

দেখুন : ক. ৯৩১।

আল্লাহর অভিশাপ চেয়ে পক্ষ-প্রতিপক্ষ উভয়েই প্রার্থনা করে এর ফলাফল দ্বারা সত্য নির্ণয় করা হবে। কিন্তু যেহেতু খৃষ্টানেরা তাদের বিশ্বাসের সত্যতা সংস্করণে একেবারে সুনিশ্চিত ছিল না, সেহেতু এ 'মুবাহালা'তে তারা সম্মত হলো না এবং পরোক্ষভাবে তাদের বিশ্বাসের অসত্যতাকেই স্বীকার করলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আলোচনা চলাকালে মহানবী (সাঃ) স্বীয় মসজিদে সেই খৃষ্টানদেরকে তাদের নিজেদের পদ্ধতিতে প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারা পূর্বমুখী হয়ে প্রার্থনা করেছিল। ধর্মের ইতিহাসে এরূপ পরধর্ম-সংস্কৃতার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না (যুরুকানী)।

৪২৬-ক। অনেকেই ভুলবশত মনে করেন, এ আয়াত ইসলামের সাথে খৃষ্টান-ইহুদী ধর্মের একটা সমরোতার ভিত্তি প্রদান করেছে। তারা যুক্তি দেখান, সেই ধর্ম দুঃটি যদি আল্লাহর একত্বকে মানে ও তা-ই প্রচার করে তাহলে ইসলামের অন্যান্য বিশ্বাস যা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে নিয়ে বাড়াবাঢ়ি না করাই ভাল। এটা অভাবনীয় বিষয়, পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে যাদের মিথ্যা বিশ্বাসগুলোর কারণে তাদেরকে কঠোরভাবে ভর্ত্মনা করা হলো, এমনকি তাদের প্রতি 'মুবাহাল'র চালেঞ্জ প্রদান করা হলো, তাদেরই সাথে কি বিশ্বাসের ব্যাপারে সমরোতা হতে পারে? মহানবী (সাঃ) এ আয়াত উল্লেখপূর্বক হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রচারপত্র লিখেছিলেন এবং একই পত্রে তাকে তিনি অতি জোরালোভাবে ইসলাম গ্রহণেরও তাকিদ দিয়েছিলেন। এমনকি ইসলাম গ্রহণ না করলে তার উপর আল্লাহর শাস্তি অবর্তীর্ণ হবে বলেও তিনি সতর্ক করেছিলেন (বুখারী)। এতে বুরা যায়, কেবলমাত্র আল্লাহর একত্ব স্বীকারের দ্বারা সন্মাট হিরাক্লিয়াস ঐশ্বী-শাস্তি হ'তে রক্ষা পাওয়ার যোগ্য হতেন না, এটাই ছিল মহানবী (সাঃ) এর অভিমত। বাস্তবিক পক্ষে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে ইসলামের সত্যতা নির্ণয়ে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এ আয়াত সহজ ও সরল পস্তা বলে দিয়েছে মাত্র। আল্লাহর একত্বকে স্বীকারের দ্বারা সন্মাট হিরাক্লিয়াস করে আল্লাহর আসনে বসিয়ে রেখেছে, আর এটাই তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এ আয়াতে তাদেরকে সেইসব মিথ্যা-খোদার উপাসনা ছেড়ে তাদেরকে মূল ও খাঁটি তৌহাদকে অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে যা এখন কেবল ইসলামেই জীবন্তভাবে মজুদ রয়েছে। অতএব ধর্মীয় সমরোতা স্থাপনের পরিবর্তে এ আয়াত তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে আহ্বান করেছে যে আল্লাহর একত্বকে, বাহ্যিকভাবে হলেও সাধারণ ভিত্তিপ্রকল্প ধরে, ধর্মগুলোর সত্যসত্য যাচাই করা যেতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে ইসলামের সত্যতায় পৌছানো যেতে পারে। এটা তাদের প্রতি ইসলাম গ্রহণের জন্য এক আমন্ত্রণ বিশেষ।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এ আয়াতকে অবলম্বন ও উন্নত করে মহানবী (সাঃ), বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, যে পত্র হিরাক্লিয়াস, মিশর-রাজ মুকাওকিস ও অন্যান্য শাসকবর্গকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন, সেই পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং দেখা গেছে বুখারী শরীফে পত্রটির যে 'পাঠ' (টেক্স্ট) লিপিবদ্ধ আছে, সেই আবিষ্কৃত পত্রটিতে অবিকল সেই শব্দাবলীই রয়েছে, একটুও অমিল নেই (আর, রিল, ভল, ৫৬: ৮)। এ ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে বুখারী শরীফের হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং একইভাবে অন্যান্য সংকলিত সহীহ হাদীসসমূহের সত্যতার প্রমাণও বহন করে।

إِنَّ هَذَا لِهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ  
إِلَّا إِلَّا اللَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ  
⑩

فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ  
بِالْمُفْسِدِينَ  
١١

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ  
سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَكَّ نَعْبُدَ رَبَّا  
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَنْتَهِ  
بَعْضُنَا بَعْضًا آذَبَابًا مِنْ دُونِ النَّعْوَ  
فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا إِنَّا  
مُسْلِمُونَ  
⑪

৬৬। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে কেন বিতর্ক কর, অথচ তওরাত ও ইন্জীল নিঃসন্দেহে তার (অনেক) পরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

৬৭। শুন! তোমরাই এমন লোক যারা সেই বিষয়ে বিতর্ক করেছিলে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল। কিন্তু (এখন) কেন তোমরা সেই বিষয়ে বিতর্ক করছ, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানই<sup>৪২৭</sup> নেই? আর আল্লাহই জানেন এবং তোমরা জান না।

৬৮। ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না এবং খৃষ্টানও ছিল না। কিন্তু সে ছিল (আল্লাহর প্রতি) সদা বিনত আত্মসমর্পণকারী। আর সে (কখনো) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৬৯। নিশ্চয় মানুষের মাঝে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম তারাই, যারা তাকে অনুসরণ করে। আর এই নবী এবং (তার প্রতি) যারা ঈমান এনেছে তারাও (ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম)। আর আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।

৭০। আহলে কিতাবের একদল আকাঙ্ক্ষা করে, হায়! তারা যদি তোমাদের পথভ্রষ্ট<sup>৪২৭-ক</sup> করে দিতে পারতো। তারা তো কেবল নিজেদেরই পথভ্রষ্ট করছে, কিন্তু তারা (তা) উপলব্ধি করে না।

৭১। হে আহলে কিতাব! তোমরা দেখেও কেন আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করছ<sup>৪২৭-খ</sup>?

৭২। হে আহলে কিতাব! তোমরা জেনেশনে<sup>৪২৭-গ</sup> কেন সত্যকে মিথ্যার (সাথে মিশিয়ে তা) সন্দেহপূর্ণ কর এবং জ্ঞানকে গোপন কর?

দেখুন : ক. ২৪১৪০ ; খ. ২৪১৪১ ; গ. ৩৪৯৬; ৪৪১২৬; ৬৪১৬২; ১৬৪১২১, ১২৪; ঘ. ১৬৪১২৪; ঙ. ৪;৯০; চ. ৩৪৯৯; ছ. ২৪৪৩; জ. ২৪৪৩।

৪২৭। ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত বিবরণ নিয়ে ইহুদী ও খৃষ্টানদের পক্ষে বাগড়া-বিবাদ করা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা তিনিতো তওরাত, ইন্জীল আসার বহু পূর্বেই গত হয়ে গিয়েছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে সেই দু'টি গ্রন্থে পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ নেই।

৪২৭-ক। ইসলামের সরলতা, স্পষ্টতা ও পরিপূর্ণতা আহলে-কিতাবের (ইহুদী-খৃষ্টানদের) মনে এমন প্রশংসন উদ্দেশ্য করে যে তারা এর দিকে অগ্রতিরোধ্যভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ঈষাপরায়ণতা ও শক্রতাবাপন্নতার কারণে তাদের এ আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন ধারণ করে এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে তাদের ইচ্ছা হয় মুসলমানেরাও যদি তাদেরই মত হতো!

যালাল শব্দটিকে 'ধৰ্মস' অর্থে গ্রহণ করলে (৪০ : ৩৫) 'ইউফিলুনাকুম' (তোমাদের বিপথগারী করতে চায়) এর অর্থ দাঁড়াবে 'তোমাদেরকে ধৰ্মস করতে চায়'। এরপ অর্থের ক্ষেত্রে পরবর্তী বাক্যংশ- 'ওয়া মা ইউফিলুনা ইল্লা আন্ফুসাহ্ম' এর অর্থ দাঁড়াবে, 'মুসলমানদেরকে ধৰ্মস করতে চাইলে তারাই ধৰ্মস হয়ে যাবে'।

৪২৭-খ। আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করা জরুর অপরাধ। কিন্তু যে নিজে সে নিদর্শনের সাক্ষী হয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে তার জন্য এটা অধিক জঘন্য।

৪২৭-গ। আহলে কিতাবের ধর্মগুলোতে আঁ হয়রত (সাঁ) এর যে সকল চিহ্ন ও নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর আলোকে বিচার করলে তারা নিশ্চয় বুবাতে পারতো হয়রত মুহাম্মদ (সাঁ)ই সেই প্রতিশ্রুত নবী। কিন্তু ঈর্ষা ও শক্রতার মনোভাব, ঔদ্দত্য ও তাদের পূর্ব-ধারণার দরুণ তারা তাঁকে (সাঁ) স্বীকার করলো না এবং তারা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ করে অবিমিশ্র সত্যকেও গ্রহণ করলো না।

يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ  
وَمَا أَنْزَلْتِ التَّوْزِيرَةُ وَالْأَنْجِيلُ لَا  
مِنْ بَعْدِهِ مَا قَلَّ أَقْلَى تَعْقِلُونَ

هَآئِنْتُمْ هُوَلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ  
بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ  
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَمْهُودًا لَا  
نَصَارَى إِنَّا وَلِكُنَّ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا  
مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِيمَانٍ لَكَذِينَ  
اتَّبَعُوهُ وَهَذَا الَّتِي وَالَّذِينَ أَمْنُوا  
وَأَنَّ اللَّهَ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ

وَدَعَثْ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَوْ  
يُضْلُلُونَ كُمْ وَمَا يُضْلُلُونَ إِلَّا آنفُسُهُمْ  
مَا يَشْعُرُونَ

يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاَيْتِ  
اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشَهَّدُونَ

يَا هَلَ الْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ  
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

৭৩। আর আহলে কিতাবের একদল বলে, ‘মুমিনদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা এর প্রতি দিনের প্রথম ভাগে স্টমান এনো এবং এর শেষ ভাগে অস্বীকার করো যেন তারা ফিরে<sup>৪২৮</sup> আসে।

\* ৭৪। আর যে তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো (কথা) মেনো না’। (হে নবী) বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহর (পছন্দনীয়) হেদায়াতই (প্রকৃত) হেদায়াত। মোদ্দা কথা হলো, তোমাদেরকে পূর্বে যে (হেদায়াত) দেয়া হয়েছিল অনুরূপ (হেদায়াত) প্রত্যেককে দেয়া উচিত। অন্যথায় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে তোমাদের সাথে বিতভা করার<sup>৪২৮-খ</sup>-ক অধিকার তাদের থাকবে।’ তুমি বল, ‘নিশ্চয় সব কল্যাণ<sup>৪২৮-খ গ</sup> আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী (ও) সর্বজ্ঞ<sup>৪২৮-গ</sup>।

৭৫। তিনি খ্তার কৃপার জন্য যাকে চান বিশেষভাবে বেছে নেন। আর আল্লাহ মহা কল্যাণের অধিকারী।’

৭৬। আর আহলে কিতাবের মাঝে এমন (মানুষ) ও আছে, যার কাছে তুমি অচেল সম্পদ আমানত রাখলেও সে তা তোমাকে ফেরৎ দিয়ে দিবে। তাদের মাঝে আবার এমন (মানুষ) ও আছে, যার কাছে তুমি এক দীনারও আমানত রাখলে তুমি তার

দেখুন : ক. ২৪১২১; খ. ২৪৭৭; গ. ৫৭৪৩০; ঘ. ২৪১০৬।

৪২৮। ইহুদীদের ধর্মজ্ঞানের জন্য পৌত্রিক আরবেরাও তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখতো। ইহুদীরা এর অসঙ্গত সুযোগ নিল এবং মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তারা বাহ্যিকভাবে দিনের প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণ করে দিনের শেষ ভাগে তা ত্যাগ করার কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করলো। এরপ্তাবে কিছু দিন চললে ইসলাম গ্রহণকারী সরলমনা আরবেরা মনে করবে, ইসলামের মাঝে নিশ্চয় গুরুতর কোনও দোষ আছে, তা না হলে এ ইহুদী আলেমরা তা গ্রহণপূর্বক এত তাড়াতাড়ি বর্জন করলেন কেন। কিন্তু পরিতাপ ইহুদী ওলামার জন্য! তারা বুঝতে পারেনি, কি ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে মহানবী (সা:) এর সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে কত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল তাঁদের হৃদয়।! তাঁরা আর কি কখনো অন্ধকারে ফিরতে পারে?

\* ৪২৮-ক। [এ আয়াত আমাদের জানাচ্ছে মহানবী (সা:) এর বিরুদ্ধে কেবল এ কারণে বিতভা করার অধিকার ইহুদীদের ছিল না যে তাঁকে যে হেদায়াত প্রদান করা হয়েছিল তা অবিকল তাদেরকে দেয়া হেদায়াতের মত কেন নয়। পক্ষান্তরে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার মুসলমানদেরই থাকতো যদি এদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) ঐশী শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হতো। কারণ সেক্ষেত্রে আহলে কিতাবের প্রতি আল্লাহর পক্ষপাতিত্ব স্বাক্ষর হতো। উভয় শরীয়তের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য দেখিয়ে তারা (ইহুদীরা) যে আপত্তি উত্থাপন করে তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৪২৮-খ। ‘ফয়ল’ বা কল্যাণ বলতে এখানে ‘ন্বয়ত’কে বুঝাতে পারে।

৪২৮-গ। (১) “আর যে তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো (কথা) মেনোনা”- এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যটিরও সম্প্রসারিত অংশ। এরপর এসেছে একটি অন্তর্বর্তী বাক্য “নিশ্চয় আল্লাহর (পছন্দনীয়) হেদায়াতই (প্রকৃত) হেদায়াত। মুদ্দা কথা হলো, তোমাদেরকে পূর্বে যে (হেদায়াত) দেয়া হয়েছিল অনুরূপ (হেদায়াত) প্রত্যেককে দেয়া উচিত।” এরপর ইহুদীদের বক্তব্য আবার শুরু হলো, “অন্যথায় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে তোমাদের সাথে বিতভা করার অধিকার তাদের থাকবে।” সর্বশেষ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  
أُمِنُوا بِإِيمَانِيْ إِنْزَلَ عَلَى الْذِيْنَ أَمْنُوا  
وَجْهَ النَّهَايَةِ وَالْكُفُورُ أَخْرَى لَعَلَمُهُمْ  
يَتَرَجَّعُونَ

وَلَا تُؤْمِنُوا لَا لِمَنْ تَبْغِيْ حِبَّةً  
قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ وَأَنِ يُؤْتَ  
آخِدُ مُثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُعَاجِلُوكُمْ  
عِنْدَ رِبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ  
يُوْرِتِيْهُ مِنْ يَسَّارُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ يُقْنَطُ  
يُؤْتَدُهُ لِيَنْكَرَ وَمَنْ مِنْ إِنْ تَأْمَنْهُ  
يُدْبِنَاهُ لَيَأْتِيَهُ لِيَأْتِيَهُ

(মাথার) ওপর দাঁড়িয়ে না থাকা পর্যন্ত সে তা তোমাকে ফেরৎ দিবে না। এর কারণ হলো, তারা বলে, ‘উম্মীদের<sup>৪২৯</sup> ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে (অভিযোগের) কোন পথ নেই।’ আর তারা জেনেগুনে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে।

৭৭। প্রকৃতপক্ষে যে নিজ <sup>৪</sup>অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে (সে-ই মুত্তাকী)। সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহর মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

৭৮। নিশ্চয় যারা আল্লাহর (সাথে কৃত) অঙ্গীকার ও নিজেদের কসম <sup>৫</sup>অল্ল মূল্যে বিক্রী করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। আর কিয়ামত দিবসে <sup>৬</sup>আল্লাহর তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে<sup>৪৩০</sup> (ফিরেও) তাকাবেন না এবং তিনি তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আয়ার।

৭৯। আর নিশ্চয় তাদের (অর্থাৎ আহলে কিতাবের) মাঝে এমনও <sup>৭</sup>এক দল আছে, যারা কিতাব<sup>৪৩১</sup> (পাঠের) বেলায় নিজেদের স্বরকে (এমনভাবে) বদলায় যেন তোমরা তা কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ তা কিতাবের অংশই নয়। আর তারা বলে, ‘এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে, অথচ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনেগুনে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা (বানিয়ে) বলে।

عَلَيْهِ قَارِئًا ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَّةِ سَيِّلٌ ۖ وَ  
يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ ④

بَلْ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ دَائِقًا فَإِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ⑤

إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُكُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ  
أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا  
خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُحِلُّمُهُمْ  
اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمةِ  
وَلَا يُجَزِّئُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑥

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلِسْنَتَهُمْ  
بِالْكِتَبِ لِتَخْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَ  
مَا هُوَ مِنَ الْكِتَبِ ۖ وَيَقُولُونَ هُوَ  
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ النَّاسِ  
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ ⑦

দেখুন : ক. ৫৪২; ৬৪১৫৩; ১৩৪২১; ১৬৪৯২; ১৭৪৩৫; খ. ২৪৪২; গ. ২৪১৭৫; ২৩৪১০৯; ঘ. ২৪৭৬; ৪৪৪৭; ৫৪৪২।

আয়াতটি আল্লাহর নির্দেশ দিয়ে সমাপ্ত হলো- “নিশ্চয় সব কল্যাণ আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী ও সর্বজ্ঞ”। এরপ প্রকাশ-ভঙ্গী কুরআনের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, যা দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব-বিস্তার সম্ভব হয়ে থাকে। অন্য ব্যাখ্যা মতে, ‘আল্লাহর (পছন্দনীয়) হেদায়াতই (প্রকৃত) হেদায়াত’ বাক্যটি অন্তবর্তী এবং পরবর্তী কথাগুলো “তোমাদেরকে পূর্বে যে (হেদায়াত) দেয়া হয়েছিল অনুরূপ (হেদায়াত) প্রত্যেককে দেয়া উচিত। অন্যথায় তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের সামনে তোমাদের সাথে বিতভা করার অধিকার তাদের থাকবে” ইহুদীদের বক্তব্যের অংশ বলে গণ্য হবে। (৩) আবার তৃতীয় ব্যাখ্যানুসারে, ইহুদীদের বক্তব্য, “যে তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো (কথা) মেনোনা”- এ বাক্যটি দিয়েই সমাপ্ত হয়ে গেছে। এরপর বাকী সব কথাই আল্লাহর তালালার নিজ বক্তব্য। বিস্তারিত জানার জন্য ইংরেজী বা উর্দু-তফসীরের বৃহত্তর সংক্ষরণ দেখুন।

৪২৯। মহানবী (সাঃ) এর আগমনকালে ইহুদীদের মাঝে একটা ধারণা শিকড় গেড়েছিল, অ-ইহুদী আরবদের ধন-সম্পদ লুট করলে তাদের কোন পাপ হবে না। কেননা তারা বিধর্মী। সম্ভবত ইহুদীদের সুদ গ্রহণ আইনের মধ্যেই এ ধারণাটির জন্য হয়েছিল। কেননা এ আইনের মাঝেই ইহুদী ও অ-ইহুদীর মধ্যে ভীষণ হিংসা ভরা তারতম্য রয়েছে (যাত্রাপুস্তক-২২৪২৫, লেভী-২৫৪৩৬,৩৭; দ্বিতীয়-২৩ : ২০)।

\* ৮০। কোন মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব<sup>৪০২</sup> নয় যে আল্লাহ্ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুয়ত দান করবেন (এবং) এরপর ক্ষে লোকদের বলবে, 'আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও।' বরং (সে এটাই বলবে), 'তোমরা রববানী<sup>৪০২</sup>-ক হও। কেননা তোমরা কিতাব শিখিয়ে থাক এবং তোমরা (তা) অধ্যয়নও<sup>৪০২-খ</sup> করে থাক।'

৮১। আর সে তোমাদের এ আদেশও দিতে পারে না, তোমরা ফিরিশ্তাদের ও নবীদের প্রভু-প্রতিপালকরূপে গ্রহণ কর।  
[৯] তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে যাওয়ার পরও কি সে  
১৬ তোমাদের কুফরী করার আদেশ দিবে?

৮২। আর (স্মরণ কর) আল্লাহ্<sup>৪</sup> যখন (আহলে কিতাবের কাছ থেকে) সব নবীর (মাধ্যমে এই বলে) —অঙ্গীকার<sup>৪০৩</sup> নিয়েছিলেন, 'আমি কিতাব ও প্রজ্ঞার যা-ই তোমাদের দিই, এরপর তোমাদের কাছে যা রয়েছে এর সত্যায়নকারী<sup>৪০৩</sup>-ক কোন রসূল তোমাদের কাছে এলে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে?' তারা বললো, '(নিশ্চয়) আমরা

দেখুন : ক. ৫৪১১৭, ১১৮; খ. ৫৪১৩।

৪৩০। আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়ার কথা, প্রীতির চাওনি ও অনুগ্রহের চিহ্ন পর্যন্ত দেখাবেন না, তাদেরকে পাপ-মুক্ত বলেও ঘোষণা করবেন না।

৪৩১। রসূলে করীম (সাঃ) এর সময়ে ইহুদীদের একটি কদাচার ছিল, তারা এমনভাবে উচ্চারণ ও ভঙ্গ করে হিক্র গ্রন্থ পাঠ করতো বা উদ্ভৃত করতো, যাতে শ্রান্তভুলী মনে করতো তারা তওরাত পাঠ করছে। অথচ এ বাক্যমালা বা পঠিত অংশ মোটেই তওরাতের অংশ ছিল না। এ আয়তে ইহুদীদের সেই মিথ্যা ও কদাচারের কথা বলা হয়েছে। 'কিতাব' শব্দটি এখানে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমবার 'হিক্রভাষার পুস্তকাংশ' অর্থে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তওরাত অর্থে। হিক্র ভাষার পুস্তকাংশকে 'গ্রন্থ' নামে অভিহিত করার কারণ হলো, ইহুদীরা একেও তওরাত পাঠ নামেই চালিয়ে দিতে চাইতো।

৪৩২। 'যা কানা লাহ'<sup>৪</sup> শব্দগুলো তিনি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে : (১) এ কাজ করা তার শোভা পায় না, (২) এটা বা এরূপ করাটা তার পক্ষে সম্ভব নয় বা যুক্তিতে আসে না যে সে এটা করেছে, (৩) সে এটা বা এরূপ করতে (দেহিক বা মানসিকভাবে) অক্ষম।

৪৩২-ক। 'রববানীয়ান' হচ্ছে 'রববানী' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ : (১) যিনি ধর্ম কাজে নিয়োজিত থাকেন কিংবা ধর্মীয় সাধনায় নিয়ন্ত্রণ থাকেন, (২) আল্লাহ্ সম্বন্ধে যার জ্ঞান আছে, (৩) যিনি ধর্মজ্ঞানে পার্বিত্য রাখেন, তাল ও ধার্মিক লোক, (৪) প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম ধাপগুলো শিখিয়ে মানুষকে উচ্চধাপের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করেন, (৫) প্রভু বা নেতা, (৬) সংক্ষারক [লেইন, সিবাওয়াইহ (Sibawaih) এবং মুবাররাদ]।

৪৩২-খ। 'কেননা তোমরা কিতাব শিখিয়ে থাক এবং তোমরা (তা) অধ্যয়নও করে থাক' বাক্যটি এ উপদেশ দিছে, যারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছেন, অন্যান্যদেরকেও তাদের তা শিখানো উচিত যাতে মানুষ অজ্ঞতার অক্ষকারে নিয়মজ্ঞিত না থাকে।

৪৩৩। 'মীসাকুন্নবীফ্রিন' (নবীগণ থেকে গৃহীত অঙ্গীকার) দ্বারা আল্লাহ্ সাথে নবীগণের মাধ্যমে তাঁদের উচ্চত থেকে গৃহীত চুক্তি বা অঙ্গীকারকে বুবায়। এস্তে শব্দগুলো শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ 'মীসাকুন্নবীফ্রিন' এর স্থলে অন্য একটি পঠন যা উবাই বিন কাব এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ দ্বারা সমর্থিত, তা হলো 'মীসাকাল্লায়ীনা উত্তুল কিতাব' যার অর্থ, তাদের অঙ্গীকার, যাদেরকে গ্রন্থ দেয়া হয়েছিল (মুহীত)। এ অর্থ পরবর্তী শব্দগুলো অর্থাৎ 'তোমাদের কাছে যা রয়েছে এর সত্যায়নকারী কোন রসূল তোমাদের কাছে এলে তোমরা অবশ্যই এর প্রতি ঈমান আনবে' এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। কারণ আল্লাহ্ নবীগণ মানুষের কাছে এসেছেন, তাদের নবীগণের কাছে নয়।

৪৩৩-ক টাকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ  
الْعِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ  
لِلَّذِينَ كُوْنُوا عَبَادًا إِلَيْيِ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
وَلَعِنَ كُوْنُوا رَبَّا نِسْبَنَ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ الْعِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمْ  
تَدْرُسُونَ ﴿٨﴾

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخَذُوا الْمَلِئَةَ  
وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا، أَيَّاً مُرْكُمْ بِالْكُفْرِ  
بَعْدَ إِذَا أَنْتُمْ مُشْلِمُونَ ﴿٩﴾

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّنَ  
لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَبٍ وَحِكْمَةً  
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَرِّفٌ لِمَا  
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَلَكَنْ نَصْرُنَّهُ، قَالَ  
إِنَّ قَرْدَثَمَ وَأَخَذَ ثُمَّ مَعَلَى ذِلِّكُمْ رَاصِرٍ

স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী<sup>৪৩৩-খ</sup> থাকলাম।'

৮৩। <sup>ক</sup>অতএব এ (অঙ্গীকারের) পর যারা ফিরে যাবে তারাই হবে দুর্কর্মপরায়ণ।

৮৪। তবে কি তারা আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য কিছু চায়? অথচ আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারাই আছে তারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়<sup>৪৩৪</sup> হোক তাঁরাই কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর তাঁরাই দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৮৫। তুমি বল, <sup>খ</sup>'আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনি। আর আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও (তাদের) বংশধরদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের<sup>৪৩৫</sup> পক্ষ থেকে মূসাকে, ঈসাকে এবং (অন্যান্য) নবীদের যা প্রদান করা হয়েছে (আমরা তাতেও ঈমান আনি)। আমরা এদের<sup>৪৩৫-ক</sup> কারো মাঝে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরাই কাছে আত্মসমর্পণকারী।'

قَالُوا أَقْرَرْنَا مِمَّا قَالَ فَإِنَّهُمْ لَا يَشْهُدُونَ وَأَنَا  
مَعَكُمْ مِّنَ الشُّهَدَاءِ يُنَزَّلُ  
فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَسِيْقُونَ<sup>(১)</sup>

آفَغَيْرَهُمْ يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ بِغُونَ وَلَهُ آسْلَمَ  
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ  
كَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ<sup>(২)</sup>

قُلْ أَمَّنِّي بِاللَّهِ وَمَا أُنْزَلَ عَلَيْنَا وَمَا  
أُنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ  
إِسْحَاقَ وَيَحْيَى وَالْأَشْبَابَ وَمَا  
أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالْتَّيْمُونَ مِنْ  
رَّبِّهِمْ لَا نَفِرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ  
نَحْنُ لَهُ مُشْرِكُونَ<sup>(৩)</sup>

দেখুন : ক. ৫৪৪৮; ২৪৪৫৬ ; খ. ২৪১৩৭, ২৮৬।

৪৩৩-ক। এখানে 'মুসাদিক' শব্দটি সত্যনবী থেকে যিখ্যা দাবীকারকের পার্থক্য নিরূপণের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'মুসাদিক': শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে, 'যে সেই নবীর সত্যায়ন করে' এবং এখানে এটাই সঠিক অর্থ। কেননা পূর্বে অবতীর্ণ ধর্মহস্তের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ নবাগত নবী সত্যায়ন করেন এবং এর দ্বারা তাঁর দাবী সত্যায়িত হয়।

৪৩৩-খ। এ আয়াতটি যদিও অন্যান্য নবীগণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য, তথাপি এটি হ্যারত রসূলে পাক (সাঃ) এর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উভয় প্রয়োগই শুন্দ। আয়াতটি একটি সাধারণ নিয়ম বলে দিয়েছে। প্রত্যেক নবীর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী নবী জাতির ধর্ম-পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে কোন নবী আসেন, যেমন ঈসা ও অন্যান্য ইসরাইলী নবী (আঃ) তাহলে কেবলমাত্র সেই জাতির জন্য তাকে মান্য করা ও সাহায্য করা বাধ্যকর। কিন্তু সকল জাতির সকল ধর্মগ্রন্থ যদি একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে, যেমনটা মহানবী (সাঃ) এর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল, তাহলে সেই নবীকে গ্রহণ করা ও সাহায্য করা সকল জাতির জন্যই অত্যাবশ্যকীয়। আঁ হ্যারত (সাঃ) যে কেবলমাত্র ইসরাইলের নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন, (যিশাইয়ে-২১৪১৩-১৫, দ্বিতীয়-১৮ : ১৮; ৩৩ : ১৮; যোহন- ১৪ : ২৫, ২৬ : ৭-১৩) তা-ই নয়, বরং আর্য-মুনিদের, বৌদ্ধ ও যরঘন্ত্রী ধর্মনেতাদের বহু ভবিষ্যদ্বাণী তাঁরাই (সাঃ) আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে (শাফ্রাং দাসাতির, পঃ ১৮৮ শিরাজী প্রেস, দিল্লী জামাস্পি, প্রকাশক নিজামুল মুশায়েখ, দিল্লী ১৩৩০ হিজরী)।

৪৩৪। এ বিশ্ব-জগতে মানুষ যেমন প্রকৃতির আইন মানতে বাধ্য এবং তার অভিজ্ঞতা বলে দেয়, এ বাধ্যবাধকতার মাঝেই সে বহুবিধ উপকার পেয়ে থাকে, তেমনি এটাও সমভাবে যুক্তিযুক্ত যে এতে তার কিছুটা স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তার উচিত আল্লাহর আইনের ও আদেশের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং আল্লাহর সত্ত্বাটি আর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কল্যাণে ভূষিত হওয়া।

৪৩৫। ইহুদীরা ইসরাইলী নবীদের ছাড়া অন্য নবীগকে অঙ্গীকার করে। কুরআনে তাদের উক্তি-'যে তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো (কথা) মেনোন' (৩:৭৪)-সে কথাই প্রকাশ করে। তাদের বিরুদ্ধে এখানে যুক্তিযুক্তভাবে সুস্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে, তারা যেখানে বনী ইসরাইলের নবী ছাড়া অন্য কোন নবীকেই স্বীকার করেনি, সেখানে ইসলাম স্বীয় অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে তারা যেন সর্বকালের, সর্বজাতির, সর্বদেশের ও সর্ব সম্পদাদ্যের নবীগণকেই বিনা ব্যতিক্রমে স্বীকৃতি দান করে। এ বিশ্বাস ইসলামকে অন্যান্য সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য দান করেছে।

৪৩৫-ক টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৮৬। আর <sup>ك</sup>কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করতে চাইলে তার পক্ষ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। আর পরকলেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮৭। আল্লাহ সেই জাতিকে কেমন করে হেদায়াত দিবেন যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে, অথচ নিশ্চয় এ রসূল সত্য বলে তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও এসেছিল<sup>৪০৫</sup>? আর আল্লাহ অত্যাচারী লোকদের হেদায়াত দেন না।

৮৮। এদেরই (কর্মের) প্রতিফল হিসেবে <sup>ك</sup>এদের ওপর নিশ্চয় আল্লাহর, ফিরিশ্তাদের এবং সব মানুষের অভিসম্পত্তি।

৮৯। <sup>ك</sup>এরা সেখানে দীর্ঘকাল থাকবে। এদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং এদের অবকাশও দেয়া হবে না।

৯০। তবে এরপর <sup>ك</sup>যারা তওবা করবে এবং (নিজেদের) শুধরে<sup>৪০৬</sup>-ক নিবে তাদের কথা ভিন্ন। সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৯১। <sup>ك</sup>ঈমান আনার পর যারা অস্বীকার করেছে (এবং) এরপর তাদের অস্বীকারের প্রবণতা আরো বেড়ে গেছে তাদের তওবা কখনো গ্রহণ<sup>৪০৭</sup> করা হবে না। আর তারাই পথভুষ্ট।

দেখুন : ক. ৩৪২০; ৫৪৪; খ. ২৪১৬২; ৪৪৫০; ৫৪৭৯; গ. ২৪১৬৩ ; ঘ. ২৪১৬১; ৪৪১৪৭; ৫৪৪০, ২৪৪৬; ঙ. ৪৪১৩৮; ৬৩৪৪।

৪৩৫-ক। 'আমরা এদের কারো মাঝে তারতম্য করি না' বাকেয়ের অর্থ এটা নয় যে তাঁদের (নবীদের) মধ্যে মর্যাদার তারতম্য নেই। কেননা এ কথা কুরআনের ২৪২৫৪ আয়াতের পরিপন্থী। বাক্যটির আসল অর্থ হলো, তাঁদের সকলকে আমরা 'নবী' হিসেবে বিশ্বাস করি এবং এ বিশ্বাসের ব্যাপারে কোন তারতম্য করি না।

৪৩৬। যে সব লোক একজন নবীর সত্যতায় বিশ্বাস এনে খোলা-খুলিভাবে তা প্রথমে প্রকাশ করে এবং স্বর্গীয় নির্দশনের সাক্ষ্যও দেয়, কিন্তু পরবর্তীতে মানুষের ভয়ে ও দুনিয়ার লোভে সেই নবীকে অস্বীকার করে, তারা নিশ্চয় পুনরায় সত্য পথে পরিচালিত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। অথবা এর তৎপর্য এও হতে পারে, যারা পূর্বেকার নবীগণকে বিশ্বাস করে অথচ মহানবী (সাঃ)কে প্রত্যাখ্যান করে তারা আল্লাহর কাছে ধার্মিক বলে গৃহীত হবে না। কেননা ইসলামের আগমনে সেইসব ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে এবং সেইসব ধর্মের চিরসত্যগুলো ইসলামের মধ্যে আস্থাহু হয়ে গেছে।

৪৩৬-ক। পূর্বকৃত অপরাধের জন্য কেবলমাত্র দুঃখ প্রকাশ ও অনুশোচনাই আল্লাহ তাআনার ক্ষমা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যতে কুপথ অবলম্বন থেকে রেঁচে থাকার সত্যিকার প্রতিক্রিতি এবং অন্যান্যদেরকে সংপথে আনার দৃঢ় ও কার্যকর প্রতিজ্ঞা গ্রহণও ক্ষমা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন।

৪৩৭। এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে ধর্মত্যাগীদের অনুশোচনা ও ফিরে আসা কখনো গৃহীত হবে না। কেননা, ৩৪৯০ আয়াতে বলা হয়েছে, অনুশোচনা সকল পর্যায়েই গ্রহণযোগ্য। এখানে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা কেবল মুখে মুখে অনুশোচনা করে, অথচ অনুশোচনা দ্বারা নিজেদের জীবনে সত্যিকারের কোনও বাস্তব পরিবর্তন আনে না, বরং অবিশ্বাসীদের মত আচরণেই লিপ্ত থাকে।

وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ هُنَّا فَلَئِنْ  
يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَةِ مِنْ  
الْخَسِيرِ بَنِ<sup>৪১</sup>

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا أَكْفَرُوا بَعْدَ  
إِيمَانِهِمْ وَ شَهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ  
حَقٌّ وَ جَاءُهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ اللَّهُ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ<sup>৪২</sup>

أُولَئِكَ حَزَارُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةً  
إِلَهُ وَ الْمَلِكَةُ وَ النَّارُ أَجْمَعِينَ<sup>৪৩</sup>

خَلِدُونَ فِيهَا حَذَرُهُمْ لَعْنَهُمْ  
الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُونَ<sup>৪৪</sup>

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ  
أَصْلَحُوا إِذْ فِيَنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>৪৫</sup>

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ  
ثُمَّ ارْدَادُوا كُفُرَهُنَّ تَقْبِيلَ تَوْبَتْهُمْ  
وَ أُولَئِكَ هُمُ الصَّالُوْنَ<sup>৪৬</sup>

৯২। নিশ্চয় \*যারা অস্থীকার করেছে এবং অস্থীকারকারী থাকা  
অবস্থায় মারা গেছে তাদের কারো কাছ থেকে পৃথিবী পরিমাণ  
সোনাও প্রহণ করা হবে না যদিও সে মুক্তিপণ হিসেবে তা  
[১১] দিতে চায়। এদেরই জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক আঘাত রয়েছে এবং  
১৭ এদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

৯৩। \*তোমরা যা কিছু ভালবাস তা থেকে(আল্লাহর পথে)  
ক্ষম্ব খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য<sup>৪৩</sup> অর্জন  
করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ নিশ্চয়  
ক্ষম্ব সেই বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।

৯৪। তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাইল (অর্থাৎ  
ইয়াকুব) নিজের জন্য যেসব (খাদ্য) নিষিদ্ধ করেছিল তাছাড়া  
(অন্যান্য) সব খাদ্য বনী ইসরাইলের<sup>৪৪</sup> জন্য বৈধ<sup>৪৫</sup> ছিল।  
তুমি বল, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তওরাত আন এবং  
তা পড়ে দেখ।’

৯৫। অতএব এর পরও<sup>৪৬</sup> যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা  
বানিয়ে বলে তারাই যালেম।

৯৬। তুমি বল, ‘আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং (আল্লাহর  
প্রতি) \*সদা বিনত<sup>৪৭</sup> ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর।  
আর সে কখনো মুশারিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।’

৯৭। নিশ্চয় মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য \*প্রথম যে ঘরটি\*  
বানানো হয়েছিল সেটি বাক্সায় অবস্থিত<sup>৪৮</sup>। এ (ঘরটি)  
বরকতপূর্ণ এবং বিশ্বজগতের জন্য হেদায়াতের কারণ।

দেখুন ৪ ক. ২১৬২; ৪১৯; ৪৭৩৫; খ. ৯৩৪, ১১১; ৬৩১১; গ. ৩৯৬৮; ঘ. ৫৯৮; ২৭৯৯২; ২৮৯৫৮; ২৯৯৬৮; ১০৬৪৪, ৫।

৪৩৮। সত্যিকার বিশ্বাস যা সকল মঙ্গলের ও সকল পুণ্য কর্মের উৎস তা অর্জন করতে হলে বিশ্বাসীকে সকল আরাম-আয়েশ ও প্রিয়তম  
বস্তুকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বোচ্চ স্তরের বিশ্বাস ও ধর্মপরায়ণতা লাভের জন্য আল্লাহর রাস্তায় ভালবাসার বস্তুকে  
বিলিয়ে দিতে হবে। সত্যিকার কুরবানীর চেতনা হৃদয়ে না থাকলে নেতৃত্বকার উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায় না।

৪৩৯। ইয়াকুব (জেকব)কে দিব্যদর্শনে (কাশফে) ইস্রাইল নামে অভিহিত করা হয়েছিল (আদি পুষ্টক-৩২৪২৮)।

৪৪০। কোন কোন খাদ্য-বস্তু, যা ইস্রাইলীরা খেত না, ইসলামে সেগুলো খাওয়ার অনুমতি আছে। সেরূপ একটি বস্তু হলো পশুর নিতম্ব-  
মাংস, যার উল্লেখ আদিপুস্তক ৩২৪৩২-তে আছে। ইয়াকুব (আঃ) নিতম্ব-বেদনায় (সায়াটিকা) ভুগতেন। তাই তিনি ডাঙ্কারী-কারণে নিজে  
পশুর নিতম্ব-মাংস খেতেন না। এটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বনী ইস্রাইল এটাকে সাধারণ নিয়মে পরিণত করে নিয়েছিল।

৪৪১। ‘যালিকা’ বলতে উপরোক্ত আয়াতের বক্তব্যকে বুঝানো হয়েছে। এ কথা বলা, আল্লাহ তাআলা অমুক-অমুক বস্তু খেতে বারণ  
করেছেন, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা বারণ করেননি, নিশ্চয় তা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার শামিল।

৪৪২। (আল্লাহর প্রতি) ‘সদা বিনত ইব্রাহীম’-এ কথা বলে আয়াতটি বুঝাতে চায় তিনি নিজের ইচ্ছায় কখনো কোন খাদ্য বস্তুকে নিষিদ্ধ  
করেননি, যেমনটি করে ইহুদীরা। আয়াতটির মর্মার্থ হলো, এ বিষয়ে ইসলাম ইহুদীদের সাথে মতভেদ করে নবীগণের পথ ও অভ্যাসের  
বিরুদ্ধে যায়নি, বিশেষ করে ইব্রাহীম (আঃ) এর বিরুদ্ধেতো নয়ই।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُؤْمِنُوا هُمْ كُفَّارٌ  
فَلَئِنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ هُمْ قُلُّ إِلَّا زُفْرٌ  
ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِمْ فَأُولَئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نِصْرٍ يَنْ  
①

لَنْ تَنَالُوا أَلْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا  
مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا إِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ عَلِيهِمْ  
②

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَّ لِبَزْنِي  
إِشْرَاءِ يَلِإِلَّا مَا حَرَّمَ رَسُورَ إِبْرَاهِيمَ  
عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ  
الْتَّوْرَةُ، قُلْ فَأَنْتُمْ بِالْتَّوْرَةِ  
فَأَثْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  
③

فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ مِنْ بَغْدَادِ  
ذُلِّكَ قَاتُلِيَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  
فُلْ صَدَقَ اللَّهُ سَقَاتِيْعُوا مِلَّةَ  
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ  
الْمُشْرِكِينَ  
④

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي  
بَيْكَةَ مُبْرَّغاً وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ  
⑤

৯৮। এতে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী। এটি ক'ইব্রাহীমের মর্যাদা (নির্দেশক)। আর খ'এতে যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। আর আল্লাহরই উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা মানুষের জন্য ফরয, (অর্থাৎ তাদের জন্য) যারা সে (ঘর) পর্যন্ত যাওয়ার<sup>৪৪৪</sup> সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে অস্বীকার করে (সে যেন স্মরণ রাখে) আল্লাহ নিশ্চয় বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।

৯৯। তুমি বল, 'হে আহ্লে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর নির্দশনাবলী অস্বীকার করছ, অথচ তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ এর সাক্ষী'<sup>৪৪৫</sup>?

১০০। তুমি বল, 'যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে, তোমরা কেন আল্লাহর পথ থেকে তাকে বাধা দিছ? তোমরা এ (পথে) বক্রতা<sup>৪৪৬</sup> সৃষ্টি করতে চাও, অথচ তোমরাই (এর সত্যতার) সাক্ষী। আর তোমরা যা-ই করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন।'

১০১। হে যারা ঈমান এনেছ! যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তোমরা তাদের যে কোন এক দলের আনুগত্য করলে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় তোমাদের কাফিরে পরিণত করে ফেলবে।

১০২। আর তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হচ্ছে এবং তোমাদের মাঝে তাঁর রসূলও (বিদ্যমান) রয়েছে, সেক্ষেত্রে তোমরা কিভাবে অস্বীকার করতে পার? আর আল্লাহকে যে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে<sup>৪৪৭</sup> তাকে অবশ্যই স্ব-সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করা হবে।

১০  
[১০]

দেখুন : ক. ২৪১২৬ ; খ. ১৪১৩৬; ২৮১৬৮; ২৯১৬৮ ; গ. ২২১২৮ ; ঘ. ৩৪৭১ ; ঙ. ৭৪৬, ৮৭; ৮৪৮; ৯৩৪; ১৪৪৪; ২২১২৬ ; চ. ২৪১১০; ৩৪১৫০; ছ. ৪৪১৪৭, ১৭৬।

৪৪৩। মক্কা উপত্যকারই অপর এক নাম 'বাক্স'। 'মক্কা'র 'ম' পরিবর্তিত হয়েছে 'ব'তে। এ দু'টি অক্ষর ('মাম' ও 'বা') পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন 'লাজিম' থেকে 'লাজিব'। কুরআন এখানে আহ্লে কিতাব বা গ্রন্থধারীদের (খংস্তান ও ইহুদীদের) দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করছে যে মক্কাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন, সত্য ও আদি ধর্ম-কেন্দ্র, যা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইহুদী ও খ্রিস্টানরা যে ধর্মশালা অবলম্বন করেছিল তা পরবর্তী কালের ব্যাপার। ২৪১২৮ আয়াত দেখুন।

\* [এখানে 'প্রথম ঘর' সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য বানানো হয়েছে বলা হয় নি। এতে এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে মানুষ গুহা থেকে বেরিয়ে যখন সমতল ভূমিতে বসবাস শুরু করলো তখন খানা কা'বার প্রথম নির্মাণ মানুষকে সভ্যতা ও সামাজিকতা শিখানোর মাধ্যমে পরিণত হলো। তাই এখানে 'মক্কা' শব্দের পরিবর্তে 'বাক্স' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি মক্কার প্রাচীন নাম। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৪৪৪। কা'বা গৃহের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন বলছে, কা'বাকে 'কিবলা বা আল্লাহর ধর্মের চিরস্থায়ী কেন্দ্র'র পে গ্রহণ করার তিনটি কারণ আছেং (ক) নবীগণের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আঃ) এখানেই প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর বংশে যেন নবীগণের উত্তর হয়, (খ) মক্কা শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়, (গ) এটা সেই তীর্থস্থান যেখানে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির লোকেরা কেয়ামত পর্যন্ত তীর্থ্যাত্মক পথে সমবেত হতে থাকবে।

৪৪৫। 'শহীদ' অর্থ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় সে কী দেখেছে, যে ব্যক্তি অনেক জ্ঞানের অধিকারী, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মৃত্যু বরণ করে বা ধর্মের কারণে যাকে হত্যা করা হয়। যখন শব্দটি আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন সর্বজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত হয় (লেইন)।

فِيهِ أَيْتَكَ بَيْنَتَ مَقَامُ رَبِّ رَهِيمَةَ وَ  
مَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا، وَبِلِّهُ عَلَى النَّاسِ  
جُحُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ رَاهِيًّا سَبِيلًا،  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ  
الْعَلَمِينَ<sup>(১)</sup>

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لَمَ تَكُفُّرُونَ  
بِإِيمَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا  
تَعْمَلُونَ<sup>(২)</sup>

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَبِ لَمَ تَصْدُوْنَ عَنِ  
سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ تَبْغُونَهَا  
عِوْجَانًا وَأَنْتُمْ شَهَادَاءُ وَمَا اللَّهُ  
يَعْلَمُ عَمَّا تَعْمَلُونَ<sup>(৩)</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا  
فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ  
يُرِدُّونَ كُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَفِرُّهُ<sup>(৪)</sup>

وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنْتُمْ تُشْلِ  
عَلَيْهِ حُكْمُ أَيْتَ اللَّهُ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَ  
مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَيْ  
صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ<sup>(৫)</sup>

১০৩। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া সেভাবেই অবলম্বন কর যেভাবে তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। আর তোমরা কক্ষনো আত্মসমর্পণকারী না<sup>৪৪৮</sup> হয়ে মরো না।

১০৪। আর তোমরা সবাই আল্লাহর খরজু<sup>৪৪৯</sup> দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরম্পর বিভক্ত হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই অনুগ্রহ শ্রমণ কর যখন তোমরা পরম্পর শক্র ছিলে তখন তিনি খ্রিস্টোমাদের হৃদয় প্রীতির বাঁধনে বেঁধে দিলেন<sup>৪৫০</sup> এবং তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের<sup>৪৫১</sup> কিনারায় ছিলে। তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা হোয়াত লাভ কর।

১০৫। আর তোমাদের মাঝে এমন এক দল থাকা দরকার যারা কল্যাণের<sup>৪৫২</sup> দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজ<sup>৪৫৩</sup> থেকে বারণ করবে। আর এরাই সফল হবে।

দেখুন : ক. ২৪১৩৩; খ. ৩৪১০৬; ৬৪১৬০; ৮৪৪৭ ;গ. ২৪২৩২; ঘ. ৮৪৬৪ ;ঙ. ৩৪১১১, ১১৫; ৭৪১৫৮; ৯৪৭১; ৩৪১৮।

৪৪৬। এর অর্থ হলো, গ্রহস্থারীয়া ইচ্ছা পোষণ করে যেন ইসলামের সরলতার মধ্যে বক্রতা ও মারপ্যাচ চুকে পড়ে। তারা নিজেরাই ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করে ব্যাখ্যা করতে চায়।

৪৪৭। 'আল্লাকে যে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে,' অর্থ : (১) যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করে পাপ থেকে আত্মরক্ষা করে, (২) যারা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁরই শ্রমণে নিমগ্ন থাকে।

৪৪৮। যেহেতু মৃত্যুর সঠিক সময় কারো জানা নেই সেহেতু কেবল মাত্র সে ব্যক্তিই মৃত্যুকালে আত্মসমর্পিত অবস্থায় ছিল বলে গণ্য হতে পারে, যে সদা-সর্বদা আল্লাহকে শ্রমণ রেখে চলা-ফেরা ও কাজ-কর্ম করে। অতএব বাক্যটির তাৎপর্য হলো আল্লাহর প্রতি সর্বদা অনুগত থেকে মানুষ যেন দিন কাটায়।

৪৪৯। 'হাব্ল' অর্থ দড়ি বা রশির দ্বারা কোন বস্তু বাঁধা বা আটকানো হয়, একটি বাঁধন বা গিট, চুকি বা মৈত্রী, কোন ধরনের বাধ্যতা যার কারণে এক ব্যক্তি বা বস্তুর নিরাপত্তার দায়িত্ব-একজনের উপরে বর্তায়, মৈত্রী-চুকি ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা (লেইন)। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর কিতাব একটি রশি-বিশেষ যা আকাশ থেকে পৃথিবীতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে' (জরীর, ৪০. ৩০ পঃ)।

৪৫০। পৌত্রিক আরবদের মত এরূপ শতধা-বিছিন্ন জাতি পৃথিবীর কোথাও পাওয়া দুর্ক। রসূলে করীম (সঃ) এর আগমনের পূর্বে তারা কত গোত্রে যে বিভক্ত ছিল এর সীমা-সংখ্যা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথাও সত্য, রসূলে করীম (সঃ) এর উচ্চতম আদর্শ ও মহান শিক্ষার ফলে যে প্রেম-ত্রৈতি-পূর্ণ ভাত্ত বন্ধনে তারা একীভূত হয়ে গিয়েছিল, এরও দ্রষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

৪৫১। 'অগ্নিকুণ্ডের কিনারা' শব্দগুলো আরবদের পরম্পরের ভ্রাতৃষ্ঠাতি যুদ্ধ-কলহের প্রতি ইঙ্গিত করছে, যার মাঝে লিঙ্গ থেকে তারা নিজেদের মানব-শক্তির প্রবল অপচয় ও বিনাশ ঘটাচ্ছিল।

৪৫২। 'আল্ল খায়ের' এর অর্থ এখানে 'ইসলাম'। কেননা 'মারুফ' শব্দটি অব্যবহিত পরেই ব্যবহৃত হয়েছে, যা দিয়ে সর্ব প্রকারের মঙ্গলকেই বুরোয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا  
تُقْتَهُ وَلَا تَمُؤْتَنَ لَا وَآتُنْمَ  
مُشْلِمُونَ ⑭

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا  
تَفَرَّقُوا وَإِذَا دُكْرُوا نَعْمَلُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
إِذَا كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالْفَلَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ  
فَاصْبِحُتُمْ يَنْعَمُتُهُ إِخْرَانًا وَكُنْتُمْ  
عَلَى شَفَاعَ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ  
مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ  
لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ ⑮

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ  
وَيَا مُرْؤَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑯

১০৬। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের কাছে স্পষ্ট নির্দশনাবলী আসার পর বিভক্ত হয়েছিল এবং মতভেদ<sup>৪৪</sup> করেছিল। আর এদের জন্যই এক মহা আয়ার রয়েছে।

১০৭। সেদিন অনেক চেহারা উজ্জল হবে এবং অনেক চেহারা হবে মলিন<sup>৪৫</sup>। অতএব যাদের চেহারা মলিন হবে (তাদের বলা হবে), ‘তোমরা কি ঈমান আনার পর অস্তীকার করেছিলেন? সুতরাং তোমাদের অস্তীকার করার কারণে আয়ার ভোগ কর।’

১০৮। আর যাদের চেহারা উজ্জল হবে তারা আল্লাহর রহমতের মাঝে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

১০৯। এগুলো হলো আল্লাহর আয়াত, যা আমরা তোমাকে যথাযথভাবে<sup>৪৬</sup> পড়ে শুনাচ্ছি। আর আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি মোটেও অবিচার (করতে) চান না।

১১০। [৮] আর আকাশসমূহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে (সব) আল্লাহরই। আর আল্লাহর দিকেই সব বিষয় ফিরিয়ে নেয়া হবে।

১১১। তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং অসৎ কাজ<sup>৪৭</sup> থেকে বারণ করে থাক এবং

দেখুন : ক. ৩৪১০৮; ৬৪১৬০; ৮৪৪৭; খ. ১০৪২৭, ২৮; ৩৯৪৬১; ৮০৪৩৯-৪৩; গ. ১০৪২৭; ঘ. ৩৪১৩০, ১৯০; ৪৪১৩২; ৫৭৪১১; ছ. ২৪১৪৮; চ. ৩৪১০৫, ১১৫; ৭৪১৫৮; ৯৪৭১; ৩১৪১৮।

৪৫৩। মহানবী (সা): বলেছেন, ‘তোমরা যদি খারাপ কিছু দেখ নিজ হাতে তা দূর কর, নিজ হাতে না পারলে নিজ জিহ্বা দ্বারা একে মন্দ বলে নিষেধ কর, তাও যদি না পার তাহলে মনে মনে একে ঘৃণা কর ও দোয়া কর এবং এক্ষণ করাটা বিশ্বাসের সর্ব নিম্নস্তর’ (মুসলিম)।

৪৫৪। এ আয়াত গ্রন্থধারীদের (আহল কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের) অনৈক্য ও ঝগড়া-বিবাদের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক উপদেশ দিচ্ছে, তারা যেন অনৈক্য ও বিবাদ-বিসম্বাদের বিপদ থেকে সর্বদা সতর্ক থাকে।

৪৫৫। কুরআন সাদা রংকে সুখ ও কালো রংকে দুঃখের প্রতীক রূপে বর্ণনা করেছে (৩৪১০৭, ১০৮, ৭৫৪২৩-২৫, ৮০৪৩৯-৪১)। যখন কোন ব্যক্তি প্রশংসনীয় কাজ করে এবং অন্যেরা তার প্রশংসনা করে তখন আরবেরা সে ব্যক্তি সম্বন্ধে বলে, ‘ইবহিয়ায়্যা ওয়াজ্হ-হু’ অর্থাৎ তার মুখ সাদা হয়েছে। সেরপে যখন কোন ব্যক্তি তিরক্ষারযোগ্য কাজ করে এবং সে তিরক্ষিত হয় তখন তার সম্বন্ধে বলা হয় ‘ইস্ওয়াদা ওয়াজ্হ-হু’ অর্থাৎ তার মুখ কালো হয়ে গেছে।

৪৫৬। বিল হক্ক শব্দব্যয়ের অর্থ সত্যসহ বা যথাযথ ভাবে। এর তাৎপর্য হলো: (ক) আল্লাহ তাআলার কথা ও নির্দশনাবলী সত্যে পরিপূর্ণ, (খ) তা অধিকারজনিত কারণে এসেছে অর্থাৎ যথাযথভাবে সেই সব নির্দশন পাওয়ার অধিকার তোমার ছিল, (গ) আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হবার এটাই সঠিক সময়। ৩৬৪ নং টীকা দেখুন।

৪৫৭। এ আয়াতে মুসলমানদেরকে সর্বশেষ উম্মত (জাতি) বলা হয়েছে। এ এক বিরাট দাবী। তবে এ দাবীর কারণও দেয়া হয়েছে: (১) মানব জাতির মঙ্গলের জন্য তাদের অভূদয় হয়েছে, (২) তাদের উপর এ কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়েছে যে তারা মঙ্গলের প্রসার ঘটাতে থাকবে এবং অমঙ্গল থেকে বারণ করবে, এবং (৩) এক আল্লাহতে বিশ্বাস করবে। মুসলমানের সম্মান ও মর্যাদা এ শর্তগুলোর সাথে জড়িত।

وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ شَرَّقُوا وَ  
اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ  
الْبَيْتُ، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهُكُمْ وَتَسُودُ دُوْجُوهُكُمْ  
فَإِمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ  
أَكَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانَكُمْ فَذُوقُوا  
الْعَذَابَ بِمَا كُثِّنْتُمْ تَكْفُرُونَ

وَإِمَّا الَّذِينَ أَبْيَضُتْ وُجُوهُهُمْ فَيَنْ  
رَحْمَةَ اللَّهِ، هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

تَلَكَ أَيُّهُ اللَّوْتَلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ  
وَمَا اللَّهُ بِرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِلَيْهِ  
اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ  
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

তোমরা আল্লাহতে ঈমান রেখে থাক। আর আহলে কিতাব যদি ঈমান আনতো তাহলে তা তাদের জন্য অতি উত্তম হতো। তাদের মাঝে মুমিনও রয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশই দুর্কর্মপরায়ণ।

১১২। সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে তারা তোমাদেরকে পিঠ দেখিয়ে পালাবে। এরপর তাদের মোটেও সাহায্য করা হবে না।

১১৩। যেখানেই তাদেরকে<sup>৪৫৮</sup> পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে লাঞ্ছন্য জর্জরিত করা হবে। তবে যারা আল্লাহর অঙ্গীকারের এবং মানুষের অঙ্গীকারের (আশ্রয়ে) রয়েছে তাদের কথা ভিন্ন। আর তারা আল্লাহর ক্রেতের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে। আর তাদের জন্য দুঃখদুর্দশা ও অবধারিত করা হয়েছে। এর কারণ হলো, এরা আল্লাহর আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করতো এবং অকারণে নবীদের কঠোর বিরোধিতা করতো। এটা তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের দরংন ঘটেছে।

\* ১১৪। তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবের মাঝে এমনও এক দল আছে যারা (নিজেদের অঙ্গীকারে) প্রতিষ্ঠিত<sup>৪৫৯</sup>। তারা রাতের বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং (তাঁর সমীপে) সিজদাও করে।

১১৫। তারা আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করে এবং পুণ্য কাজে পরম্পর প্রতিযোগিতা করে। আর এরাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

দেখুন : ক. ৫৯:১৩; খ. ২১:৬২, ৯১; ৫:৬১; ৭:১৬৮; গ. ২১:৬২, ৯২; ৩:১২; ঘ. ৪:১৬৩; ঙ. ৩:১০৫, ১১১; ৯:৭১; চ. ২১:৯১; ২৩:৬২; ৩:১৩৩।

৪৫৮। এ আয়াত ইহুদীদের ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী যে ভবিষ্যদ্বাণী বহন করে তা হলো, ইহুদীরা লাঞ্ছনা ও অবমাননার জীবন যাপনের জন্য বেঁচে থাকবে। তারা সর্বদা অন্যের গলগ্রহ ও অধীনস্থ থাকবে। আঁ হযরত (সা:) এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সুন্দীর্ঘ চৌদশ' বছরের ইতিহাস এ ভীতিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে। যুগে যুগে, দেশে দেশে, এমন কি বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতা ও সহিষ্ণুতার যুগেও ইহুদীদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। ইসরাইল নামক রাষ্ট্রটি ইহুদীদের সাময়িক আশ্রয় মাত্র।

৪৫৯। ‘উম্মাতুন কায়মাতুন’ এর আরো অর্থ হতে পারে : (১) সেইসব লোকের দল যারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে, (২) যারা শেষ রাতে উঠে প্রার্থনায় মনোনিবেশ করে। এ কথাগুলো কেবল মাত্র সেইসব ইহুদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে।

الْمُنَكِّرُ وَتُؤْمِنُونَ بِإِلَهٍ دُوَّارٍ لَّهُ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ، مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ<sup>(৩)</sup>

لَئِنْ يَصْرُوْكُمْ رَّآءِيْ آذَى مَوَانِيْ بِقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ أَدَبَّ بَارِشَمَّ لَكَيْنَصَرُوْنَ<sup>(৪)</sup>

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ أَيْنَ مَا نَقْفُوا  
إِلَّا يُحَبِّلُ مِنْ أَنْتِهِ وَحَبِّلَ مِنَ النَّاسِ وَ  
بَاءَ وَيَغْضَبُ مِنَ أَنْتِهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ  
الْمَسْكَنَةُ مَذْلَكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا  
يَكْفُرُونَ بِإِيمَانِ أَنْتِهِ وَيَقْتُلُونَ  
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حِقٍّ مَذْلَكَ بِمَا عَصَوْا  
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ<sup>(৫)</sup>

لَيْسُوا سَوْاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ أَمْ  
قَائِمَةٌ يَتَلَوَّنَ أَيْمَانَ اللَّهِ أَنَّهُمْ أَنْيَلُ  
هُمْ يَسْجُدُونَ<sup>(৬)</sup>

يُؤْمِنُونَ بِإِلَهٍ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَ  
يَا مُرْءُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَاونَ عَنِ  
الْمُنَكِّرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ  
أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ<sup>(৭)</sup>

১১৬। আর এরা যে সৎ কাজই করত্ব সেক্ষেত্রে এদের<sup>৪৩০</sup> সাথে মোটেও অকৃতজ্ঞতার আচরণ করা হবে না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত।

১১৭। যারা অস্বীকার করেছে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর বিরুদ্ধে নিশ্চয় তাদের কোন কাজে আসবে না। আর এরাই আগুনের অধিবাসী। সেখানে এরা দীর্ঘকাল থাকবে।

১১৮। এরা এ পার্থিব জীবনের জন্য যা ব্যয় করে এর দ্রষ্টান্ত সেই বায়ু প্রবাহের মত, যা প্রচন্ড ঠাণ্ডা। এটি এমন এক জাতির শস্যক্ষেত্রে ওপর দিয়ে বয়ে যায়, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। এরপর তা এ (ফসলকে) ধ্বংস<sup>৪৩১</sup> করে ফেলে। আর আল্লাহ এদের ওপর কোন যুলুম করেননি। বরং এরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে থাকে।

১১৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের লোকদের বাদ দিয়ে (অন্যদের) অস্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা (তোমাদের) ক্ষতি করতে<sup>৪৩২</sup> কোন ক্রটি করবে না। তারা চায় তোমরা যেন কষ্টে<sup>৪৩৩</sup> পড়। নিশ্চয় তাদের মুখ থেকে বিদ্যেষ প্রকাশিত হয়েছে এবং তাদের অস্তর যা গোপন করে তা এর চেয়েও মারাত্মক। তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটালে (বুঝতে পারতে) নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

১২০। শুন! তোমরা তাদের ভালবাস ঠিকই, অথচ তারা তোমাদের ভালবাসে না। আর তোমরা পুরো কিতাবে<sup>৪৩৪</sup> ঈমান রেখে থাক। আর তারা যখন তোমাদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করে তারা বলে, 'আমরা ঈমান রাখি। আর তারা

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَلَنْ يُكَفِّرُوهُ وَ  
اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْمُتَّقِينَ<sup>৪৩৫</sup>

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ  
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ  
شَيْئًا، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ  
فِيهَا خَلِدُونَ<sup>৪৩৬</sup>

مَثْلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ  
الَّذِيَا كَمَثْلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَّ  
أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا  
أَنْفُسَهُمْ فَآهَلَكَنَهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ  
اللَّهُ وَلِكِنَّ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ<sup>৪৩৭</sup>  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَنَحَّدُ وَابْطَأْ  
مِنْ دُونَكُمْ لَا يَا لُؤْنَكُمْ خَبَا لَا وَدُوْ  
مَا عَنِتُّمْ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ  
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ  
أَكْبَرُ، قَدْ بَيَّنَاهُمْ لَا يَلِتْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْقِلُونَ<sup>৪৩৮</sup>

هَانَتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ  
وَنُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، وَرَأَدَ الْقَوْكَمْ  
قَالُوا أَمَنَّا لَهُ وَرَأَدَ الْخَلْوَاعَصُّوا عَلَيْكُمْ

দেখুন ৪ ক. ২৮:৮৫; ৯৯:৮; খ. ৩১:১; ৫৮:১৮; গ. ১০:২৫; ৬৮:১৮, ২১; ঘ. ৩:২১; ৮:১৪০, ১৪৫; ঙ. ৯:৪৭; চ. ২:১৫, ৭৭; ৫:৬২।

৪৬০। ইসলাম কোন জাতীয় বা গোত্রীয় ধর্ম নয়। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে যে দেশেরই বাসিন্দা হোক, যে জাতির বা যে সম্প্রদায়ের কিংবা যে কোন বর্ণেরই হোক না কেন, সে যদি সৎকর্মশীল হয় তাহলে সে অন্য যে কোন সৎকর্মশীল মুসলমানের মত সমান সমান পুরুষকারে ভুক্তি হবে। কোন জাতির সদস্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ইসলামে নেই। একজন ইহুদী তথা পৃথিবীর অন্য যে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর একজন আরবী মুসলমানের সাথে সব বিষয়ে সমতার অধিকারী।

৪৬১। এ আয়াতের অস্তনিহিত তাৎপর্য এটাই যে অস্বীকারকারীদের সমুদয় ইসলাম বিরোধী প্রচেষ্টা তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে। ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য তারা যা করে ও যা ব্যয় করে তা তাদেরই ক্ষতি সাধন করবে।

৪৬২। 'খাবাল' অর্থ শরীরের, মনের, বিবেকের বা কর্মের বিকৃতি, ক্ষতি বা অবক্ষয়, ধ্বংস, মারাত্মক বিষ (আকরাব)।

৪৬৩। তারা পছন্দ করে তোমরা দৃঢ়খ ও বিপদে পড়, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও। তারা চায় তোমরা ধর্ম ও সৎ কাজের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাপের পথে চল।

৪৬৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়লে বুঝতে পারা যাবে, 'তোমরা পুরো কিভাবে ঈমান রেখে থাক' বাক্যটির পরে 'অথচ তারা পুরো কিতাবে ঈমান রাখে না' এরূপ একটি বাক্য উহু রয়েছে।

যখন পৃথক হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা (নিজেদের) আঙুলের ডগা কামড়াতে থাকে। তুমি বল, ‘তোমরা তোমাদের আক্রোশ<sup>৪৬৫</sup> নিয়ে মর। নিশ্চয় আল্লাহ মনের কথা খুব ভাল জানেন।’

১২১। ক্ষেত্রে তোমাদের কোন মঙ্গল হলে তা তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটলে এতে তারা আনন্দিত হয়। কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধরলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম ঘিরে আছেন<sup>৪৬৬</sup>।

১২২। আর (সেই সময়কে স্মরণ কর) যুদ্ধের জন্য মু'মিনদের যথাস্থানে<sup>৪৬৭</sup> মোতায়েন করতে তোমার পরিবারের কাছ থেকে ভোর বেলায় তুমি যখন বের হয়েছিলে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

১২৩। আর (সেই সময়কে স্মরণ কর) আল্লাহ (তোমাদের) উভয় (দলের) অভিভাবক হওয়া সত্ত্বেও তোমরা উভয় দল<sup>৪৬৮</sup> যখন ভীরূতা দেখাতে চাছিলে। আর আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

১২৪। খ'আর বদরে<sup>৪৬৯</sup> গ' তোমরা যখন নিতান্তই দুর্বল ছিলে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পার।

দেখুন : ক. ৯:৫০ ; খ. ৮:৮, ১১; ৯:২৫; গ. ২:২৫০।

৪৬৫। ‘তোমরা তোমাদের আক্রোশ নিয়ে মর’ বাক্যটি ঐসব ইহুদীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যারা ইসলামকে ধ্বংস করতে না পেরে শক্রতাবশত হিংসার আগুনে পুড়ে মরছে।

৪৬৬। তাদের (অর্থাৎ গ্রস্ত-ধারীদের) সকল ইসলাম-বিধ্বংসী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। অতএব তাদের জন্য মুসলমানদের ভয়ের কোন কারণ নেই। ইসলামের শক্রদের সকল ষড়যন্ত্রই আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত আছেন এবং তিনি তা সবই ব্যর্থ করে দিবেন।

৪৬৭। এখানে ‘ওহদের’ যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। মক্কার কুরায়শরা বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের প্লানি দূর করার জন্য ৩০০০ অভিজ্ঞ, দক্ষ ও সুসজ্জিত সৈন্যসহ মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। এটা হিজরী তৃতীয় সন্নেহ কথা। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) মাত্র ১০০০ লোক নিয়ে মদীনার বাইরে শক্রের মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হলেন। শুরুতে এদের মাঝে আবদুল্লাহ বিন উবাই নামক কুখ্যাত মুনাফিকও ৩০০ লোক সহ শামিল ছিল। উহুদের ময়দানে উভয় পক্ষের মোকাবেলা হয়েছিল।

৪৬৮। এ দু'টি দলের একটি ছিল বনু সালিমা গোত্র এবং অপরটি বনু হারিসা গোত্র। তারা ছিল যথাক্রমে খায়রাজ ও আউস বংশীয় (বুখারী, কিতাবুল মাগাজি)। আয়াতটিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে তারা প্রকৃতপক্ষে ভয়ে পলায়ন করেন। তবে উক্ত আবদুল্লাহর তিন শত লোক সরে পড়ায় মুসলমানদের ক্ষুদ্র সেনাদল আরো কমে গেল। এতে যুদ্ধে যোগদানে ইতস্তত করলেও তারা (অর্থাৎ উক্ত দু'টি দল) যোগদান থেকে বিরত থাকেনি।

৪৬৯। মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার পথে একটি স্থানের নাম ‘বদর’। বদর নামক এক ব্যক্তির এখানে একটি ঝোঁটা ছিল। সে কারণেই এর নাম বদর হয়েছিল। এ স্থানটির সন্নিকটে যুদ্ধ হয়েছিল বলে একে বদরের যুদ্ধ বলা হয়। এ আয়াতে সে যুদ্ধেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

إِلَّا تَأْمَلَ مِنَ الْغَيْبِ ، قُلْ مُؤْتَهَا  
بِغَيْظِكُمْ مَرَاثَ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِذَاتِ  
الصُّدُورِ  
<sup>(১)</sup>

إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةً تَسُؤْ هُمْ رَوَانٍ  
تُصِبُّكُمْ سَيِّئَةً يَقْرَحُوا هُمْ وَإِنْ  
تَضِرُّوْا وَتَتَقْوُا لَا يَضْرُّكُمْ  
كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ  
<sup>(২)</sup>  
مُجِيبٌ  
<sup>(৩)</sup>

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَّئُ  
الْمُؤْمِنِينَ مَقَاءً عَذَابِ الْيَقْتَالِ وَإِنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ عَلَيْمٌ  
<sup>(৪)</sup>

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتِينِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا  
وَإِنَّ اللَّهَ وَرِيلِهِمْ مَا مَأْتَى وَعَلَى اللَّهِ  
فَلَيَتَوَكَّلَ الْمُؤْمِنُونَ  
<sup>(৫)</sup>

وَلَكَذَنْ نَصَارَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَآتَنْتُمْ  
أَذْلَلَةً فَاقْتُلُوا اللَّهُ كَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ  
<sup>(৬)</sup>

১২৫। (শ্বরণ কর) তুমি যখন মু'মিনদের বলছিলে, 'অবতরণকৃত তিন হাজার<sup>৪১০</sup> ফিরিশ্তা দিয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক যে তোমাদের সাহায্য করবেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?'

১২৬। কেন (যথেষ্ট) হবে না!<sup>৪১১</sup> তোমরা ধৈর্য ধরলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে তোমাদের ওপর তাদের তাৎক্ষণিক আক্রমণের বেলায় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক পাঁচ হাজার<sup>৪১২</sup> তীব্র আক্রমণকারী<sup>৪১৩</sup> ফিরিশ্তা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।

১২৭। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদরপে এ (প্রতিশ্রুতি দান) করেছেন এবং এর মাধ্যমে যেন তোমাদের হৃদয় প্রশান্তি<sup>৪১৪</sup> লাভ করে। আর প্রকৃত সাহায্য একমাত্র মহা পরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে,

দেখুন ৪ ক. ৮৪১০; খ. ৮৪১১।

৪৭০। ভূলবশত মনে করা হয়, এ আয়াতে বদরের কথা বলা হয়েছে। আসলে তা নয়। পূর্ববর্তী আয়াতে বদরের যুদ্ধের কথা এই সাধারণ অর্থে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা তাঁর ধৈর্যশীল মুসলমান বান্দাদেরকে নিশ্চয় বিপদের সময় সাহায্য করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ৪৪১০ আয়াত অনুযায়ী বদরের যুদ্ধের সময় প্রেরিত ফিরিশ্তার সংখ্যা ছিল এক হাজার। কেননা শক্তর যোদ্ধার সংখ্যা ছিল এক হাজার। কিন্তু উভদের যুদ্ধে শক্রসংখ্যা ছিল তিন হাজার। অতএব এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য তিন হাজার ফিরিশ্তার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো। এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করার কথা ৩৪১৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে।

৪৭১। 'বালা' (কেন যথেষ্ট হবে না!) কথাটি পূর্বোক্ত আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতকে সংযুক্ত করেছে। পূর্বোক্ত আয়াতের প্রশ্ন 'এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?'—এর উত্তর 'কেন (যথেষ্ট) হবে না!' বলা হয়েছে। অতএব এর অর্থ, হাঁ, বরং এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তবে শক্ররা যদি এ মুহূর্তেই পুনরাক্রমণ করে তা হলে ৫,০০০ ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে।

৪৭২। এ কথার তাৎপর্য হলো, শক্ররা যদি তোমাদেরকে প্রস্তুতি নেবার সময় না দেয় এবং এখনই পুনরায় আক্রমণ চালায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাহায্যে পাঁচ হাজার ফিরিশ্তা পাঠাবেন। পূর্ববর্তী আয়াতের ৩,০০০ ফিরিশ্তার স্থলে এখনে ৫,০০০ ফিরিশ্তার সাহায্য দানের কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে মুসলমানরা এ মুহূর্তে অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত-দুর্বল এবং যোদ্ধাদের স্বল্প-সংখ্যা আরও স্বল্প হয়ে পড়েছে। তাই তাদের জন্য আরো অধিক সাহায্য প্রয়োজন। যুদ্ধ বন্ধ করে কুরায়শরা মক্কার দিকে রওনা হলো। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই তারা মুসলমানদের ওপর পুনরাক্রমণের উদ্দেশ্যে ফিরার অভিসন্ধি করলো। রসূলে পাক (সাঃ) এটা জানতে পেরে যুদ্ধের পরদিনই আবার হুকুম দিলেন, এখনই রণক্ষেত্রের দিকে শক্র মোকাবেলার জন্য ফিরে যেতে হবে। সাথে সাথে সদা-প্রস্তুত মুসলমানরা রওনা হয়ে গেল। তারা 'হাম্রাউল আসাদ' নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হলো। এটা মদীনা থেকে আট মাইল দূরে। মক্কাবাসীরা মহানবী (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের এ দ্রুত-গমন ও তড়িৎ প্রস্তুতিতে স্তুতি ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। তারা যুদ্ধের দিকে অগ্রসর না হয়ে তাড়াতাড়ি মক্কার দিকে প্রস্থান করলো। শক্রদের ভীতি-বিহ্বলতা ও প্রস্থান প্রকৃতপক্ষে ফিরিশ্তাদেরই সৃষ্টি অবস্থার পরিণতি ছিল। নতুনা অন্য কোনো কারণ ছিল না, যা মুসলমানদের মোকাবিলা থেকে তাদেরকে ফিরাতে বা বিরত করতে পারতো। কেননা মাত্র একদিন আগের যুদ্ধে তারা মুসলমানদের ভয়ানক ক্ষতি সাধন করেছে। তাদের বহু লোককে হত্যা করেছে, বহু লোককে আহত করেছে এবং বাকী মুসলমান যোদ্ধারা এখনো তাদের ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর করতে পারেন।

৪৭৩। 'মুসাওয়েমান' 'সাউওয়ামা' থেকে উৎপন্ন। 'সাউওয়ামা আলায়হিম' অর্থ সে তাদেরকে হঠাৎ ও তীব্রভাবে আক্রমণ করে ভীষণ ক্ষতি সাধন করলো (আকরাব)।

৪৭৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

رَأْدٌ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّا نَيْكِفِيْكُمْ  
آن يُمَدَّ كُمْ رَبُّكُمْ بِشَلَّةَ أَلَّافِ مِنْ  
الْمَلِئَةِ مُنْزَلِيْنَ<sup>(১)</sup>

سَلَّى إِنْ تَصِيرُوا وَتَتَقَوَّى إِنْ تُؤْكِمْ  
مِنْ قَوْهَمْ هَذَا يُمَدَّ كُمْ رَبُّكُمْ  
إِنْ خَمْسَةَ أَلَّافِ مِنْ الْمَلِئَةِ  
مُسَوِّمِيْنَ<sup>(২)</sup>

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ  
لِتَنْظَمَنَ فَلُؤْبُكُمْ بِهِ مَمَّا النَّصْرُ  
إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ<sup>(৩)</sup>

১২৮। যেন তিনি অস্বীকারকারীদের একাংশকে নির্মূল করে দেন অথবা তাদের লাঞ্ছিত<sup>৪৭৫</sup> করেন যাতে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

১২৯। এ ব্যাপারে তোমার কিছুই করার নেই। হয় তিনি তাদের তওবা গ্রহণ করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন নয়তো তিনি তাদের আযাব দিবেন। কেননা তারা অবশ্যই যালেম<sup>৪৭৬</sup>।

১৩০। \*আর যা আকাশসমূহে আছে এবং যা পৃথিবীতে আছে (সব) আল্লাহরই। তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান আযাব দেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৩  
[৯]  
৮

\* ১৩১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা \*সুন্দ খেয়ো না<sup>৪৭৭</sup>, যা চক্ৰবৃন্দিহারে বাড়তে থাকে। আর আল্লাহর তক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফল হতে পার।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ  
يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا حَامِلِيًّا

لَيْسَ لَكَ مِنْ أَلاَمٍ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ  
عَلَيْهِمَا وَيُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلَمُونَ

وَإِلَهُكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ  
اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا  
الرِّبَآءَ أَصْحَافًا مُضَعَّفَةً وَاتَّقُوا  
اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

দেখুন : ক. ৩৪১১০, ১৯০; ৪৪১৩২; খ. ২৪২৭৬; ৩০৪৪০।

৪৭৪। ফিরিশ্তারা মুসলমান বাহিনীকে দুঃভাবে সাহায্য করেছিল- একদিকে তারা মুসলমানদেরকে উচ্চ মনোবল যুগিয়ে তাদের বিক্রম বৃদ্ধি করেছিল এবং অপরদিকে কাফিরদের মনে ভীতি-বিহুলতা সৃষ্টি করেছিল। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে মাত্র একজন ফিরিশ্তার সাহায্যই মুসলমানদের জন্য উভদের ময়দানে যথেষ্ট হতো, তথাপি তিনি পাঁচ হাজার ফিরিশ্তা পাঠাবার আশ্বাস দিলেন। এতে এ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে প্রকৃতির অনেক অদৃশ্য শক্তি মুসলমানদের পক্ষে কাজ করেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কয়েকজন মুসলমান এবং কয়েকজন কাফিরও স্বচক্ষে ফিরিশ্তাকে সত্য সত্যই দেখেছিল বলে বদর যুদ্ধের বর্ণনাতে লিপিবদ্ধ আছে (জরীর ৪ৰ্থ, ৪৭ পৃঃ)। ৮৪১০ দেখুন।

৪৭৫। মহানবী (সাঃ) যখন জানতে পারলেন, মক্কাবাসীরা তখনই মদীনার উপর আবার আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে তিনি ও তখন অভিযানে রওনা হয়ে গেলেন। মক্কাবাসীরা আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে অপমানিত ও ঘৃণিতভাবে পলায়ন করলো।

৪৭৬। ভুলবশত অনেকেই মনে করেন, এ আয়াতে মক্কাবাসীদের ধৰ্মসের জন্য বদ্দোয়া করার কারণে নবী করীম (সাঃ)কে আল্লাহ তাআলা ভর্তসনা করেছেন। এ আয়াতে একপ বদ্দোয়ার কোন উল্লেখ নেই। এমনকি একপ বদ্দোয়া করার কোন কারণও ঘটেনি। সত্য হলো, আল্লাহ তাআলার বিনা অনুমতিতে কোন নবীই জাতির ধৰ্মসের জন্য বদ্দোয়া করেন না। এ আয়াতটি তাদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যারা বলেছিল অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতের তোয়াক্তা না করে উভদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় মুসলমানরা সেখানে মার খেল। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার অপরিসীম প্রজ্ঞানুসারেই মুসলমানেরা ওহুদে ক্ষতি স্থীকার করেছে। এর সাথে মহানবী (সাঃ) এর কোন সম্পর্ক নেই। এ ক্ষতির মাঝেও অনেক ভাল ফল ফলেছে। বহু অবিশ্বাসী এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে একজন হলেন প্রসিদ্ধ জেনারেল খালিদ। তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, এত মহা সংকটেও কীভাবে আল্লাহ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)কে সাহায্য করেছেন এবং যুদ্ধের এক পর্যায়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সম্পূর্ণ একা ও অরক্ষিত অবস্থায় ছিলেন তখনে অলৌকিকভাবে তিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

৪৭৭। ‘আয় আফান মুয়া আফাতান’ (চক্ৰবৃন্দি হারে বাড়তে থাকা) কথাগুলো সুদের গুণবাচক বিশেষণরূপে এখানে ব্যবহৃত হয়নি এবং ‘রিবা’ শব্দের অর্থের সঙ্কোচন ঘটাবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়নি। এ শব্দগুলো বিশেষ ধরনের ‘রিবা’ অর্থে নয়, বরং সাধারণত ‘রিবা’ (সুদের) যে প্রকৃতি তারই বর্ণনারপে ব্যবহৃত হয়েছে। সুদের প্রকৃতিই হলো, তা ক্রমাগত বেড়ে যায়। খন্তিন জাতি যদিও সুদকে বৈধ করে নিয়েছে তথাপি জেনে রাখা দরকার, মূসা (আঃ) সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক-২২৪২৫; লেবীয়-২৫৪৩৬-৩৭, দ্বিতীয় ২৩৪১৯-২০)। এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে অল্প সুদ বৈধ, কেবল চড়া সুদ বা চক্ৰবৃন্দি সুদ অবৈধ। সর্বপ্রকার সুদই অবৈধ, তা অল্পই

১৩২। আর তোমরা সেই <sup>ক</sup>আগুনকে<sup>৪৭৮</sup> ভয় কর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৩৩। আর <sup>ك</sup>তোমরা আল্লাহ্ এবং এ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

১৩৪। আর তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং সেই জান্মাতের দিকে <sup>ك</sup>ধাবিত হও, যার বিস্তৃতি<sup>৪৭৯</sup> আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সমান। এ (জান্মাত) প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের<sup>৪৮০-ক</sup> জন্য,

১৩৫। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল (অবস্থায় আল্লাহ্ পথে) খরচ করে, যারা ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে<sup>৪৮০</sup> মার্জনা করে। আর আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের<sup>৪৮১</sup> ভালবাসেন।

দেখুন ৪ ক. ২৪২৫; ৬৬৪৭ ;খ. ৩৩৩৩; গ. ৫৭৪২২।

হোক আর বেশিই হোক। ‘আয়’আফানু মুয়া ‘আফাতান’ (বহু বৃদ্ধি-সম্বলিত) সুদই মহানবী (সা:) এর সময় প্রচলিত ছিল। আর সুদের এ হীন-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেই এ শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায় সুদ মাত্রেই হারাম (২৪২৭৬-২৮১)। যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে সুদ-নিষিদ্ধকরণের আদেশ জারি করা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। ২৪২৮০ আয়াতেও যুদ্ধের বিষয় বর্ণনাকালে সুদের নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ এসেছে। এতে বুঝা যায়, সুদ ও যুদ্ধের মধ্যে একটি গভীর যোগ-সূত্র রয়েছে। বর্তমানকালের যুদ্ধসমূহের মাধ্যমে এ যোগ-সূত্র ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। সত্য বলতে কি যদু বাধাতে এবং তা দীর্ঘায়িত করতে সুদ বিশেষভাবে ইহন্দ যোগায়।

৪৭৮। ২৪২৭৬ আয়াতেও সুদ-নিষেধের আদেশ দানের পরে পরেই ‘আগুন’ সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়েছে। স্বভাবতই এখানে আগুন বলতে প্রাথমিকভাবে যুদ্ধের আগুনকে বুঝানো হয়েছে। কাফিরদের বলতে যদিও সাধারণভাবে কাফিরদেরকেই বুঝায়, তবুও এখানে সুদের নিষেধাজ্ঞাকে যারা অমান্য করে তাদেরকেও বুঝাতে পারে।

৪৭৯। ‘আরয়’ অর্থ : (১) মূল্য, যা অর্থ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পরিশোধ করা হয়, (২) প্রস্তু, (৩) ব্যাপ্তি (আকরাব)।

৪৭৯-ক। যারা বর্তমান যুগের পারিপার্শ্বিকতা দেখিয়ে এ সিদ্ধান্তে বদ্ধমূল হয়ে গেছেন, এখনকার সময়ে সুদ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে পারে না তাদের একেবারে মনোভঙ্গির জবাব হলো এ আয়ত। এতে বলা হয়েছে, একমাত্র ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবে অনুসরণ করে মুসলমানেরা সর্বতোভাবে লাভবান হতে পারে। এ আয়ত মুসলমানদেরকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে, ইসলামের আদেশ-নিষেধগুলো নিজ নিজ জীবনে অনুসরণ করার জন্য, এ কথাও বলে দিচ্ছে যে বেহেশ্ত ইহজগৎ ও পরজগৎ, আকাশসমূহ ও পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত রয়েছে। অর্থাৎ সত্যিকার বিশ্বাসীরা ইহকালেও বেহেশ্তে থাকবে, পরকালে তো বটেই। বেহেশ্ত-দোষখের প্রকৃত স্বরূপ কী, তা বুঝবার জন্য রসূলে আকরম (সা:) এর একটি হাদীস বিশেষভাবে সাহায্য করে। হ্যাঁর আকরম (সা:) কে প্রশ্ন করা হলো আকাশসমূহ ও পৃথিবী জুড়ে যদি বেহেশ্ত থাকে তাহলে দোষখ কোথায় থাকবে? মহানবী (সা:) উত্তরে বললেন, দিন এলে রাত্রি কোথায় যায়? (কাসীর)। তিনি আরো বলেছেন, বেহেশ্তের সামান্যতম পুরুষারও এত বিরাট হবে যে তা আকাশসমূহের ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সকল স্থানকে ছেয়ে ফেলবে। এতে বুঝা যায় বেহেশ্ত একটা আধ্যাত্মিক অবস্থার নাম, কোন বন্ধ-জাগতিক স্থান নয়।

৪৮০। ‘আফ্টন’ এক ধরনের ক্ষমা। এক ব্যক্তি অন্যের দ্বারা তিরস্ত, আহত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন সে অপরাধীর অপরাধকে মন থেকে মুছে ফেলে কিংবা স্বেচ্ছায় ভুলে যায় তখন বলা যেতে পারে, নিগৃহীত ব্যক্তি ‘আফ্টন’ অবলম্বন করেছে। যখন শব্দটি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আরোপ করা হয় তখন এর তাৎপর্য দাঁড়ায়, পাপীর পাপকে এমনভাবে মার্জনা করা যে পাপের লেশমাত্র আর অবশিষ্ট থাকে না।

৪৮১। এ আয়াতে ‘আফ্টন’ এর তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথম অবস্থা হলো : যে বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি অপরাধ করা হলো তিনি নিজের রাগকে সংযত করলেন। দ্বিতীয় অবস্থা, তিনি অপরাধীকে নিজ হতেই ক্ষমা করে দিলেন। তৃতীয় অবস্থা হলো, তিনি তাকে কেবল ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হলেন না, বরং অপরাধীর প্রতি দয়া দেখালেন এবং তার কিছু উপকারণও সাধন করলেন। এ তিনটি স্তরের ‘আফ্টন’ এর দৃষ্টিতে আমরা মহানবী (সা:) এর নাতি হ্যাঁরত আলী (রাঃ) এর পুত্র হ্যাঁরত ইমাম হাসান (রাঃ) এর জীবনের একটি ঘটনায় দেখতে

টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَاتَّقُوا اللَّهَ الرَّحْمَنَ الَّتِي أَعْذَّتِ لِلْكُفَّارِ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

وَسَارُ عَوَالَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَ أَلاَزِمُهُ أَعْدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ

الَّذِينَ يُنِيبُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَظِيمَينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

১৩৬। আর যারা ক'কোন অশ্লীল কাজ করে বসলে অথবা নিজেদের ওপর যুলুম করে ফেললে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষমা করার আর কে আছে- এবং তারা যা করে<sup>৪৮২</sup> ফেলেছে তারা জেনেগুনে তাতে লিপ্ত থাকে না।

১৩৭। <sup>গ</sup> এদেরই পুরকার হলো এদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমনসব জান্নাত<sup>৪৮৩</sup>, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে এরা চিরকাল থাকবে। আর (সৎ) কর্মশীলদের (এ) পুরকার কত উত্তম!

১৩৮। নিশ্চয় <sup>ষ</sup> তোমাদের পূর্বে বহু বিধান<sup>৪৮৪</sup> গত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা <sup>ঝ</sup> পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

\* ১৩৯। এ (কুরআন) হলো<sup>৪৮৫</sup> মানব জাতির জন্য <sup>চ</sup> এক সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং মুত্তাকীদের জন্য এক <sup>ছ</sup> পথনির্দেশ ও <sup>জ</sup> উপদেশ।

১৪০। <sup>ঝ</sup> তোমরা দুর্বলতা দেখিও না এবং দুষ্পিত্তা করো না। আর তোমরা যদি<sup>৪৮৬</sup> মু'মিন<sup>৪৮৭</sup> হয়ে থাক তাহলে তোমরাই প্রাধান্য লাভ করবে।

দেখুন ৪ ক. ২৪১৭০; খ. ১৪৪১১; ৩৯৪৫৪; ৬১৪১৩; গ. ৩৪৮৮; ঘ. ৭৩৩৯; ১৩৪৩১; ৪১৪২৬; ৮৬৪১৯; ঙ. ৬৪১২; ১২৪১১০; ২৭৪৭০; চ. ৫৪১৬; ৩৬৪৭০; ছ. ২৪৩, ১৮৬; ৩১৪৪; জ. ২৪৪৩৫; ঝ. ৪৪১০৫; ৪৭৪৩৬।

পাই। তাঁর এক গোলাম অপরাধ করলে তিনি খুবই রাগাভিত হলেন এবং তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। গোলাম এ আয়াতাংশ আবৃত্তি করলো, ‘যারা ক্রেত্ব দমন করে’। এটা শোনামাত্র হাসান (রাঃ) থেমে দেলেন। গোলাম তখন আবৃত্তি করলো, ‘মার্জনা করে’। সাথে সাথে হাসান (রাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর গোলাম আয়াতের শেষাংশটি পাঠ করলেন, ‘আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভাল বাসেন’। আল্লাহর এ কথা শোনামাত্র তিনি গোলামটিকে মুক্ত করে দিলেন (বয়ান, ১ম, ৩৬৬)।

৪৮২। যখন কোন সৎ ব্যক্তি নীতি-বিগৃহিত কোন মন্দ কাজ করে ফেলে সে তখন সে কাজকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করতে চায় না, বরং নিজের দোষ স্বীকার করে আত্ম-সংশোধনের চেষ্টা করে।

৪৮৩। কোন ব্যক্তি পাপ করার পর যখন আল্লাহর দিকে সত্যসত্যই প্রত্যাবর্তন করে এবং অপকর্মের জন্য অনুশোচনা করে তখন আল্লাহ তাআলা যে কেবল তাকে ক্ষমাই করেন তা নয়, বরং তাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করেন এবং বেহেশতের প্রতিশ্রুতি ও দান করেন।

৪৮৪। ‘সুনান’ শব্দটি, ‘সুন্নাহ’ এর বহুবচন। এর অর্থ : (১) আচরণ-বিধি, (২) কোন জাতির দ্বারা প্রচলিত ও অনুসৃত নিয়ম-নীতি ও আচার-আচরণ, (৩) চরিত্র, ব্যবহার, প্রকৃতি ও মেয়াজ, (৫) ধর্মীয় আইন-কানুন বা শরীয়ত (তাজ)।

৪৮৫। ‘হা-যা’ সর্বনামটি কুরআনকে বুবিয়েছে, অথবা পূর্ববর্তী আয়াতকে অথবা অনুতাপের বিষয়-বস্তু যা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আলোচিত হয়েছে সেটিকেও বুঝাতে পারে।

৪৮৬। ‘ইন’ অর্থ যদি, নয়, নিশ্চয়, কারণে, যখন ইত্যাদি (লেইন)।

৪৮৭। একজন ব্যক্তি কিংবা একটি জাতি কোন নীতি পালন করলে শক্তিশালী হতে পারে ও শক্তিশালী থাকতে পারে, এ আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। কর্তব্যে অবহেলা করো না অর্থাৎ পূর্ণাদ্যমে কাজ কর, এটাই হচ্ছে প্রথম নীতি। মর্মাহত ও হতোদ্যম হয়ো না, এটা হলো দ্বিতীয় নীতি। প্রথম নীতিটি ভবিষ্যতের বিপদাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাবার প্রেরণা যোগায় এবং দ্বিতীয় নীতিটি

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا مَا فَحَشَّا أَوْ ظَلَمُوا  
آتَفْسَهُمْ ذَكْرًا اللَّهُ فَإِنَّهُمْ لَا يَشْفَعُونَ  
لِذِنْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ نُوبَةً  
إِلَّا اللَّهُ شَوَّدَ لَمْ يُصْرِّئُ أَعْلَى مَا فَعَلُوا  
وَهُمْ يَعْلَمُونَ

أُولَئِكَ جَزَّاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رِبِّهِمْ  
وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ  
خَلِيلُهُنَّ فِيهَا وَنِعْمَةً أَجْرُ الْعَمِلِيْنَ  
قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَّتٌ فَسِيرُوا  
فِي الْأَرْضِ فَإِنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْمُكَبِّرِيْنَ

هَذَا بَيَّنَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمُؤْعِظَةٌ  
لِلْمُتَّقِيْنَ

وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَآتُنْتُمْ  
أَلَّا غَلَوْنَ إِنْ كُثُّمْ مُؤْمِنِيْنَ

১৪১। <sup>ক.</sup>তোমরা কোন আঘাত পেয়ে থাকলে তদ্বপ্র আঘাত<sup>৪৮৮</sup> (প্রতিপক্ষের) লোকেরাও পেয়েছে। আর মানুষের মাঝে (জয় পরাজয়ের) এসব দিন<sup>৪৮৯</sup>-ক আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনে থাকি যাতে আল্লাহ (এর মাধ্যমে) তাদের যাচাই<sup>৪৯০</sup> করেন যারা সৈমান এনেছে এবং যাতে তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে শহীদরূপে<sup>৪৯১</sup> গ্রহণ করেন- আর আল্লাহ যালেমদের পছন্দ করেন না-

১৪২। এবং যাতে আল্লাহ মুমিনদের পবিত্র করেন আর কাফিরদের নিপাত<sup>৪৯২</sup> করেন।

১৪৩। <sup>খ.</sup>তোমরা কি মনে কর তোমরা জানাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের মাঝে যারা জেহাদ করেছে তাদেরকে এখনো আল্লাহ পরাখ করে দেখেননি? আর (তাঁর এ রীতির কারণ হলো) তিনি যেন ধৈর্যশীলদেরও<sup>৪৯৩</sup> যাচাই করে দেখেন।

দেখুন : ক. ৪১০৫ ; খ. ২৪২১৫; ৯১৬।

অতীতের ভুল-ভাস্তি ও দুর্ভোগের দিকে তাকিয়ে হাঁ-হতাশ করতে নিষেধ করে। জাতির পতন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কারণেই ঘটে যে তারা দায়িত্ব-সচেতন থাকে না এবং কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনে অবহেলা করে এবং অতীতের দুর্ভাবনাকে লালন করে নৈরাশ্য ও কর্ম-বিমুখতার শিকারে পরিণত হয়। এ উভয়বিধি বিপদ সম্বন্ধে সাবধান থাকার জন্য আয়াতিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

৪৮৮। এ সূরার ১৬৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানেরা যে ক্ষতি স্বীকার করেছে এর দিগ্ন ক্ষতি সাধিত হয়েছে অবিশ্বাসীদের। এ কথা বদরের যুদ্ধের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। সে যুদ্ধে মক্কার যোদ্ধাদের ৭০ জন প্রাণ হারায় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। অপরপক্ষে উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শাহাদৎ বরণ করেন, কিন্তু একজনও বন্দী হননি। অতএব মুসলমানরা উহুদের যুদ্ধে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এর দিগ্ন ক্ষতি বদরের যুদ্ধে অবিশ্বাসীরা বরণ করেছে। উভয় পক্ষের ক্ষতি সম পর্যায়ের বলে ধরা হয়েছে। শেষেও অর্থ মানলে ১৬৬নং আয়াতটি ক্ষয়-ক্ষতির সংখ্যাগত এবং আলোচ্য আয়াতটি গুণগত মূল্যায়ন বলা যেতে পারে।

৪৮৮-ক। সৌভাগ্যের দিনগুলো অথবা দুর্ভাগ্যের দিনগুলো।

৪৮৯। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ হওয়ায় তাঁর জানে কোন কিছু যোগ করার প্রয়োজন পড়েনা। এখানে দু’টি বস্তুর মধ্যে একের সাথে অন্যের পার্থক্য নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। ‘ইল্ম’ (জ্ঞান) দুই প্রকারের। এক প্রকারের জ্ঞান হলো, অতিভুতে আসার পূর্বেই কোন বস্তুকে জানা। আর অন্য প্রকারের জ্ঞান হলো, অস্তিত্বে আসার পর সেই বস্তুকে জানা। এখানে শেষেও প্রকারের জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে।

৪৯০। বিশ্বাসীগণ নিজেদের অসীম ধৈর্য ও বিপদকালীন মহত্তী কুরবানীর দ্রষ্টান্ত দ্বারা ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেন।

৪৯১। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ যে দুঃখ-দুর্দশা বরণ করেন তা তাঁদের গফিলতির প্রায়চিত্তব্রহ্মল ছিল। এছাড়া কিছু সংখ্যক অবিশ্বাসীর মনে এ যুদ্ধ এ ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে ইসলাম আল্লাহরই মনোনীত ধর্ম। তাই যেসব মক্কাবাসী এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা সকলেই যুদ্ধের অল্পদিন পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম তাদের হন্দয়কে এতই আকৃষ্ট করেছিল যে তাদের হন্দয়ের পূর্বেকার (কুফরী) বিশ্বাস নির্মল হয়ে গিয়েছিল।

৪৯২। বিপদাপদ ও কষ্ট-সংকটের পরীক্ষার মাধ্যমেই মানুষের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। এগুলো জীবনে না থাকলে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও হন্দয়ের পবিত্রতা অর্জন সম্ভব হতো না।

إِنَّ يَمْسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ  
قَرْحٌ مِّثْلُهُ، وَتِلْكَ لَا يَأْمُدُ أَوْلَاهُ  
بَيْنَ النَّاسِ، وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ  
أَمْنُوا وَيَتَّخِذُ مِثْكُمْ شَهْدَاءَ، وَاللَّهُ لَا  
يُحِبُّ الظَّلِيمِينَ<sup>(৪৯)</sup>

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَيَمْحَقَ  
الْكُفَّارِينَ<sup>(৪১)</sup>

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَمْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا  
يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ  
يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ<sup>(৪২)</sup>

- \* ১৪৪। আর মৃত্যুর<sup>১৯৩</sup> মুখোমুখী হবার পূর্বেও তোমরা এর  
আকাঙ্ক্ষা করে এসেছ। অবশেষে (এখন যখন) তোমরা তা  
[১৪] <sup>৫</sup> দেখতে পেলে (তখন তোমরা ফ্যাল ফ্যাল করে) তাকিয়ে  
রইলে।

১৪৫। আর <sup>ك</sup>মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়।  
নিশ্চয় তার পূর্বের সব রসূল গত হয়ে গেছে। অতএব সেও  
যদি মারা যায় বা নিহত হয় তোমরা কি তবে তোমাদের পূর্বের  
অবস্থায় ফিরে যাবে? <sup>ك</sup>আর যে ব্যক্তি তার পূর্বের অবস্থায়  
ফিরে যায় সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে  
না<sup>১৯৪</sup>। আর আল্লাহ কৃতজ্ঞদের অবশ্যই প্রতিদান দিবেন।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ أَمْوَالَ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تَلْقَوْهُ - فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَآتَيْتُمْ  
شَنَسْرُونَ<sup>١٩٥</sup>

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ  
قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ أَفَأَئِنَّ مَّا كَثَرَ أَوْ قُتِلَ  
إِنْ قَلَّ بَعْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقِلِبْ  
عَلَىٰ عَقْبَيِهِ فَلَنْ يَضْرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَ  
سَيَّجِزِي اللَّهُ الشَّكِيرَيْنَ<sup>(১)</sup>

দেখুন : ক. ৫৪৭৬; খ. ২১১৪৪, ২১৮; ৫৪৫৫; ৪৭৩৯।

৪৯৩। ‘মৃত্যু’ এখানে যুদ্ধকে বুঝাচ্ছে। কেননা যুদ্ধের পরিণতিতে অনেক মৃত্যু ঘটে থাকে। আর মুসলমানদের জন্য তো যুদ্ধ ও মৃত্যু  
প্রায় সমার্থক ছিল। কারণ শক্রের শক্তি-সামর্থ্যের তুলনায় তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অল্প, অস্ত্র-শস্ত্র ছিল স্বল্প ও সীমিত, আর যোদ্ধারা  
ছিল বালক, বৃদ্ধ ও যুবকের এক অসম সমাবেশ। এসব দুর্বলতা নিয়ে শক্তিশালী, সংখ্যাধিক, যানু অবিশ্বাসী শক্র-যোদ্ধার মোকাবিলা  
করা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরার শামিল ছিল। উহুদের যুদ্ধের সময় মহানবী (সাঃ) মদীনায় থেকে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত কর্তৃপক্ষের কিন্তু কিছু  
সংখ্যক সাহাবী, বিশেষ করে সেইসব সাহাবী যাঁরা বদরের যুদ্ধে যেতে পারেননি, তাঁর বললেন, ‘অমর একটি একটি দিনেরই অপেক্ষায়  
ছিলাম। আমরা বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে চাই, নতুনা তারা মনে করবে আমরা মৃত্যু ভয়ে ভীত’ (যুরুচুনি, ২২)। মুসলমানদের এ ইচ্ছা-  
প্রকাশকে এ আয়াতে, ‘মৃত্যুর মুখোমুখী হবার পূর্বেও তোমরা এর আকাঙ্ক্ষা করে এসেছ’ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৪৯৪। উহুদের যুদ্ধের সময় একটি কথা রাটে গিয়েছিল যে রসূলে পাক (সাঃ) মারা গেছেন। এ আয়াতে সেই কথার উল্লেখ করে বলা  
হয়েছে, যদিও সে রটনাটি মিথ্যা ছিল, কিন্তু যদি তা সত্য খবরও হতো তথাপি এতে প্রকৃত বিশ্বাসীদের ঈমানে কোন তারতম্য ঘটার  
কারণ ছিল না। কেননা মুহাম্মদ (সাঃ) তো একজন নবীই। পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীগণ সকলে মারা গেছেন, তেমনি তিনিও মরে হবেন,  
এটাই স্বাভাবিক। তবে ইসলামের আল্লাহ চিরজীব, মৃত্যুর উর্ধ্বে। সত্য ঘটনা হিসেবে এটা বর্ণিত রয়েছে যে যখন মহানবী (সাঃ) এর  
ওফাত (মৃত্যু) হলো তখন হ্যরত উমর (রাঃ) কোষ-নিষ্কাশিত তরবারী হাতে মদীনার মসজিদে দাঁড়িয়ে শোকাহত সবাইকে বলতেন, যে  
বলবে আল্লাহর রসূল মারা গেছেন আমি তার মস্তক ছেদন করবো। তিনি মরেননি, বরং তাঁর প্রভুর কাছে গিয়েছেন, যেকৃপ মৃন্ম (অঃ)  
তাঁর প্রভুর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি পুনরায় এসে ভদ্রদেরকে শাস্তি দিবেন। এমন সময় হ্যরত আবুবকর (রাঃ) এসে উপস্থিত হলেন  
এবং দৃঢ়কষ্টে উমর (রাঃ)কে বসতে বললেন। অতঃপর মসজিদে উপস্থিত মুসলিম ভাত্তবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে এ অংশটি (৪৯৪৫)  
পড়লেন। সাথে সাথে সাহাবীগণ হাদয়ঙ্গম করলেন, রসূলে করীম (সাঃ) আর ইহজগতে নেই এবং তাঁরা শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন  
(বুখারী, কিতাব ফায়ালেল আসহাব)। ঘটনাচক্রে এ আয়াত স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) এর পূর্বেকর সকল নবীই ওফাত-  
প্রাপ্ত হয়েছেন, কেউই বেঁচে নেই। কেননা কেউ যদি জীবিত থাকতেন তা হলে মহানবী (সাঃ) এর মৃত্যু সাব্যস্ত করে জন্য আবৃত্তকর  
(রাঃ) এ আয়াত উদ্ভৃত করতেন না এবং সমবেত সাহাবীরাও তা মনে নিতেন না। প্রকৃত কথা হলো, ইসলামের বেঁচে থাকা আর না  
থাকা কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না, তিনি যত বড় ও যত মহানই হোন না কেন। ইসলামের অবটীর্ণকারী, রক্ষাকারী ও  
অভিভাবক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। এ আয়াত দ্বারা কেউ যেন এরূপ মনে না করেন যে মহানবী (সাঃ) যুদ্ধে নিহত হতে পারতেন বা কোন  
আততায়ীর হাতে নিহত হতে পারতেন। কারণ মানুষের হস্তে নিহত হওয়া থেকে তাঁকে রক্ষা করা হবে বলে তিনি গ্রন্থী প্রতিশ্রুতি  
পেয়েছিলেন (৫৪৬৮)। যখন উহুদের যুদ্ধে এ মিথ্যা কথা ছাড়িয়ে পড়লো, নবী করীম (সাঃ) মারা গিয়েছেন তখন শক্ররা আনন্দে নেচে  
উঠলো। কিন্তু মুসলমানদের জন্য এটা ছিল দুঃখের আড়ালে এক আশীর্বাদ। এ বেদনা মহানবী (সাঃ) এর প্রকৃত মৃত্যুর সময়ের মর্মস্পর্শী,  
হাদয়-বিদারক বেদনা সহ্য করার জন্য সাহাবাগণকে প্রস্তুত করেছিল। এ অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতি না থাকলে নবী করীম (সাঃ) এর ওফাতের  
সময় সাহাবাগণের শোক-বিহুলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতো না।

১৪৬। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ মরতে পারে না। (কেননা এর জন্য) এক মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। আর যে ইহকালের পুরকার চায় আমরা তাকে তা থেকে দান করি। আর যে পরকালের পুরকার চায় আমরা তাকে তা থেকে দান করি। আর আমরা কৃতজ্ঞদের অবশ্যই প্রতিদান দিব।

\* ১৪৭। আর অনেক নবীই ছিল যাদের সাথী হয়ে বিপুল সংখ্যক আল্লাহভক্ত লোক<sup>৪১৫</sup> যুদ্ধ করেছিল। অতএব আল্লাহর পথে তাদের ওপর যে বিপদ এসেছিল তাতে তারা হীনবল হয়ে পড়েনি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং (শক্রদের সামনে) নতও হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।

১৪৮। আর তাদের (মুখে) এ কথা ছাড়া আর কোন কথা ছিল না, যে হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের পাপ ক্ষমা কর, কাজকর্মে আমাদের বাড়াবাড়ি (ক্ষমা কর), আমাদের পদক্ষেপকে সুদৃঢ় কর এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।’

১৪৯। ঘুসুতরাং আল্লাহ তাদেরকে ইহকালের পুরকার দান করলেন এবং পরকালের উত্তম<sup>৪১৬</sup> পুরকারও (তাদেরকে দান করলেন)। আর আল্লাহ সৎকর্মপ্রায়ণদের ভালবাসেন।

১৫০। যে যারা দ্রীমান এনেছ! যারা অস্বীকার করেছে তোমরা তাদের আনুগত্য<sup>৪১৭</sup> করলে তারা তোমাদের পূর্বের অবস্থায় তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এর ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

১৫১। বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

দেখুন : ক. ৩১১৪৯; ৪১৩৫; ৪২১২১; খ. ৪১১০৫ ; গ. ২১২৫১, ২৮৭ ; ঘ. ৩১১৪৬; ঙ. ২১১১০; ৩১১০১ ; চ. ৮৪১; ৯৪৫১; ২২১৭৯।

৪১৫। ‘রিবীইউন’, ‘রিবিইউ’ এর বহুবচন। ‘রবী’ থেকে উৎপন্ন। ‘রবী’র অর্থ ১৪২ তে দেখুন। ‘রিবিইউ’ অর্থ ‘রিবাহ’ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, রিবাহ মানে একটি দল, একটি বিরাট দল, যার সংখ্যা অনেক বেশি। অতএব ‘রিবিইউন’ বলতে বিরাট সংখ্যক মানুষের সংঘবন্ধ দলকে বুঝায়। শব্দটি জ্ঞানী, ধার্মিক ও ধৈর্যশীল লোকের দলকেও বুঝায় (লেইন)।

\* [‘রিবিইউন’ শব্দটির অনুবাদ করা হয়ে থাকে ‘তাদের অনুসারীদের দল’। কিন্তু এতে করে ‘রিবিইউন’ শব্দটিতে নিহিত ‘আল্লাহভক্ত’ এর মর্মার্থ বাদ পড়ে যায়। অতএব আমরা এর দ্বিতীয় এই অনুবাদ গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছি যাদের সাথী হয়ে বিপুল সংখ্যক আল্লাহভক্ত লোক যুদ্ধ করেছিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)]

৪১৬। পরলোকের পুরকারের মধ্যেও তারতম্য আছে, আছে বিভিন্ন মাত্রা ও ধাপ। এখানে বর্ণিত বিশ্বাসীরা উচ্চমাত্রার পুরকারে ভূষিত হবেন। ‘হস্না’ শব্দটি সর্বোচ্চ মাত্রা বা ধাপ বুঝায় না, তবে অতুচ্চ মাত্রা বুঝায়।

৪১৭। অমুসলমানের সাথে মুসলমানদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা, ব্যবসাবিজ্ঞ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। তবে তাদেরকে সেইসব অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে হৃশিয়ার থাকতে বলা হয়েছে যারা ইসলামের বিনাশ সাধনে লিপ্ত।

وَمَا كَانَ لِتَفْسِيسِ آنَّ تَمْوِيتَ إِلَّا بِإِذْنِ  
اللَّهِ كَيْنَبَا مُؤَجَّلًا ، وَمَنْ يُرِدُ شَوَّابَ  
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ، وَمَنْ يُرِدُ شَوَّابَ  
الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ، وَ سَنَجِزِي  
الشَّكِيرِينَ<sup>(১)</sup>

وَكَانَ أَيْنَ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ «مَعَهُ رِتَبُونَ  
كَثِيرٌ» فِيمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي  
سَيِّئِ الْأَوْقَاتِ مَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ،  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ<sup>(২)</sup>

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا  
أَغْفِرْنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي  
آمِرِنَا وَثِيتَ أَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَى  
الْقَوْمِ الْكَفِيرِينَ<sup>(৩)</sup>

فَأَتَهُمُ اللَّهُ شَوَّابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ  
شَوَّابِ الْآخِرَةِ ، وَ اللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ<sup>(৪)</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنْ تُطِيعُوا  
الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُدُوكُمْ عَلَى  
أَعْقَابِكُمْ فَتَنَقْلِبُوا خَسِيرِينَ<sup>(৫)</sup>

بِلِ اللَّهِ مَوْلِكُكُمْ وَهُوَ خَيْرُ لِتَصْرِيرِينَ<sup>(৬)</sup>

১৫২। যারা অস্বীকার করেছে আমরা অবশ্যই তাদের ক্ষতির প্রতি অন্তরে আসের সংগ্রাম করবো। কেননা তারা আল্লাহ'র সাথে এমন কিছু শরীক<sup>৪৯৮</sup> করেছে, যার সম্পর্কে তিনি কোন যুক্তিপ্রামাণ অবরুদ্ধ করেননি। আগুন হবে তাদের ঠাই। আর যালিমদের ঠিকানা কত মন্দ!

- ★ ১৫৩। আর নিশ্চয় আল্লাহ' তোমাদের সাথে নিজ প্রতিশ্রুতি<sup>৪৯৯</sup> পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা তাঁর আদেশক্রমে তাদের হত্যা ও বিনাশ করছিলে। অবশেষে তোমরা যখন (রসূলের আদেশে পালনে) ভীরুতা<sup>৫০০</sup> দেখালে এবং আদেশের<sup>৫০১</sup> অন্তর্নিহিত বাণী সম্পর্কে বিতভা শুরু করলে এবং তিনি (বিজয় আকারে) তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে দেয়ার পর তোমরা অবাধ্যতা<sup>৫০২</sup> করলে (তখন তিনি তাঁর সাহায্য প্রত্যাহার করে নিলেন)। তোমাদের কিছু লোক ইহকাল<sup>৫০৩</sup> কামনা করছিল এবং তোমাদের কেউবা পরকাল চাছিল। এরপর তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের কাছ থেকে তোমাদের সরিয়ে নিলেন। আর নিশ্চয় তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ' মুমিনদের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল।

سُنْلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
الرُّغْبَ بِمَا أَشَرَّكُوا بِإِلَهٍ مَا لَمْ يَنْزِلْ  
يُهِ سُلْطَنًا وَمَا دُوَّهُمُ النَّارُ وَدِيْئَسَ  
مَثْوَى الظَّلِيمِيْنَ<sup>(৫০)</sup>

وَلَقَدْ صَدَقُوكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ  
بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَّعْتُمْ  
فِي الْأَمْرِ رَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا  
آتَكُمْ مَا تُحِبُّونَ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ  
الْدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ  
شَهَادَتُكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ  
عَفَّ عَنْكُمْ وَلَمْ يَذْهَبْ ذُوْفَضِيلٍ عَلَى  
الْمُؤْمِنِيْنَ<sup>(৫১)</sup>

দেখুন : ক. ৮:১৩; ৫৯:৩।

৪৯৮। কুসংস্কার ও ভীতি হতে জন্ম নিয়েছে পৌত্রলিকতা। যারা কুসংস্কারপূর্ণ ভীতির মধ্যে লানিত তরণ সত্ত্বিকরভাবে সাহসী হতে পারে না।

৪৯৯। এখানে 'প্রতিশ্রুতি' বলতে মুসলমানদের বিজয় ও কৃতকার্য্যতা লাভের সাধারণ প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে যে মুসলিমদেরকে বার বার দেয়া হয়েছে, বিশেষ করে ৩১:২৪-১২৬ আয়াতে।

৫০০। এ আয়াতে সেই তীরন্দাজ দলটির কথা বলা হয়েছে যাদেরকে উহুদের যুদ্ধে মুসলিম সেনাদলের পক্ষাং-রক্ষি হিসেবে পিছনে রাখা হয়েছিল। তারা সরাসরি যুদ্ধে যোগদান করে গনিমতের মাল (যুদ্ধ-লোক ধন) পাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলে ন তরা স্বল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই স্বস্থান ছেড়ে দিল। তাদের স্ব-ইচ্ছা দমনে অসামর্থ্য ও নির্ধারিত স্থান ত্যাগকে কাপুরুষতা অভিহিত কর হয়েছে। সত্যিকার সাহস ও মনোবল হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত। তাই যারা যথাযথভাবে ইচ্ছা ও লোভ সংবরণ করতে পারে না তারা ক্ষমুরূপ।

৫০১। 'আদেশ' বলতে এখানে রসূলে করীম (সাঃ) এর সেই আদেশকে বুঝাতে পারে যার মাধ্যমে তিনি (সাঃ) মুসলিম সেনাদলের পিছনে একটি টিলার চূড়ায় একদল তীরন্দাজকে প্রহরারত থাকার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তাঁর নির্দেশ ছাড়া তারা যেন ঐস্থান ত্যাগ না করে। তবে যুদ্ধ দৃশ্যত শেষ হয়ে গেলে তারা সেখানে থাকবে বা চলে আসবে এ নির্দেশে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ছিল না বলে কেউ কেউ বলেছেন, 'নির্দেশ ছাড়া' কথাটির মধ্যে তিনি তাদের সেখানে থাকাই নির্ধারিত করেছিলেন। আর অন্যেরা বলেছেন, যুদ্ধ দৃশ্যত শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে উক্ত নির্দেশ বলবৎ ছিল না।

৫০২। টিলার ওপরস্থিত তীরন্দাজরা যখন দেখলো যুদ্ধ প্রায় শেষ এবং বিজয়ও সমুপস্থিত তখন তারা স্বস্থান পরিত্যাগ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে চাইলো। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশানুযায়ী তীরন্দাজ দলপতি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর তাদেরকে স্বস্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করলেন। তথাপি তারা নিজেদেরকে সংযত করতে না পেরে স্থানটি পরিত্যাগ করে রণকোশলগত বড় রকমের ভুল করে ফেললো। ফলে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল।

৫০৩। এ কথাটি সেই তীরন্দাজদের সর্বক্ষে বলা হয়েছে, যারা নিজেদের নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে দিয়েছিল। বাক্যাংশটি এটাই বুঝাচ্ছে, সেই তীরন্দাজ দলের কিছু সদস্য পার্থিব লালসাগ্রাম হয়ে যুদ্ধলুক ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য স্থান ত্যাগ করেছিল। অথচ সেই দলেরই অপর অংশ (আব্দুল্লাহ-বিন-যুবাইর ও অন্যেরা) নিজ স্থানে অটল থেকে পারলৌকিক মঙ্গল কৃতিয়েছিলেন। আল্লাহ'র রসূল (সাঃ) এর নিষেধ অমান্য করার কুফল সম্বন্ধে চিন্তা করে তাঁরা স্থান ত্যাগ করেননি। এদের একাংশ ছিলেন অদূরদর্শী এবং অপরাংশ দূরদর্শী।

- \* ১৫৪। তোমরা যখন কারো<sup>০০৪</sup> দিকে ফিরে না তাকিয়ে দ্রুত ছুটছিলে এবং রসূল তোমাদের পিছনের দলে (দাঁড়িয়ে) তোমাদের ডাকছিল তখন তিনি তোমাদের এক দুঃখের পরিবর্তে অন্য এক বড় দুঃখ<sup>০০৫</sup> দিলেন যাতে তোমাদের যা হাতছাড়া হয়েছে এবং যে কষ্ট তোমাদের<sup>০০৫-ক</sup> জর্জরিত করেছে এর জন্য তোমরা উদ্বিগ্ন না হও। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত।

১৫৫। এ দুঃখের পর তিনি খ্রিশ্চান্তি<sup>০০৬</sup> দানের উদ্দেশ্যে তোমাদের ওপর তন্ত্র অবতীর্ণ করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছান্ন করছিল। আর এক দল<sup>০০৬-ক</sup> এমনও ছিল যাদের অস্তিত্ব (রক্ষার চিন্তা) তাদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। এরা আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যানধারণার ন্যায় ভাস্ত ধারণা পোষণ করছিল।

দেখুন ৪ ক. ৫৭:২৮; খ. ৮:১২।

৫০৪। এ শব্দগুলোতে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কর্তৃণ অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ সম্মুখ থেকে ও পশ্চাত থেকে যুগ্মপৎ আক্রান্ত হওয়ায় তাদের রচিত বৃহৎ ভেঙ্গে গেল এবং অনেকে এদিকে সেদিকে ছিটকে পড়লেন। মুসলমানগণ যখন প্রথমে শুনলেন শক্র পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে আসছে তখন তারা যুখ ফিরিয়ে পিছন দিকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ চালালেন। কিন্তু দ্বিবাদ একদল মুসলিম সৈন্যণ সেই পিছন দিক থেকে আসছিলেন। ফলে তারা মুসলমানদের আক্রমণের শিকার হয়ে গেলেন। পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে ও নায়ক হয়ে গেল এবং ভৌতি ও বিভাস্তি এমন রূপ ধারণ করলো যে নবী করীম (সাঃ) এর আহ্বানও তাদের কান পর্যন্ত পৌছালো না।

৫০৫। পাহাড়ী টিলার উপরে থাকবার জন্য মহানবী (সাঃ) একদল তীরন্দাজকে নিয়োজিত করেছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে যুদ্ধে বিজয় হয়েছে এবং যুদ্ধ শেষ হয়েছে মনে করে তারা সে স্থানটি অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে দেয়। এ অসময়ে স্থানটি পরিত্যাগ করার ফলে নিষিদ্ধ বিজয়ের দ্বারা-প্রাপ্তে পৌছেও মুসলমানদের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এটা তাঁদের মনে বড়ই দুঃখ ও বিষাদ সৃষ্টি করলো। এটা ও ছিল তাদের মাদানী জীবনে প্রথম বড় ধাক্কা ও বড় দুঃখ। আর দ্বিতীয় ও পরবর্তী বড় আঘাত ও দুঃখ তারা তখন পেলেন যখন গুজব শুনলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিহত হয়েছেন। এ দু'টি বিষয় আল্লাহ তাআলা পরিকল্পিতভাবে পর পর ঘটিয়েছিলেন, যাতে দ্বিতীয় দুঃখটির উৎস নবী করীম (সাঃ) এর মৃত্যুর কথাটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে আনন্দের হিল্লোল এসে প্রথম দুঃখটিকেও মন থেকে দূর করে ফেলে। 'গামাম্ বিগামিন' অর্থ দুঃখের উপর দুঃখ।

\* ৫০৫-ক। [কখনো কখনো বড় ক্ষতির যন্ত্রণা পূর্ববর্তী ছোট ক্ষতির বেদনাকে ম্লান করে দেয়। অনুরূপ এক পরিস্থিতি উহুদের যুদ্ধে সৃষ্টি হয়েছিলো যখন মহানবী (সাঃ) এর মৃত্যুর গুজব মুসলমান যোদ্ধাদের সব ব্যক্তিগত দুঃখবেদনা ও ক্ষয়ক্ষতির কষ্ট সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দিয়েছিল। পরিশেষে মহানবী (সাঃ) এর বেঁচে থাকার সুসংবাদ ক্ষতির তীব্র যন্ত্রণাকে গভীর প্রশান্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধে বদলে দিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য।]

৫০৬। এখানেও উহুদের যুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে। আবু তাল্হা বলেন, উহুদের দিনে আমি মাথা তুলে দেখলাম, এমন মাথা দেখলাম না যা নিদ্রায় ঢলে পড়েনি (কাসীর, ২য়, ৩০৩)। নিদ্রা বা তন্ত্র মানসিক স্থিরতা ও শান্তির প্রতীক। কুরআন এ ঘটনাকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলে ব্যক্ত করছে। যুদ্ধ বাস্তবিকভাবে শেষ হওয়ার পর যখন মুসলমানগণ নিকটবর্তী টিলার কাছে ফিরে বিশ্বাম নিছিলেন তখন এই প্রশান্ত নিদ্রার আবেশ সকলের উপর বিস্তার লাভ করেছিল।

৫০৬-ক। এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে যারা যুদ্ধে না এসে মদীনাতে থেকে গিয়েছিল। তারা ইসলামের গৌরব, মুসলমানদের সার্বিক নিরাপত্তা ও মহানবী (সাঃ) এর মর্যাদা রক্ষার চাইতে নিজেদের বিপদযুক্ত থাকার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তাদের এ কথা- 'সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য অধিকারও যদি আমাদের থাকত তাহলে এখানে আমরা (এভাবে) নিহত হতাম ন'-এটা ছিল মুনাফিকদের এক ধরনের বিদ্রূপাত্মক উক্তি। তারা এতে বুঝাতে চেয়েছিল, এত বাধা-বিপত্তি ও সংখ্যা-স্বল্পতার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ছিল নিষিক বোকায়ী, তারা (মুনাফিকেরা) যুদ্ধে না গিয়ে বরং বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। কুরআনের বাগ্ধারা অনুযায়ী নিজের নিহত হওয়া বললে নিজের সাথী অর্থাৎ ভাইদের নিহত হওয়া বুঝায়।

إِذْ تُصْبِدُونَ وَلَا تَلْوَنَ عَلَىٰ أَحَدٍ  
وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَىٰ كُمْ  
فَإِنَّا بَكُمْ غَمًا يَغْعِمُ لِكَيْلًا تَحْرُنُوا  
عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا آتَاصَ بَكُمْ، وَإِنَّهُ  
خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

شَمَّأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمَّ  
آمَنَّهُ نَعَسًا يَعْشِي طَائِفَةً مِنْكُمْ،  
وَطَائِفَةً قَدْ أَهْمَنْتُهُمْ أَنفُسُهُمْ

তারা বলছিল, ‘গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কি আমাদেরও কোন অধিকার আছে?’ তুমি বল, ‘নিশ্চয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সম্পূর্ণ আল্লাহরই’। তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপনে পোষণ করছে, তোমার কাছে তা তারা প্রকাশ করে না। তারা বলে, ‘সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য অধিকারও যদি আমাদের থাকতো তাহলে এখানে আমরা (এভাবে) নিহত হতাম না।’ তুমি বল, ‘তোমরা যদি নিজেদের বাড়ীঘরেও বসে থাকতে তবুও যাদের জন্য নিহত হওয়া<sup>৫০৬-খ</sup> অবধারিত হয়েছিল তারা নিশ্চয় তাদের মৃত্যুশয্যার<sup>৫০৬-গ</sup> দিকে বেরিয়ে পড়তোই।’ আর (এর কারণ হলো) তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে আল্লাহ যেন তা পরীক্ষা করেন এবং যা তোমাদের অন্তরে আছে তা পরিশুল্ক করেন। আর অন্তরে নিহিত বিষয় সম্পন্নে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত।

১৫৬। দু'বাহিনীর মুখ্যমুখী<sup>৫০৭</sup> হবার দিন তোমাদের মাঝে থেকে যারাই ফিরে গিয়েছিল তাদের কোন কোন কৃতকর্মের<sup>৫০৭-ক</sup> দরুনই শয়তান তাদেরকে পদস্থাপিত<sup>৫০৮</sup> করতে চেষ্টা করেছিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মার্জনা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রম ক্ষমাশীল (ও) পরম সহিষ্ণু।

১৫৭। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মত হয়ে না, যারা অস্তীকার করেছে এবং তারা (আল্লাহর পথে) যখন

১৬  
[৭]

দেখুন : ক. ৩৪১৬৯।

৫০৬-খ। ‘কত্ল’ শব্দের অর্থ এক্ষেত্রে নিহত হওয়া। [হয়রত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (আইঃ) কর্তৃক অনুবাদ দুষ্টব্য]।

৫০৬-গ। ‘মৃত্যু-শয্যা’ শব্দটি ব্যবহার করে একদিকে মুনাফিকদের চূড়ান্ত কাপুরুষতার মুখোশ উঞ্চাচন করা হয়েছে এবং অপরদিকে এটি কর্তব্যপরায়ণ মুসলমানদের চরম বিশ্বস্ততা ও ধৈর্য প্রকাশ করছে। এটি মুনাফিকদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তারা তো সে অবস্থায় যুদ্ধ করাকে মৃত্যু তুল্য মনে করে যুদ্ধ থেকে দূরে থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো। কিন্তু সত্যিকার মুসলমানগণ এমনই দৃঢ় প্রত্যয় রাখতেন যে মুনাফিকরা প্রথম থেকে মদীনায় থেকে গেলেও তারা অর্ধাৎ (মুসলমানরা) নিশ্চয় সন্তুষ্টিতে যুদ্ধ করতে যেতেন, যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র তাদের জন্য মৃত্যুশয্যার ন্যায় মনে হতো। এসব এজন্য ঘটেছিল যাতে আল্লাহ তাআলা বিশ্বাসীদেরকে পবিত্র ও পুণ্যবান করেন।

৫০৭। এখানেও উভদের যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে।

৫০৭-ক। এ শব্দগুলো প্রকারাভ্যর্থে সেই তীরন্দাজদের কিছু প্রচন্দ প্রশংসন করেছে, যারা মহানবী (সা:) এর আদেশের ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে টিলার অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিল। তাদের ‘কোন কোন কৃতকর্মের দরুনই’ মুসলমানদের জন্য পরাজয়ের অপমান আনলেও মূলত তারা ছিলেন বিশ্বস্ত এবং রসূল করীম (সা:) এর একান্ত অনুগত।

৫০৮। এ আয়াতের ‘পদস্থলন’ শব্দটি টিলার উপর অবস্থান গ্রহণকারী দলটির আদেশ লজ্জনকে কিংবা কিছুসংখ্যক মুসলমান সৈন্যের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগকে বুবিয়েছে।

يَظْلِمُونَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَقُّ ظَنَّ  
الْجَاهِلِيَّةِ بِيَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ  
الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ  
لِلَّهِ وَيُخْفِيْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَمْ  
يُبَدِّلُوْنَ لَكَ ، يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا  
مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَّا قُلْ لَوْ  
كُثُرْتُمْ فِي بَيْوَاتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ  
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى  
مَضَّا جِعِيلَمْ . وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي  
صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي  
قُلُوبِكُمْ . وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِذَاتِ  
الصُّدُورِ<sup>(৫)</sup>

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْ كُمْبُمْ يَوْمَ الْتَّقَىَ  
الْجَمَعِينَ ، إِنَّمَا اسْتَرَلَهُمُ الشَّيْطَانُ  
بِعَضُ مَا كَسَبُوا وَلَكَذَ عَفَا اللَّهُ  
عَنْهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ<sup>(৬)</sup>

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَكُونُوا  
كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَاتَلُوا لِأَخْرَازِهِمْ

দেশে<sup>১০৯</sup> সফরের উদ্দেশ্যে অথবা যুদ্ধের জন্য বের হয় তখন তারা তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলে, ‘এরা যদি আমাদের সাথে থাকতো তাহলে এরা (এভাবে) মরতো না এবং নিহতও হতো না।’ (এদেরকে এ অবকাশ দেয়া হচ্ছে) যাতে করে আল্লাহ্ (এদের) এ (কথাকে) এদের অন্তরের আক্ষেপে পরিণত করেন<sup>১০</sup>। আর আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ এর পুরোপুরি দ্রষ্টা।

১৫৮। আর তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হলে বা (স্বাভাবিকভাবে) মারা<sup>১১</sup> গেলে নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে (যে) ক্ষমা ও কৃপা (তোমরা লাভ করবে তা) তা থেকে অনেক উত্তম যা তারা জমা করছে<sup>১২</sup>।

১৫৯। আর তোমরা<sup>১৩</sup> মারা গেলে বা নিহত হলে নিশ্চয় আল্লাহর দিকে তোমাদের একত্র করা হবে।

\* ১৬০। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে পরম কৃপার কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছে<sup>১৪</sup>। আর তুমি যদি রূক্ষ ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো। অতএব তুমি তাদের মার্জনা কর, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে

দেখুন : ক. ১০৪৫৯; ৪৩৩৩; খ. ৫৯৭; ৬৪৭৩; ৮৪২৫; ২৩৪৮০।

৫০৯। যখন তারা আল্লাহর খাতিরে স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করে।

৫১০। অবিশ্বাসীরা মুসলিম জাতিকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে তাদের মনে যুদ্ধ-ভীতি সঞ্চার করতে চায়। কিন্তু মুসলমানরা এসব যুদ্ধ-ভীতি ও সতর্কীকরণ বাণী অগ্রহ্য করে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আরো অধিক দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য সংকল্প নিয়ে থাকে। এতে অবিশ্বাসীদের মন দুঃখে ও অনুশোচনায় ভরে যায়। কেননা তাদের প্রচেষ্টা কেবল ব্যর্থই হয়নি, বরং বিপরীতমুখী ফলোদয় ঘটিয়ে মুসলমানদেরকে আরো দৃঢ়সংকল্প করেছিল।

৫১১। যারা সত্যের জন্য যুদ্ধ করে এবং জীবন উৎসর্গ করে তাদেরকে মৃত মনে করা উচিত নয়। কেননা সকল জীবনের যিনি সৃষ্টিকর্তা ও অধিকর্তা তাঁরই উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের জীবনকে সমর্পণ করে। তারা দৈহিকভাবে মরে গেলেও আধ্যাত্মিকভাবে চিরঝীব থাকে (২৪১৫৫)।

৫১২। যে স্থলে মুনাফিকরা ধন-দৌলতকে প্রাপ্তের মতই ভালবাসে এবং সেই কারণে মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করে, সে স্থলে মুসলমানরা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে এমন অফুরন্ত ভাগ্নারের অধিকারী হয় যে মুনাফিকদের জমাকৃত ধন-দৌলত ও বিশ্বাসীদের অর্জিত ইহলোকিক ধন-সম্পদ সবকিছু একত্র করেও সেই ভাগ্নারের সমকক্ষ ও সমান হতে পারে না।

৫১৩। ‘তোমরা’ সর্বনামিতি মু’মিন ও মুনাফিক সকলকেই বুবাছে। কেননা যথাযোগ্য পুরস্কার ও শাস্তির জন্য সকলকেই আল্লাহ তাআলার সমীক্ষে একত্র করা হবে।

৫১৪। এ শব্দগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর চরিত্রের অনুপম সৌন্দর্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর ভদ্র, প্রীতিপূর্ণ ও সদাশয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে সর্বব্যাপী দয়া-দাঙ্খিণ্যের অনন্য সাধারণ গুণ, যা মানুষকে চুক্ষকের মত আকর্ষণ করতো। মানব হিতৈষণা ও কৃপা-করণায় তিনি এতই ভরপুর ছিলেন যে কেবল নিজের সাথীদের ও অনুসারীদের প্রতিই তিনি দয়া দেখাননি, বরং তাঁর প্রাণঘাতী শক্ররাও তাঁর দয়া-মায়া ও মেহ-প্রীতি থেকে সমভাবে অংশ পেয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিছে, উহুদের যুদ্ধের সময় যে সকল মুনাফিক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রণক্ষেত্র থেকে সরে পড়েছিল তাদেরকেও তিনি শাস্তিদান থেকে বিরত থাকেন, এমন কি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদেরও পরামর্শ গ্রহণ করেন।

رَأْدًا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا عَزَّزِي  
لَوْكَانُوا عِنْدَ نَامَةٍ مَأْتُوا وَمَا قُتِلُوا هُنَّ  
لَيَجْعَلَ اللَّهُ ذِلْكَ حَشْرَةً فِي  
قُلُوبِهِمْ، وَاللَّهُ يُحِبُّ وَيُمِيَّثُ، وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>১৫</sup>

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمَ  
لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ<sup>১৬</sup>

وَلَئِنْ مُتُّمَّ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا يَأْلِي اللَّهُ  
تُحْشِرُونَ<sup>১৭</sup>

فِيمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِنَّتْ لَهُمْ وَلَوْ  
كُنْتَ فَظَاعَلِيَّظَ الْقَلْبِ لَا تَنْفَضُوا  
مِنْ حَوْلِكَ سَقَاعِفَ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ  
وَشَاءُرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ

ক্ষেত্রে পরামর্শ কর<sup>১৫</sup>। এরপর তুমি যখন (কোন বিষয়ে) দৃঢ়সংকল্প করে ফেল তখন আল্লাহরই ওপর ভরসা কর। নিচয় আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালবাসেন।

১৬১। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউই তোমাদের ওপর জয়ত্ব হতে পারবে না। কিন্তু তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করলে তাঁর বিপক্ষে<sup>১৬</sup> আর কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে? আর আল্লাহরই ওপর মু’মিনদের ভরসা করা উচিত।

১৬২। আর একজন নবীর পক্ষে অসাধুতার<sup>১৭</sup> কাজ করা কখনো সম্ভব নয়। আর কেউ অসাধুতার কাজ করলে সে তার অসাধুতার (কুফল) কিয়ামত দিবসে সাথে নিয়ে আসবে। তখন প্রত্যেক আত্মা যা অর্জন করছে তা (তাকে) পূর্ণরূপে দেয়া হবে। আর তাদের ওপর কোন অবিচার করা হবে না।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ<sup>(১)</sup>

إِنَّ يَنْصُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَ  
إِنَّ يَعْذِلُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ  
مِّنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلَ  
الْمُؤْمِنُونَ<sup>(২)</sup>

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبُ  
يَأْتِ بِمَا غَلَبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَمَّ تُوفَ  
كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُنَّ كَ  
يُظْلَمُونَ<sup>(৩)</sup>

দেখুন : ক. ৪২৩৩ খ. ৩৪২৬; ১৪৪২; ৪০১৮।

৫১৫। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ইসলামের একটি বিরল বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলাম পরামর্শ গ্রহণ বা ‘মুশাওয়ারা’কে একটি মৌলিক নীতি হিসাবে অঙ্গীভূত করেছে। রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যকর। মহানবী (সা:) সকল বড় বড় ব্যাপারেই তাঁর অনুসারীদের পরামর্শ নিতেন। বদরের যুদ্ধের পূর্বেও তিনি পরামর্শ করেছেন, তেমনি করেছেন উভদ ও আহ্যাবের যুদ্ধের পূর্বে। এমনকি তাঁর মহিমাবিতা স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে যখন মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়েছিল তখনো তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। ইহরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ‘রসূলুল্লাহ (সা:) সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য উদ্ধীব থাকতেন’ (মনসুর, ২য়, ৯০)। দ্বিতীয় খ্লীফা হ্যারত উমর (রাঃ) বলেছেন, ‘পরামর্শ ছাড়া খেলাফত নেই’ (ইয়ালাতুল খীফা আন্দ খ্লাফাতুল খুলাফা)। অতএব পরামর্শ দান ও গ্রহণ বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান ইসলামের একটি মৌলিক নির্দেশ যা আধ্যাত্মিক ও জাগরিক নেতার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। খ্লীফা অথবা মুসলিম রাষ্ট্র-প্রধান অবশ্যই মুসলমান প্রতিনিধিবৃন্দের পরামর্শ আহ্বান করবেন, যদিও তিনিই শেষ সিদ্ধান্তের মালিক। ইসলামী ‘শুরা’ বা ‘মুশাওয়ারা’ (পরামর্শসভা) পর্চিমা পার্লামেন্টের মত নয়। মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনকর্তার এ অধিকার আছে, তিনি ইচ্ছা করলে পরামর্শ সভার সুপারিশ গ্রহণ না ও করতে পারেন। তবে তিনি তাঁর এ ইচ্ছা কদাচিং বিশেষ বিবেচনার সাথে প্রয়োগ করে সাধারণত গ্রহণের জন্যই পরামর্শ ও সুপারিশগুলো নেয়া হয়।

৫১৬। ‘মিয় বাদিহি’র একটি অর্থ হলো ‘তিনি ছাড়া’। এর আক্ষরিক অর্থ ‘তার পরে’। অন্য অর্থ ‘তার বিপক্ষে’, ‘তাকে বাদ দিয়ে’।

৫১৭। উভদের পাহাড়-চূড়ায় একদল তীরন্দাজকে রসূলে পাক (সা:) মুসলিম বাহিনীর পিছন দিক রক্ষার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। তাদের অধিকাংশই শক্রবাহিনীকে পলায়নপর দেখে সে স্থান ত্যাগ করে চলে আসে। যদিও তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কোন অবস্থাতেই যেন তারা সে স্থান ত্যাগ না করে, তথাপি শক্র পরাজিত হয়েছে দেখে তারা সে স্থানে থাকার আর প্রয়োজন নেই মনে করে অধিকাংশই সেখান থেকে সরে পড়ে। সেই সময়ে তারা সে স্থানটি ত্যাগ করলে নবী করীম (সা:) এর আদেশ লজ্জানের অপরাধ হবে বলে তারা মনে করেনি। তা ছাড়া আরবের রীতি অনুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যে পরিত্যক্ত মালের উপর হাত রাখতো তা সে-ই পেত। এমতাবস্থায় সে স্থানে অবস্থানরত থাকলে তারা গণিমতের (পরিত্যক্ত) মালের কিছুই পাবে না, এ ধারণাও তাদের মনকে প্রভাবিত করেছিল। তাদের এ অবাঙ্গিত ধারণা ও কাজ পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে যে নবী করীম (সা:) তাদের যুদ্ধলক্ষ অংশ পাওয়ার অধিকারকে উপেক্ষা করতে পারতেন। তাদের ধারণা ও আশঙ্কাকেই এখানে নিন্দা করা হচ্ছে। তবে মহানবী (সা:) এর প্রতি তাদের আস্তার অভাব ছিল, এরপ ইঙ্গিত মোটেই নেই। আয়াতটি শুধু এ কথাটিই বলতে চায়, মহানবী (সা:) এমন কাজ কখনো করতে পারেন না যে তিনি যাদেরকে এক স্থানে কর্তব্য-নিয়োজিত করলেন তারা যুদ্ধলক্ষণ-সম্পদের অংশ পাবে না।

১৬৩। ক্যে আল্লাহ'র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে চলে সে কি তার  
মত হতে পারে, যে আল্লাহ'র ক্রোধভাজন<sup>১১৮</sup> হয়েছে এবং যার  
ঠাই জাহানাম? আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

১৬৪। আল্লাহ'র কাছে তারা মর্যাদায় বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত<sup>১১৯</sup>।  
আর তারা যা-ই করে আল্লাহ' এর সর্বদ্রষ্টা।

১৬৫। আল্লাহ' নিশ্চয় মু'মিনদের প্রতি তাদেরই মাঝ  
থেকে<sup>১২০</sup> তাদের জন্য এমন এক রসূল আবির্ভূত করে অনুগ্রহ  
করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পড়ে শুনায়,  
তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখায়  
যদিও তারা এর পূর্বে অবশ্যই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় পড়ে  
ছিল।

১৬৬। আর যখনই তোমাদের এমন কোন ক্ষতি হয়েছে যার  
দ্বিগুণ<sup>১২১</sup> (ক্ষতি) তোমরা (কাফিরদের) সাধন করেছ তখন  
তোমরা বলেছ, এটা কি করে হলো? তুমি বল, 'এটা  
তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই'<sup>১২২</sup> হয়েছে।' নিশ্চয় আল্লাহ'  
প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৬৭। আর দু'দলের পরম্পর মুখোমুখী হওয়ার দিন যে বিপদ  
তোমাদের ওপর এসেছিল তা আল্লাহ'র আদেশেই এসেছিল  
যাতে করে তিনি মু'মিনদের (পৃথকভাবে) প্রকাশ করে দেন

দেখুন : ক. ২৪২০৮, ২৬৬; ৩৪১৬; ৫৪৩, ৬২৪৩, ১৭, ৯৪৭২; খ. ২৪১৩০, ১৫২; ৯৪১২৮; ৬২৪৩; ৬৫৪১২; গ. ৪৪৮০।

৫১৮। উহুদের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মদীনার মুনাফিকরা হঠাৎ পক্ষ ত্যাগ করলো। মুসলিম সৈন্য সংখ্যা এমনিতেই কম ছিল। সংকট  
মুহূর্তে মুনাফিকদের পক্ষত্যাগে মুসলিম শক্তি আরোহাস পেল। তথাপি নবী করীম (সাঃ) শক্রদের মোকাবিলা করতে অস্থসর হলেন।  
অপরপক্ষে মুনাফিকরা পক্ষ ত্যাগ করে আল্লাহ' তাআলার অভিশাপ কুড়ালো।

৫১৯। 'হুম দারাজাতুন' অর্থ তারা বিভিন্ন পদমর্যাদার অধিকারী। এখানে দারাজাতুন শব্দটির পূর্বে 'উলু' শব্দটি উহ্য আছে।

৫২০। এ আয়াতটি বিশ্বাসীদের হাদয়ে মহানবী (সাঃ) এর আদর্শ অনুসরণের এক অনুপম চেতনা ও প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। তিনি  
তাঁদেরই মত এবং তাঁদেরই একজন ছিলেন।

৫২১। এখানে বদরের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধে মক্কার শক্র-যোদ্ধাদের ৭০ জনকে নিহত ও ৭০ জনকে বন্দী করা হয়েছিল।  
উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হন, কিন্তু কেউ বন্দী হননি। অতএব মুসলমানদের হাতে মক্কাবাসীদের দ্বিগুণ ক্ষতি হয়েছিল।

৫২২। মানুষের ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের কাজই তাদের নিজ থেকে উত্তৃত হয়। কারণ সে নিজেই সে কাজের হোতা। তবে যেহেতু  
আল্লাহ' তাআলা বিচারকরপে তার কাজের ফলাফল নির্দ্বারণ করেন, সেহেতু ভাল ফলই হোক আর মন্দ ফলই হোক, তা আল্লাহ'  
তাআলার দিকেও সমভাবে আরোপ করা যায় (৪:৭৯)। এ অর্থেও মানুষের কাজের ভাল-মন্দ ফলাফল আল্লাহ'র দেয়া প্রতিদান ও  
প্রতিফল বলে অভিহিত হতে পারে।

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ  
إِسْخَاطٌ مِّنَ اللَّهِ وَمَا ذُلْلَهُ جَهَنَّمُ وَ  
بِئْسَ الْمَصِيرُ<sup>(১)</sup>

هُمْ دَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ  
بِمَا يَعْمَلُونَ<sup>(২)</sup>

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ  
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ  
يَتَّلَوُ عَلَيْهِمَا آيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَرَأَنَّ كَانُوا مِنْ قَبْلِ  
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ<sup>(৩)</sup>

أَوْلَمَّا آصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتْمُ  
مُّشْلِيْهَا، قُلْتُمْ أَنِّيْ هَذَا، قُلْ هُوَ مِنْ  
عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ<sup>(৪)</sup>

وَمَا آصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَىِ الْجَمْعِينَ  
فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>(৫)</sup>

১৬৮। এবং যারা মুনাফেকী করেছে তাদেরও (পৃথকভাবে) প্রকাশ করে দেন<sup>১২০</sup>। আর তাদের বলা হয়েছিল, ‘আস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা<sup>১২৪</sup> প্রতিরোধ কর’। তারা বলেছিল, ‘আমরা যদি যুদ্ধ করতে জানতাম তাহলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম<sup>১২৫</sup>।’ সেদিন তারা তাদের ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিক নিকটবর্তী ছিল। তারা নিজেদের মুখে তা বলছে যা তাদের অন্তরে নেই। আর তারা যা গোপন করছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি অবগত।

১৬৯। (এরা তারাই,) যারা নিজেরা (ঘরে) বসে থেকে তাদের ভাইদের<sup>১২৬</sup> সম্পর্কে বলেছিল, ‘তারা যদি আমাদের কথা মানতো তাহলে তারা নিহত হতো না।’ তুমি বল, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের কাছ থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দেখাও।’

\* ১৭০। আর <sup>১</sup>যারা আল্লাহর পথে নিহত<sup>১২৭</sup> হয়েছে তুমি কখনো তাদের মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে জীবিত এবং তাদের রিয়্ক দেয়া হচ্ছে।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَأْفَقُوا وَقُتِلَ لَهُمْ  
تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ  
أَدْفَعُوا ، قَاتِلُوا لَوْ تَعْلَمُ قَتَالًا لَا  
أَتَبْعَنُكُمْ هُمْ لِلْكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ  
مِنْهُمْ لِلْأَيْمَانِ يَقُولُونَ يَا فَوَاهِمْ  
مَالِيَسْ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمْ  
بِمَا يَكْتُمُونَ<sup>১২৮</sup>

الَّذِينَ قَاتَلُوا لِرَحْبَرِهِمْ وَقَعْدُوا  
لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ، قُلْ فَادَرِءُوا  
عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ  
صَدِيقِينَ<sup>১২৯</sup>

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
يُرْزَقُونَ<sup>১৩০</sup>

দেখুন : ক. ৪৮১১২; খ. ৩৪১৫৫; গ. ৪৪৭৯; ঘ. ২৪১৫৫।

৫২৩। বিপদ-আপদ ও ত্যাগ-তিতিক্ষা সত্যিকার বিশ্বাসীকে দুর্বলচেতা বিশ্বাসী থেকে পৃথক করে দেখায়। বিশ্বাসীদের পক্ষে আপদ-বিপদের সম্মুখীন হওয়ার উদ্দেশ্য এটাই। এ দিক দিয়ে দেখলে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের দুর্দশা প্রকারান্তরে আশীর্বাদহস্ত ছিল। এ যুদ্ধ মু'মিনদের ও মুনাফিকদের চিহ্নিত করে দিল। এতদিন এ মুনাফিকরা মুসলমানদের মধ্যেই মিশে ছিল।

৫২৪। ‘আও’ শব্দটি যার আক্ষরিক অর্থ ‘অথবা’, এখানে ‘আর’ অনুবাদ করা হয়েছে। ‘অথবা’ মানে ‘তথা’, ‘অন্য কথায়’ ইত্যাদি।

৫২৫। ‘লাও না'লামু কিতালান’ (আমরা যদি যুদ্ধ করতে জানতাম) বাক্যংশটির অর্থ হতে পারেঃ (১) আমরা যদি বুকতম যুদ্ধ হবে অর্থাৎ আমরা জানি যুদ্ধ হবে না, কেননা বিরাট শক্রবাহিনী দেখে মুসলমানরা যুদ্ধ না করে তড়িঘড়ি পলায়ন করবে, (২) আমরা যদি জানতাম এটা একটা যুদ্ধ অর্থাৎ এটা মুসলমানদের জন্য বরং এক নিশ্চিত ধ্বন্স, কেননা শক্রর সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধসঙ্গার মুসলমানদের তুলনায় বহুগুণ বেশি, (৩) যুদ্ধ কীরণে করতে হয় তা যদি আমরা জানতাম! এ ক্ষেত্রে এটা ব্যঙ্গ্যোক্তি যার তাৎপর্য ‘আমরা যুদ্ধ সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান রাখি না এবং পারদর্শীও নই। যদি সেরূপ হতাম তাহলেতো তোমাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করতাম।’ অবশ্য এটা উহুদের ঘটনার কথা, যখন ৩০০ মুনাফিক তাদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর নেতৃত্বে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ময়দানে ছেড়ে মদীনায় ফিরে গিয়েছিল।

৫২৬। ‘তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছিল’ অর্থাৎ তারা ভাইদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল।

৫২৭। ‘আম্বওয়াত’ ‘মাইইত’ এর বহুবচন, মাইইত অর্থ মৃত। এছাড়াও এর অন্যান্য অর্থ আছেঃ

(১) যার রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হয়নি, (২) যে মৃত্যুক্তির কোন উত্তরাধিকারী নেই, (৩) যে ব্যক্তি শোকে-দুঃখে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

১৭১। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তারা এতে উৎফুল্ল<sup>১২৮</sup>। আর যারা তাদের পিছনে (দুনিয়ায়) রয়ে গেছে (এবং) এখনো তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি এদের সম্বন্ধেও তারা সুসংবাদ পাচ্ছে। <sup>ক</sup> এদেরও কোন ভয় নাই এবং এরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

১৭২। আল্লাহ্ পক্ষ থেকে তারা অনুগ্রহ ও আশিস লাভের সুসংবাদ পায় এবং এ (সুসংবাদও পায়), ‘‘আল্লাহ্ মু’মিনদের পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না।’

১৭৩। আহত<sup>১২৯</sup> হবার পরও <sup>গ</sup> যারা আল্লাহ্ ও এ রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মাঝে যারা ভালভাবে দায়িত্ব পালন করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে এদের জন্য রয়েছে এক মহা পুরস্কার।

১৭৪। (অর্থাৎ) যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, ‘নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন জড়ো হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের ভয় কর’<sup>১৩০</sup>। কিন্তু এ (কথা) তাদের স্মানকে আরো বাড়িয়ে দিল এবং তারা বললো, ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্যনির্বাহক।’

দেখুন : ক. ২৪৬৩; ৬৪৪৯; ৭৪৫০; খ. ৭৪১৭১; ১১৪১১৬; গ. ৮৪২৫।

৫২৮। শহীদগণ (যারা আল্লাহ্ পথে মৃত্যুবরণ করেন) এ ভেবে আনন্দিত হন যে তাঁদের জীবিত ভাইয়েরা যারা পরে পরপারে আসবেন তাঁরা নিশ্চয় শক্তদের উপর বিজয়ী হবেন। অর্থাৎ শহীদগণের মৃত্যুর পরে পরেই পর্দা সরে যায় এবং তাঁদেরকে জানানো হয়, মুসলমানরা বিজয়ী হতে যাচ্ছে। তাঁদের ভাইদের সম্বন্ধে তাঁরা উৎফুল্ল হন অর্থাৎ আল্লাহ্ ফিরিশ্তাগণ তাঁদেরকে অবহিত করেন, ইসলাম বিজয়ের পর বিজয় ও কৃতকার্যতা পর কৃতকার্যতা লাভ করে চলেছে।

৫২৯। এ আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে মহানবী (সাঃ) এর দু’টি অভিযানটি ছিল উহুদের যুদ্ধের পরের দিনই। মক্কাবাসীরা খালি হাতে উহুদ থেকে ফিরে যাচ্ছিল এবং বলছিল, তারা উহুদের যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। আরব গোত্রের তাদেরকে বিদ্রূপ করে বলতে লাগলো, বাহু কি বিজয়ী রে ! সাথে না আছে যুদ্ধলক্ষ ধন-সম্পদ, না আছে একজন বন্দী! টিক্টকারী শুনে তারা পুনরায় মুসলমানদেরকে আক্রমণ করে পূর্ণ বিজয় লাভের জন্য পুনরায় মদীনাভিযুক্তি হতে মনস্ত করলো। নবী করীম (সাঃ) তাদের পুনরাক্রমণের আশঙ্কাও করছিলেন। তাই উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবাগণকে ডেকে তাঁর (সাঃ) সাথে শক্তির বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দিতে আহ্বান জানালেন এবং পরদিন মাত্র ২৫০ জন সাথী নিয়ে মদীনা ত্যাগ করলেন। মক্কাবাসীরা যখন এ কথা জানতে পারলো তখন তারা সন্ত্রিষ্ট ও শক্তিত হয়ে গেল এবং মক্কার দিকে পলায়ন করলো। মহানবী (সাঃ) মদীনা থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে ‘হামরাউল আসাদ’ নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যখন দেখলেন শক্তির মক্কার দিকে পলায়ন করেছে তখন তিনি মদীনার দিকে ফিরে আসলেন। দ্বিতীয় অভিযানটি ছিল এক বছর পরের ঘটনা। উহুদের যুদ্ধ-ময়দান ত্যাগ করবার সময় মক্কাদের সেনাপতি প্রতিজ্ঞা করেছিল, পরবর্তী বছরে বদরের ময়দানে মুসলমানদের সাথে সে আবার যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কিন্তু পরবর্তী বছরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় তার সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়নি। তবে সে ‘নুয়াইম বিন মাসুদ’ নামক এক ব্যক্তিকে মদীনার মুসলমানদেরকে ভীতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে পাঠালো এবং তার মাধ্যমে মিথ্যা সংবাদ দিল, মক্কাবাসীরা এবার বদরের জন্য বিরাট যুদ্ধ-প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ অপকৌশল মুসলমানদেরকে মোটেও দমাতে পারলো না। তারা নির্দিষ্ট সময়ে বদরের ময়দানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু মক্কাবাসীদের এত আক্ষালন সত্ত্বেও তারা নিজেরাই উপস্থিত হলো না। এ মুসলিম অভিযানকে বদরুস্স সুগ্রা (ছোট বদর) বলা হয়ে থাকে। দু’বছর পূর্বেকার বদরের যুদ্ধের তুলনায় এ ছিল এক ছোট অভিযান মাত্র।

৫৩০। নুয়াইম-বিন-মাসুদের অপকৌশলপূর্ণ মিথ্যা ভয় দেখানোর কথাই এখানে বলা হয়েছে।

فَرِحِينَ بِمَا أَتَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ،  
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا  
بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ<sup>১৪১</sup>

بِشَتْبَشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَ  
فَضْلٍ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيقُ أَجْرَ  
الْمُؤْمِنِينَ<sup>১৪২</sup>

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا بِثِلْيٍ وَالرَّسُولِ  
مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ،  
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا  
آجَرًا عَظِيمًا<sup>১৪৩</sup>

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ  
النَّاسَ قَدْ جَمِعْتُكُمْ فَاحْشُوْهُمْ  
فَزَادَهُمْ رَأْيَمَا، وَقَالُوا حَسْبُنَا  
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ<sup>১৪৪</sup>

১৭৫। সুতরাং তারা আল্লাহর অনুগ্রহ<sup>(১)</sup> ও আশিসসহ ফিরে এল এবং কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। আর <sup>‘</sup>তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

১৭৬। এ হলো শয়তান, যে কেবল <sup>‘</sup>তার বন্ধুদের<sup>(২)</sup> ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা মু’মিন হয়ে থাকলে তাদের ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর।

১৭৭। <sup>‘</sup>আর যারা অস্বীকারে দ্রুত অগ্রসরমান তারা যেন তোমাকে দুচিত্তগ্রস্ত না করে। নিশ্চয় তারা কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না<sup>(৩)</sup>। আল্লাহ পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ রাখতে চান না। আর তাদের জন্য রয়েছে এক মহা আয়াব।

১৭৮। <sup>‘</sup>নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী দ্রুয় করেছে তারা আদৌ আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আয়াব।

১৭৯। আর যারা কুফরী করেছে তারা যেন মনে না করে, <sup>‘</sup>আমরা তাদের যে অবকাশ দিছি তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। আমরা তাদের কেবল এ জন্য অবকাশ দিছি যেন<sup>(৪)</sup> তারা আরো বেশি করে পাপ করে। আর তাদের জন্য রয়েছে এক লাঞ্ছনাজনক আয়াব।

১৮০। আল্লাহ এমন নন যে পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করে না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় আছ<sup>(৫)</sup> সে অবস্থায় <sup>‘</sup>মু’মিনদের ছেড়ে দিবেন। আর <sup>‘</sup>তোমাদের (প্রত্যেককেই)

দেখুন ৪ ক. ২৪২০৮, ২৬৬; ৩৪১৬, ১৬৩; ৫৪৩, ১৭; ৯৪৭২; ৫৭৪২১, ২৮; খ. ৭৪২৮; ১৬৪১০১; ৩৫৪; গ. ৫৪৪২; ঘ. ২৪১৭, ৮৭; ১৪৪২৯; গ. ২২৪৪৫; চ. ৮৪৩৮; ২৯৪৩.৪। ছ. ৭২৪২৭-২৮

৫৩১। ‘বদরস্স সুগ্রা’ থেকে মুসলমানেরা বহু লাভবান হয়েছিল। সেখানকার বাস্তরিক মেলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য করে বহু অর্থ নিয়ে তারা মদীনায় ফিরে এল। আল্লাহর ‘প্রচুর নেয়ামত’ শব্দটি এ ব্যবসালক্ষ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

৫৩২। শয়তান তার বন্ধু অবিশ্বাসীদের দ্বারা মুলসমানদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার পরিকল্পনা তার অবিশ্বাসী বন্ধুদেরকেই ভীতিগ্রস্ত করতে পারে, মুসলমানদেরকে নয়-শব্দগুলোর অর্থ এটাই।

৫৩৩। যারা মহানবী (সা:) এর কিংবা ইসলামের কিংবা ইসলামের সত্যিকার অনুসারীদের ক্ষতি সাধন করতে চায় তারা স্বয়ং আল্লাহর ক্ষতি সাধন করতে চায়। কেননা নবী করীম (সা:) এর উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলারই উদ্দেশ্য।

৫৩৪। ‘লিইয়াজদাদ’ (লি+ইয়াজদাদ) এর ‘লাম’ অক্ষরটিকে ফল-নির্দেশক ‘লামে আকিবা’ বলা হয়।

৫৩৫। এ আয়াত মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে, তারা যেসব পরীক্ষা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে চলেছে তা শীত্র শেষ হবার নয়। আরো অনেক দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-ত্বিতিক্ষা তাদেরকে অতিক্রম করতে হবে, যে পর্যন্ত না সত্যিকার বিশ্বাসী এবং মুনাফিক ও দুর্বল-বিশ্বাসীদের মাঝে তারতম্য ও পার্থক্য পরিষ্কার দৃশ্যমান হয়।

فَإِنْ قَلَبُوا إِنْتَهَمَتْ مِنَ اللَّهِ وَفَضَلِّلَ لَمْ  
يَمْسِهِمْ سُوءٌ وَّا تَبَعُوا رِضْوَانَ  
اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ<sup>(৬)</sup>

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَنُ يَخْوِفُ أَوْرِيَاءَكُمْ  
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ<sup>(৭)</sup>

وَلَا يَخْرُنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي  
الْكُفَرِ إِنَّهُمْ كُنْ يَصْرُوُ إِلَى اللَّهَ شَيْئًا  
يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَطَّا فِي  
الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>(৮)</sup>

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْكُفَرَ بِالْأَيْمَانَ  
لَنْ يَعْصِرُوا إِلَّا اللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>(৯)</sup>

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا  
نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَا نُفِسِّهُمْ إِنَّمَا نُمْلِي  
لَهُمْ لِيَزِدَادُوا رَاثِمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ  
مُهِينٌ<sup>(১০)</sup>

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا  
أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَوْمَرَغِي

অদ্যশ্যের বিষয় জানানো আল্লাহর কাজ নয়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রসূলদের মাঝে যাকে চান মনোনীত<sup>৫০৬</sup> করে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আন। আর তোমরা ঈমান আনলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে তোমাদের জন্য রয়েছে এক মহা পুরক্ষার।

১৮১। আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন (এথেকে খরচ করতে) যারা কৃপণতা করে তারা যেন তা কখনো নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে বরং তাদের জন্য তা অকল্যাণকর। যে (ধনসম্পদের) ক্ষেত্রে তারা কৃপণতা করে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই (তা) তাদেরকে গলার বেড়িরূপে পরানো হবে। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর মালিকানা<sup>৫০৭</sup> একমাত্র আল্লাহরই। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত।

১৮২। আল্লাহ অবশ্যই তাদের বক্তব্য শুনেছেন যারা বলে, ‘নিশ্য আল্লাহ গরীব এবং আমরা ধনী<sup>৫০৮</sup>। তাদের এ বক্তব্য এবং নবীদের (বিরুদ্ধে) তাদের অথবা কঠোর বিরোধিতাকে আমরা অবশ্যই লিখে রাখবো এবং আমরা (তাদের) বলবো, ‘তোমরা দহনের আয়াব ভোগ কর’।

১৮৩। তোমাদের কৃতকর্মের দরঢনই এ (আয়াব দেয়া হবে)। আর ‘আল্লাহ বাদাদের প্রতি মোটেও যুগ্ম করেন না।

১৮৪। যারা বলেছে, ‘নিশ্য আল্লাহ আমাদের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রসূলের প্রতি ঈমান না আনি যতক্ষণ সে আমাদের জন্য এমন (কিছুর)

الْتَّيْبٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى  
الْغَيْبِ وَلِكَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مِنْ رُّسُلِهِ  
مَنْ يَشَاءُ مِنْ قَوْمًا مُّنَوَّباً إِلَيْهِ وَرُسُلِهِ وَ  
إِنَّ تُؤْمِنُوا مَا تَتَقَوَّلُونَ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ<sup>৫০৯</sup>

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَنْخَلُونَ بِمَا  
أَثْسَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ  
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيْطَوْقُونَ مَا  
يَنْخَلُونَ إِيمَانَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِلَيْهِ مِيرَاثُ  
السَّمَاوَاتِ وَآلاَزِفِ وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَيْرٌ<sup>৫১০</sup>

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ  
اللَّهَ فَقِيرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيَاءُ  
مَا قَالُوا وَقَاتَلُوكُمْ أَلَا تُبَيِّنُ  
حَقًّا وَّنَقُولُ ذُوقُوا نَعَذَابَ الْحَرِيقِ<sup>৫১১</sup>

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ  
لَيْسَ بِظَلَامٍ إِلَّا بِعِيْدِ<sup>৫১২</sup>

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَوْدٌ رَّأَيْنَا<sup>৫১৩</sup>  
نُؤْمِن لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ

দেখুন : ক. ৪৯৩৮; ১৭৪৩০; ২৫৯৬৮; খ. ৪৭৪৩৯; গ. ৪৯১৫৬।

৫৩৬। এ বাক্যটি দ্বারা একথা বুঝায় না যে আল্লাহ তাআলার কোন কোন নবী তাঁর মনোনীত এবং অন্য নবীরা মনোনীত নন। আসলে বাক্যটির তাৎপর্য ও অর্থ হলো, নবীগণের মনোনয়নের ক্ষেত্রে যে যুগে যিনি নবী মনোনীত হন তিনিই সেই যুগের শ্রেষ্ঠতম মানব।

৫৩৭। ‘মীরাস’ শব্দটির অর্থ উত্তরাধিকার হলেও এখানে ‘মালিকানা’ বুঝাচ্ছে। শব্দটির অর্থ ‘প্রাপ্ত অংশ’ ও হয় (২৩:২২ দেখুন)। সেখানে বলা হয়েছে, ‘যারা উত্তরাধিকার হিসাবে বেহেশ্ত পাবে’। বেহেশ্ত প্রকৃতপক্ষে কেউই উত্তরাধিকার সুত্রে পায় না, আল্লাহর কাছ থেকে প্রদত্ত অংশ হিসাবে পায়।

৫৩৮। যখন ইহুদীদেরকে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল (৩:১৮১) তখন তারা মুসলমানদেরকে টিক্কারী করে বলেছিল, ‘নিশ্য আল্লাহ অভাবী আর আমরা’। এ কথাগুলো নব দীক্ষিতদের কৃপণ স্বত্বাবকেও প্রকাশ করে, যারা এর ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক চাহিদা মেটাতে কষ্ট বোধ করে।

কুরবানী (করার বিধান) না আনে যাকে আগুন<sup>৫০</sup> প্রাপ্ত করে।’ তুমি (তাদেরকে) বল, ‘নিশ্চয় তোমাদের কাছে আমার পূর্বে অনেক রসূল সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী নিয়ে এসেছিল এবং তোমরা যা বলছ তাও (নিয়ে এসেছিল)। তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে কেন তোমরা তাদেরকে ভয়ানক দৃঢ়কষ্ট\* দিয়েছিলে?

- \* ১৮৫। \*আর তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিলে (স্মরণ রেখো) তোমার পূর্বেও রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়া হয়েছিল, যারা সুস্পষ্ট নির্দেশন ও জ্ঞানগত<sup>৫১</sup> পুস্তকসমূহ এবং আলোকিত কিতাবসহ<sup>৫২</sup> এসেছিল।

১৮৬। প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর \*কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তোমাদের পুরাপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। তখন যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে নিশ্চয় সে-ই সফল হবে। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় সাময়িক সুখসাচ্ছন্দ<sup>৫৩</sup> ছাড়া আর কিছু নয়।

১৮৭। নিশ্চয় তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের প্রাণের মাধ্যমে তোমাদের \*পরীক্ষা<sup>৫৪</sup> নেয়া হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং যারা শির্ক করেছে তাদের পক্ষ থেকেও তোমরা নিশ্চয় অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধরলে ও তাকওয়া অবলম্বন করলে নিশ্চয় তা হবে সাহসিকতার কাজ।

দেখুন : ক. ৫৪৩৩; ১৪৪১০; ৪০৪৪৪ ;খ. ৩৫৪৫, ২৬; গ. ২১৪৩৬; ২৯৪৫৮; ঘ. ৪৪১৭৪; ৩৫৪৩১; ৩৯৪৩৬; ত. ২৪১৫৬; ৮৪২৯; ৬৪৪১৬

৫৩৯। এ আয়াতে আগুনে নৈবেদ্য দান করা সম্পর্কে ইহুদীদের আপত্তির খণ্ডন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, নৈবেদ্য প্রদানের নিয়ম পালনের ব্রত কোন নবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি নয়। কেননা এরপ কাজ মিথ্যা দাবীকারকও করতে পারে। দাবীকারকের সত্যতা কেবলমাত্র ‘সুস্পষ্ট নির্দেশন’ দেখানোর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর যদি তাদের মতে দণ্ড-নৈবেদ্যই সত্য নবীর চিহ্ন হয় তাহলেও এ বিষয় নিয়ে তাদের আপত্তি উত্থাপনের অধিকার নেই। কারণ যে সকল নবী এ আইন পালন করেছিলেন তাঁদেরকেও তো তারা সত্য বলে স্বীকার করে নি।

\* [কতলের অর্থ ভয়ানক আঘাত করাও হয়ে থাকে। দেখুন তফসীর রহস্য মাআনী, সুরা ফাতাহ, ইন্না ফাতাহবালাকা ফাতাহসুবীনা;- এর অধীন। হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য] ৫৪০। ‘যবূর’ অর্থ লিখন অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, যাতে আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ বা অধ্যাদেশ নেই। বিশেষ করে দাউদ (আঃ) এর ‘গীত সংহিতা’ যবূর নামে পরিচিত (লেইন)।

৫৪১। ‘তওরাত’ যা বনী ইস্রাইলের সকল নবীই অনুসরণ করতেন। তওরাতের শরীয়ত অনুসরণ করা সত্ত্বেও বনী ইস্রাইলের প্রত্যেক নবীই স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং আল্লাহর বাণী পেতেন, যাতে জ্ঞানের আলো, হেদয়াতের উপাদান এবং সতর্কবাণী থাকতো।

৫৪২। প্রকৃতিতে প্রাণীর জন্য মৃত্যুর চাইতে সুনিশ্চিত বিষয় আর কিছুই নেই। অথচ মানুষ এ মৃত্যুর কথা একেবারে ভুলে থাকে, এর কথা একবার ভাবেও না। এখানে ইহজীবনের সব কিছুই ছলনাময় সাময়িক সুখ-সাচ্ছন্দরপে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ বাহ্যিক দুনিয়াটি খুবই মধুময় ও আকর্ষণীয় বলে মনে হয় বটে, কিন্তু এর আনন্দের মধ্যে ও লাভ-লোভের মধ্যে আপাদমস্তক ডুবে গেলে দেখা যায় দুনিয়াটা আসলেই ছলনায় পূর্ণ।

شَاكِلُهُ التَّارُطُ قُلْ تَذَجَّأَ كُمْرُسْلُقْتُ  
قَبْلِي بِالْبَيْنَتِ وَ بِالْأَذَى قُلْتُمْ فِلَمَ  
قَتَلْتُمُ هُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ⑭

فِإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبْ رُسْلُمْ مِنْ  
قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيْنَتِ وَ الْزُّبْرَةَ  
الْكِتَبِ الْمُنِيرِ ⑮

كُلُّ نَفِسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا  
تُؤْفَوْتَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
فَمَنْ ذُحِّلَ حَعْنَ النَّارِ وَ دُخَلَ الْجَنَّةَ  
فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ  
الْغُرْوِرِ ⑯

لَتُبْلَوُنَّ فِي آمَوَالِكُمْ وَ آنفِسِكُمْ وَ  
لَتَشَمَّسُنَّ مِنَ الْذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوا أَذْيَ  
كِثِيرًا وَ إِنْ تَصِيرُوا وَ تَتَقْفُوا فَإِنَّ ذَلِكَ  
مِنْ عَزْوَلَّا مُؤْرِ ⑰

১৮৮। আর (স্মরণ কর) যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্ যখন (এই মর্মে) অঙ্গীকার<sup>৪৪৪</sup> নিয়েছিলেন, ‘তোমরা অবশ্যই মানুষের কল্যাণের জন্য এ (কিতাব) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং একে গোপন করবে না।’<sup>৪৪৫</sup> কিন্তু তারা একে তাছিল্যভরে অধাহ্য করলো এবং এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করলো। অতএব তারা যা ক্রয় করছে তা কত নিকৃষ্ট!

১৮৯। যারা নিজেদের কৃতকর্মে খুশি হয় এবং যে কাজ তারা করেনি সে সম্পর্কেও তারা প্রশংসা পেতে চায়, তারা যে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে<sup>৪৪৬</sup> একথা তুমি কখনো মনে করো না<sup>৪৪৬-ক</sup>। প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আয়াব।

১৯০। <sup>গ</sup>আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৯১। <sup>ঝ</sup>আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং পালাত্রমে রাতের ও দিনের আগমনের মাঝে বুদ্ধিমানদের<sup>৪৪৭</sup> জন্য নিশ্চয়ই নির্দেশনাবলী রয়েছে,

১৯২। <sup>ঝ</sup>যারা দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় এবং কাঁ হয়ে শোয়া অবস্থাতেও আল্লাহকে স্মরণ করে। আর (যারা) আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে (তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে), ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এ (মহাবিশ্ব) বৃথা<sup>৪৪৭</sup> সৃষ্টি করনি। তুমই পবিত্র। অতএব তুমি আগন্তের আয়াব থেকে আমাদের রক্ষা কর।’

দেখুন : ক. ২৪১০২; খ. ৬১৩, ৪; গ. ৫৪১৮, ১৯, ১২১; ২৪৪৩; ৪২৪৫০; ঘ. ২৪১৬৫; ৩৪২৮; ৪৫৪-৬; ঙ. ৪৪১০৪; ১০৪১৩; ৩৯৪১০; ৬২৪১১ চ. ৩৮৪২৮।

৫৪৩। পরীক্ষা ও বিপদাপদ চারটি কাজ সম্পাদন করে : (১) এগুলো দ্বারা দোদুল্যমান দুর্বল বিশ্বাসীদের সাথে দৃঢ়চেতা, নিবেদিত বিশ্বাসীদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্ণিত হয়, (২) সরল ও সত্ত্বিক বিশ্বাসীদের জন্য এগুলো আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় বিশেষ, (৩) যারা এ পরীক্ষা ও বিপদাপদে পতিত হয় তারা নিজেদের দৈমানের শক্তি ও দুর্বলতা জানবার সুযোগ পায় এবং এতে তারা আত্ম-সংশোধনের জন্য মনোনিবেশ করার সুযোগ পায়, (৪) পরীক্ষার মাধ্যমে পুরুষারের যোগ্যতাও নির্ণিত হয়।

৫৪৪। এখানে সাধারণভাবে সকল নবীর অনুসারীদের কাছ থেকে গৃহীত অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, কোন বিশেষ অঙ্গীকারের কথা নয়। অঙ্গীকারের সারকথা হলো, নবীর মৃত্যুর পরে ঐশ্বী-বাণী ও শিক্ষামালাকে অনুসারীরা প্রচার করবে এবং নিজেরাও তা জীবনে বাস্তবায়িত করবে।

৫৪৫। ‘মাফাযাহ’ অর্থ নিরাপত্তার স্থান বা অবস্থা, পলায়ন-স্থল, কৃতকার্যতা ও উন্নতির উপায় (আকরাব)।

৪৪৫-ক। ওয়ালা তাহ্সাবান্না’ ‘বাকাংশ’ এ আয়াতে দু’বার এসেছে যার অর্থ হলো ‘তুমি কখনো মনে করো না’। এ বাকাংশটি জোর দেয়ার জন্য দু’বার ব্যবহৃত হয়েছে (তফসীরে সগীর দ্রষ্টব্য)।

৫৪৬। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং পালাত্রমে রাতের ও দিনের আগমনের মাঝে যে শিক্ষা মানুষের জন্য রয়েছে তা হলো, মানুষকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে যদি সংভাবে ও ধর্মপথে নিজেকে পরিচালিত করে তাহলে তার জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও অন্ধকার দূর হয়ে সুখ ও উজ্জ্বলতা আসবেই।

৫৪৭। যে সংবন্ধ বিশ্বজগতের দিকে পূর্ব-আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা নিশ্চয় কোনও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া খাম-খেয়ালীভাবে

وَرَأَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيئَاقَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَبَ لِتُتَبَيَّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا  
تَحْكُمُونَهُ فَتَبَدَّلُهُ وَرَأَءَ ظُهُورُهُمْ  
وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَإِنَّمَا  
بَشَّرُونَ<sup>৪৪৮</sup>

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا  
وَيُجْبِونَ أَنَّ يُحَمَّدُوا إِيمَانَهُمْ يَفْعَلُوا  
فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنْ  
الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>৪৪৯</sup>

<sup>৪৪৯</sup> وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>৪৫০</sup>

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَآخِرِلَافِ الْبَلِلِ وَالنَّهَارِ لَا يَنْتَهِ  
إِلَّا لِبَابٍ<sup>৪৫১</sup>

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَ  
عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا  
بِإِظْلَالٍ سُبْحَنَكَ فَقَنَاعَذَابَ النَّارِ<sup>৪৫২</sup>

১৯৩। ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যাকে আগনে প্রবেশ করিয়েছ তাকে তুমি অবশ্যই লাঞ্ছিত করেছ। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।’

\* ১৯৪। ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (আমাদেরকে এই বলে) আহ্বান জানাতে শুনেছি, ‘তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন’। তাই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ<sup>৪৮</sup> ক্ষমা কর, আমাদের দোষক্রটি আমাদের কাছ থেকে দূর করে দাও এবং পুণ্যবানদের অস্তর্ভুক্ত করে আমাদের মৃত্যু দাও।’

১৯৫। ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আর তুমি যে প্রতিশ্রুতি তোমার রসূলদের জন্য আমাদের অনুকূলে নির্ধারিত করে দিয়েছিলে (অর্থাৎ নবীদের অঙ্গীকার) তা আমাদের দান কর এবং কিয়ামত দিবসে আমাদের লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।’

১৯৬। অতএব তাদের প্রভু-প্রতিপালক (এই বলে) তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, ‘নিশ্চয় আমি <sup>১</sup>তোমাদের কোন কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্মকে বিনষ্ট করবো না, তা সে পুরুষ হোক বা নারীই হোক। তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত<sup>৪৯</sup>। অতএব <sup>২</sup>যারা হিজরত করেছে, নিজ বাড়িঘর থেকে যাদের বের করে দেয়া হয়েছে, আমার পথে যাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে নিশ্চয় আমি তাদের দোষক্রটি তাদের কাছ থেকে দূর করে দিব এবং নিশ্চয় <sup>৩</sup>আমি এমন সব জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। (এ হলো) আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান। আর আল্লাহরই কাছে রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার।’

দেখুন : ক. ৪৪১২৫; ১৬৯৮; ২০৪১৩ ;খ. ১৬৯৪২; ২২৪৫৯, ৬০ ;গ. ২৪২৬।

সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষকে কেন্দ্র করে এ বিশাল জগৎ ও তার মধ্যকার সব কিছুর সৃষ্টি মানুষকে এক মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে এবং সাথে সাথে তাকে সৃষ্টি করার বিরাট উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সচেতন করে তোলে। মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য যখন আধ্যাত্মিক তত্ত্ববলী ও তাৎপর্য সম্বন্ধে মানুষ স্বীয় ধ্যান-ধারণাকে প্রসারিত করে তখন এর সংবন্ধতা, সংযোগ ও শৃঙ্খলার পরিপূর্ণতা তথা স্রষ্টার অপরিসীম প্রজ্ঞা দ্বারা সে এতই অভিভূত হয়ে পড়ে যে তার সন্তার গভীরতমস্তুল থেকে এ বাক্য উৎসারিত হয়ে ওঠে, “হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এ (মহাবিশ্ব) বৃথা সৃষ্টি করনি।”

৫৪৮। ‘যুনূব’ এর অর্থ হলো, মানুষের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক দুর্বলতা, সাধারণ ভুল-ভাস্তি ও ক্রটি-বিচ্যুতি। মানুষের হৃদয়ে যে সকল স্থানে অন্ধকার জমে এবং স্বর্গীয় আলো প্রবেশ করে না, সেগুলোকেও ‘যুনূব’ বলা যায়। ‘সাইয়িয়াত’ শব্দটি ‘যুনূব’ থেকে কঠোর ও গভীর। এর দ্বারা ধূলি-বাড়কে বুঝাতে পারে যা সূর্যের আলোকরশ্মিকে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রাখে। ২৪৮২ এবং ৩৪১৭ দেখুন।

৫৪৯। এ সূরায় প্রধানত খণ্টানদের বিশ্বাস ও আদর্শ আলোচিত হয়েছে। যদিও খণ্ট চার্চ দাবী করে, খণ্টান-ধর্মে স্ত্রীলোক ও পুরুষকে সম-মর্যাদা দেয়া হয়েছে তথাপি এ দাবী সত্য নয়। খণ্ট-ধর্মে স্ত্রীলোকের মর্যাদা নিশ্চিতভাবে পুরুষের নীচে। তাই আধ্যাত্মিক ময়দানে স্ত্রীলোক

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ  
أَخْرَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ<sup>৪৮</sup>

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُبَشِّرُ  
لِلْأَدِيَمَانِ أَنَّ أَمْنَوْا بِرَبِّكُمْ فَأَمْنَاهُ  
رَبَّنَا فَاغْفِرْنَا دُنُوبَنَا وَكَفِرْنَا  
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَنْبَارِ<sup>৪৯</sup>

رَبَّنَا أَتَنَا مَا وَعَدْنَا عَلِ رُسُلِكَ وَ  
لَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا  
تُخْلِفُ الْمِيعَادَ<sup>৫০</sup>

فَاشْجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضْلِعُ  
عَمَلَ عَامِلِيْمَ كِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أَوْ اُنْثِي  
بِغَضُّكُمْ مِنْ بَعْضِهِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا  
وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي  
سَيِّئِيْلِيْنَ وَفَتَلُوا وَفُتَلُوا لَا كَفِرْنَ عَنْهُمْ  
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا لَا نَهْرٌ شَوَّابًا مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ حُسْنُ الشَّوَّابِ<sup>৫১</sup>

১৯৭। <sup>ك</sup>দেশময় অস্বীকারকারীদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে আদৌ ধোকায়<sup>১০</sup> ফেলে না দেয়।

لَا يَغْرِيْنَكَ تَقْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي  
الْبَلَادِ<sup>১১</sup>

১৯৮। (এ হলো) সামান্য সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য<sup>১২</sup>। এরপর তাদের ঠাই হবে জাহানাম। তা কত মন্দ বিশ্রামস্থল!

مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوِهُمْ جَهَنَّمُ وَ  
يُشَّسَ الْمِهَادُ<sup>১৩</sup>

ষষ্ঠী  
ত্রিতীয়

১৯৯। কিন্তু যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে এমন সব জাহানাত, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (এ হবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে আতিথেয়তা<sup>১৪</sup>। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা পুণ্যবানদের জন্য অতি উন্নত।

لِكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ  
جَنَّتُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا أَلَانَهُ  
خَلِدَيْنَ فِيهَا نُزُّلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا  
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْمُبَرَّارِ<sup>১৪</sup>

২০০। আর নিশ্চয় এমন এক শ্রেণীর <sup>শ</sup>আহলে কিতাব রয়েছে, যারা আল্লাহতে এবং যা তোমাদের প্রতি অবর্তীণ করা হয়েছে এতে এবং যা তাদের প্রতি অবর্তীণ করা হয়েছে (তাতেও) ঈমান আনে। (তেমনি) তারা আল্লাহর সমীপে বিনয় অবলম্বন করে (এবং) আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে না। এদেরই জন্য এদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এদের পুরক্ষার। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী<sup>১৫</sup>।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ  
بِإِلَهِهِ وَمَا أُنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ  
إِلَيْهِمْ حِشْعَانٌ يُلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِإِيمَانِ  
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مَا أُلْئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ مِنَ اللَّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ<sup>১৫</sup>

দেখুন ৪ ক. ৪০৪৫; খ. ৩৪১১।

ও পুরুষের সমান মর্যাদার কথা বার বার উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিবার জন্য বলা হয়েছে, তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৫৫০। এ আয়াতটি কাফিরদের বাহ্যিক চাকচিক্য ও ক্ষমতার প্রতি, বিশেষ করে খৃষ্টান জাতিগুলোর চোখ-ধাঁধানো পার্থিব উন্নতির প্রতি মুমিনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মহানবী (সাঃ) এর সময় তাদের জাঁক-জমকপূর্ণ জীবন যেমন মানুষকে মোহাবিষ্ট করেছিল, তেমনি শেষ যুগেও তাদের অভুতপূর্ব জাগতিক উন্নতি মানুষকে আবার অপ্রতিহত গতিতে প্রলুক্ত করছে। এ আয়াত মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছে তারা যেন কাফিরদের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব উন্নতির চাকচিক্য দেখে প্রতারিত না হয় ও ভীতিগ্রস্ত হয়ে না পড়ে।

৫৫১। খৃষ্টান জাতিগুলোর এ উন্নতি অস্থায়ী। এ আয়াত ইঙ্গিত দিচ্ছে, তারা অচিরেই ভীষণ শাস্তিতে নিপত্তিত হবে, এমন কি তাদের শাস্তির পালা তাদেরকে স্পর্শ করে ফেলেছে।

৫৫২। ‘নুয়ল’ নাযালা ধাতু থেকে উৎপন্ন ক্রিয়া-বিশেষ্য। ‘নাযালা’ অর্থ সে অবতরণ করলো, সে একস্থানে বসতি স্থাপন করলো। অতএব ‘নুয়ল’ অর্থঃ (১) অতিথি শালা, (২) অতিথিদের জন্য তৈরী করা খাদ্য (লেইন)।

৫৫৩। ‘নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী’ বাক্যটি যখন অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায় তাদেরকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দিবেন এবং যখন বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ দাঁড়ায় তাদেরকে তাড়াতাড়ি পুরক্ষৃত করবেন।

২০১। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য ধর, পরম্পরকে  
ধৈর্যের তাগিদ দাও এবং <sup>ক</sup>সীমান্তের সুরক্ষায় তৎপর  
থাক<sup>৫৫৪</sup>। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন  
২০ সফল হতে পার<sup>৫৫৫</sup>।

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنُوا اصْبِرُوا وَ  
صَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٥٥﴾

১১  
[১১]  
১১

দেখুন : ক. ৮১৬১।

৫৫৪। ‘রাবিতু’ অর্থ অটলরপে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, সীমান্তে ঘোড়াকে প্রস্তুত রাখ, ধর্মের অনুশাসন পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাক, নামায়ের  
সময় সময়ে সচেতন থাক। (লেইন)।

৫৫৫। এ আয়াতে সফলতার অন্য পাঁচটি পূর্বশর্ত উল্লেখিত হয়েছে: (১) ধৈর্যসহকারে প্রচেষ্টা চালানো, (২) শক্তির তুলনায় অধিক ধৈর্য  
ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, (৩) নিজের ধর্মের ও সপ্তদিনায়ের সেবায় সর্বদা তৎপর থাকা, (৪) আত্মরক্ষার জন্য এবং প্রয়োজন-বোধে  
আক্রমণের জন্য সীমান্তের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা, (৫) যথাযোগ্য ধর্মপরায়ণতার সাথে জীবন যাপন করা। ‘রিবাত’ শব্দটি মানব  
হৃদয়কেও বুঝায়। অতএব বিশ্বাসীদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যেন অভ্যন্তরীণ শক্তি ও বহিঃশক্তি উভয় থেকে সর্বদা আত্মরক্ষা করে  
চলে।